উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৭৭৮.৮৪ (+৫৬৬.৯৬)

নিফটি : ২৫,৯৬৬.০৫ (+১৭০.৯০)

কৈলাসের মন্তব্যে বিতর্ক

ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্য কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। তাঁর প্রশ্ন, ক্রিকেটাররা না জানিয়ে বাইরে বের হলেন কেন? » ৭

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি

রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২২°	৩২°	২১°	৩২°	২১°	৩২°	২০°

লম্বা ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত » ১১

১০ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 28 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 158

হাজির SIR

সংবিধান মনে করালেন জ্ঞানেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : ফের ‘এসআইআর’। বিহারের পর আবার। তবে শুধু বাংলায় নয়। একসঙ্গে দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দীর্ঘ ২৩ বছর পর ফের এত বড় মাপের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হতে চলেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর হতে দেবেন না বলে হুমকিকে উপেক্ষা করেই সোমবার এই ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বাংলার পাশাপাশি এই দ্বিতীয় দফায় ‘এসআইআর’ হবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে। সোমবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া, যা শেষবার হয়েছিল ২০০২ সালে।

এসআইআর নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি প্রসঙ্গে অবশ্য কমিশনের তরফে কোনও কড়া মন্তব্য করা হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার শুধু বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই দায়বদ্ধতার কথা জানে ও পালন করবে।’

> পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শুধু বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য। সেই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের।
>
> **জ্ঞানেশ কুমার**
> *মুখ্য নির্বাচন কমিশনার*

নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার কমিশনের ঘোষণা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমরা দিল্লিতে অভিযান করব। বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করতে এসআইআর করা হচ্ছে।’

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথাতেও সংশয়। তাঁর বক্তব্য, ‘এসআইআর নিয়ে ভীতি ছড়ালে চলবে না। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা দেখতে আমরা সজাগ রয়েছি।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিবৃতি,

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর কী?

এসআইআর-এর পুরো অর্থ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। অর্থাৎ খুব সহজ বাংলায় নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। ২৩ বছর আগে শেষবার এমন সংশোধন হয়েছিল।

কোথায় কোথায় এসআইআর

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি ও আন্দামান নিকোবর

কাদের কাগজ দিতে হবে না

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যদি কারও নিজের বা বাবা-মায়ের নাম থেকে থাকে, তাহলে নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই

প্রশ্নবাণ

২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে যদি যোগ না পাওয়া যায়, বাবা-মা না থেকে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ইআরও নোটিশ জারি করবেন। নোটিশের পর শুনানি হবে। সেই শুনানিতে ইআরও প্রশ্ন করতে পারেন, ওই সময় সংশ্লিষ্ট ভোটাররা কোথায় ছিলেন? বা তাঁর বাবা-মা কোথায় ছিলেন?

কী করতে হবে?

উপরের শর্ত যাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, তাঁদের কমিশনের নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট নথি দেখাতে হবে। বিএলও-র মাধ্যমে তাঁরা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁদের জন্য অনলাইন সুবিধাও থাকছে।

কমিশনের নির্দিষ্ট নথি

- কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র
- ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি
- জন্ম শংসাপত্র
- পাসপোর্ট
- মাধ্যমিক বা তার অধিক কোনও শিক্ষাগত শংসাপত্র
- রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র
- ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট
- জাতিগত শংসাপত্র
- কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্টার
- স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্টার
- জমি অথবা বাড়ির দলিল
- আধার (এটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে গৃহীত হবে না)

এক বাড়িতে তিনবার

- বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-রা এক বাড়িতে তিনবার করে যাবেন। তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্ম দেবেন এবং তা সংগ্রহ করবেন।
- যাঁরা পড়তে-লিখতে পারেন না, তাঁদের সাহায্য করবেন বিএলও-রাই।

নির্ঘণ্ট

- প্রিন্টিং ও ট্রেনিং : ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর
- বাড়ি বাড়ি কড়া নাড়া : ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর
- খসড়া তালিকা প্রকাশ : ৯ ডিসেম্বর
- অভিযোগ দাখিল : ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি
- ভেরিফিকেশন : ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি
- চূড়ান্ত তালিকা : ৭ ফেব্রুয়ারি

ঢালাও আমলা বদলি নিয়ে চর্চা রাজনীতিতে

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : প্রায় বেনজির ঢালাও বদলি। প্রশাসনিক স্তরে একসঙ্গে এতজনের বদলি কখনও হয়েছিল কি না, অফিসাররা মনে করতে পারছেন না কেউ। তাও সরকারি ছুটির দিনে। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল ছটপুজোর ছুটি। সেই দিনটাই যেন শুরু হল বদলির নির্দেশ দিয়ে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ছিল ৯ জনের বদলির নির্দেশ। যাঁদের মধ্যে তিনজনই উত্তরবঙ্গের- কোচবিহার, দার্জিলিং ও মালদার জেলা শাসক।

এরপর বেলা যত গড়িয়েছে, তত বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে বদলির নির্দেশপ্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা। দিন শেষে ডব্লিউবিসিএস পদমর্যাদার ৪৫৭ ও আইএএস পদমর্যাদার ৭০ জন অফিসারের কাজের জায়গা বদল হল। নবান্নের তরফে এই বদলিকে প্রশাসনের রুটিন পদক্ষেপ বলে সাফাই দেওয়া হলেও রাজনৈতিক মহল এর পিছনে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার কৌশল দেখছে।

মনে করা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন সোমবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক ডাকবে খবর পাওয়ার পর রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। কমিশন কিছু না বললেও সব মহলেই ধারণা ছিল,

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনের কাজে সুপ্রিম ধাক্কা খেল কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : এসআইআর ঘোষণার দিন রাজ্যের পক্ষে বিরাট স্বস্তি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আর বন্ধ রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুর্নীতির অভিযোগে ওই বরাদ্দ বন্ধ বলে কেন্দ্রের যুক্তিকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তসাপেক্ষ, কিন্তু কর্মসংস্থানের অধিকার অস্বীকার করা যায় না।’

একই অভিমত ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের রায়, ‘দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া সাংবিধানিকভাবে অন্যায়।’ চলতি বছরের ১ অগাস্ট থেকে ওই রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু তা বাস্তবায়িত না করে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সেই মামলাতেই মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে জানতে চায়, সরকার কি মামলা তুলে নেবে না আদালত খারিজ করে দেবে? পরে অবশ্য বিচারপতিরা মামলাটি খারিজ করে দেন। তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কলকাতা হাইকোর্ট যে দুর্দান্ত রায় দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট সেই অবস্থানই বজায় রাখল। এখন সময় এসেছে আবাস যোজনার মতো অন্যান্য প্রকল্পেও রাজ্যের ন্যায্য দাবি তুলে ধরার।’

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ আদায়ের জন্য নবান্ন বারবার চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রকে।

এরপর দশের পাতায়

চোরাপথে বালি জোগাচ্ছে কুলিক-টাঙন

টাঙনে নৌকায় বোঝাই করা হচ্ছে বালি।

সৌরভ রায় ও দীপঙ্কর মিত্র

কুশমণ্ডি ও রায়গঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : ময়ূরাক্ষীর লাল বালি বা চোপড়ার সাদা বালির দাম যখন আকাশছোঁয়া, তখন দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে সস্তায় বালির জোগান দিচ্ছে টাঙন ও কুলিক নদী। সরকারি অনুমতি ছাড়াই চলছে বালি তোলা ও পাচার। উৎসবের মরশুমে ভূমি দপ্তর বন্ধের সুযোগে আরও বেড়েছে অবৈধ বালি ব্যবসা।

বাংলাদেশ থেকে প্রবাহিত টাঙন নদী দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর, কুশমণ্ডি ও কালিকামরা পঞ্চায়েত হয়ে বংশীহারী হয়ে মালদার দিকে এগিয়েছে। সরকারি অনুমতি না থাকলেও এই নদীই এখন সস্তায় বালি সরবরাহের মূল উৎস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন টাঙনের বুকে নৌকো ও ট্র্যাক্টর বোঝাই করে বালি তোলা হচ্ছে। পরে সেই বালি রাতের অন্ধকারে ডাম্পারে করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা সহ মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে পাঠানো হচ্ছে।

স্থানীয় বালি ব্যবসায়ী আনরুল হক বলেন, ‘আগে টাঙনের বালি তুলেছি রয়্যালটি দিয়ে। বছরে এক কোটির বেশি রাজস্ব পেত সরকার। কিন্তু এখন বালি তোলার অনুমতি না থাকায় আমাদের কোনও পথ নেই।’ একই দাবি কুশমণ্ডির বালাসপুর ও হরমোড় এলাকার রবিলাল কিসকু ও পরিমল মার্ডিদেরও।

এরপর দশের পাতায়

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় ‘ইতি’

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ ষষ্ঠ পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ডুয়ার্স আসলে নৈসর্গের উপত্যকা। যেখানে ‘দুটি পাতা একটি কুঁড়ি’ শুধু ফসলের নাম নয়, একটি আস্ত ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ব্রিটিশ পুঁজি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর হাত ধরে উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তে যখন চা শিল্পের গোড়াপত্তন হয়, তখন তা শুধু অর্থনৈতিক দিগন্তই উন্মোচন করেনি, বরং একটি সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় শ্রেণি-কাঠামোও তৈরি করেছিল। এই কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল ব্রিটিশ মালিক, আর ভিত্তিমূলে শোষিত শ্রমজীবী আদিবাসী ও নেপালি সমাজ। আর এদের মাঝের স্তরটিতেই জন্ম নিয়েছিল এক বিশেষ সামাজিক শ্রেণি- ‘বাগানিয়া বাবু’।

এই বাবুরা সরাসরি মালিক ছিলেন না। ছিলেন কেরানি, হিসাবরক্ষক বা ছোটখাটো ম্যানেজমেন্টের পদাধিকারী-অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাহেবের প্রশাসনিক হাত। অবিভক্ত বাংলা থেকে আগত এই শিক্ষিত বাঙালি করণিক শ্রেণি অল্পবিস্তর ইংরেজি জ্ঞান ও বাংলামাধ্যমের শিক্ষার জোরে নিজেদের শ্রমজীবী সমাজ থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

প্রবীণদের স্মৃতিচারণে সেই রোমাঞ্চকর দিনের গল্প শোনা যায়, সেসময় সাহেবরা নাকি স্টেশনে

কয়েক দশক আগে আইভিল চা বাগানে দুর্গাপুজোর সূচনা। ছবি ইন্টারনেটের সৌজন্যে।

স্টেশনে দালালের মতো অপেক্ষা করতেন এবং ট্রেন থেকে নামা অল্প শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের ধরে এনে কেরানির পদে বসাতেন। ‘বাবু ধরার ইতিহাস’ সত্যিই যেন এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান! কলবাবু, ফিটারবাবু, ওজনবাবু, ডাক্তারবাবু, মাস্টারবাবু, এমনকি বাগানের ছেলেমেয়েদের গান শেখানোর জন্য ‘গানবাবু’-পদাধিকারের এমন বৈচিত্র্যই ছিল এদের সামাজিক কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি।

এই বাবুরাই ছিলেন ডুয়ার্সের ‘সবুজ উপনিবেশের’ সংস্কৃতির অঘোষিত মালিক। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে এবং নিজেদের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নাট্যচর্চা ও ক্লাব সংস্কৃতিকে।

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওদলাবাড়িতে ‘মেবার পতন’ নাটকের মহড়া দিয়ে যে নাট্যচর্চার শতবর্ষের যাত্রা শুরু, বানারহাট, মালবাজার, গয়েরকাটার মতো জায়গায় তা একসময় কাঠের তৈরি আধুনিক মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের জন্ম দিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সোমবার ছিল ‘ভাওয়াইয়া সম্রাট’ আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিন। কিন্তু এদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন না কেউই। জন্মভিটে আগাগোড়াই উপেক্ষিত। ভাওয়াইয়া শিল্পী আয়েশা সরকারও সেই উপেক্ষার কথা জানালেন।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় চরে বেড়াচ্ছে গোরু, ভেড়া। সোমবার শিল্পীর জন্মদিবসে।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেয় গোরু চরে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : ভাওয়াইয়া সংগীতকে ভারত সহ সারা বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। সেজন্যই গোটা বিশ্বের সংগীত মহলে তিনি এক পরিচিত নামও বটে। সোমবার ছিল তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস। আর যা পেরিয়ে গেল অনাদর, অবহেলায়। না প্রশাসন-না কোনও রাজনৈতিক দল, কেউই এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুরে তাঁর জন্মভিটেয় গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন না। কোচবিহার জেলার খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পীদেরও এদিন সেখানে দেখা যায়নি। বরঞ্চ ভাওয়াইয়ার সেই ‘তীর্থক্ষেত্রে’ গোরু-ভেড়া চরে বেড়িয়েছে। যা নিয়ে ভীষণ ব্যথিত স্থানীয় বাসিন্দারা। আব্বাসউদ্দিনের মতো কালজয়ী শিল্পীর প্রতি এই উপেক্ষা মানতে পারছেন না তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আমজাদ মিয়াঁর কথায়, ‘বাইরে থেকে কত মানুষ উৎসাহভরে শিল্পীর জন্মভিটে দেখতে আসেন। অথচ প্রশাসন তাঁর জন্মদিবসে এখানে একটা অনুষ্ঠান করতে পারল না। যা দুর্ভাগ্যের।’ রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভ জানান তিনি।

‘ও কী গাড়িয়াল ভাই’, ‘প্রেম জানে না রসিক কালাচান’, ‘তোর্ষা নদী উথালপাথাল কায়বা চলে নাও’ -ভাওয়াইয়া সম্রাটের কালজয়ী সব গান। তাঁর দরদিয়া সুরেলা কণ্ঠে আজও আট থেকে আশি মোহিত হন। অনেকে নতুন করে ভাওয়াইয়ার প্রেমে পড়েন। যাঁদের জানা নেই, তাঁরা আব্বাসউদ্দিনকে জানতে আগ্রহী হন। অথচ এই উপেক্ষা, যা শুধু আজকের নয়।

১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কোচবিহারের বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিনের জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও সংগীত সাধনা। স্থানীয় ডাকবাংলো এলাকায় তাঁর জন্মভিটে দিনের পর দিন অযত্নে পড়ে রয়েছে। টিনের চালার নড়বড়ে ঘর যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির যেখানে বসে আব্বাসউদ্দিন গান বাঁধতেন বলে কথিত, সেখানে বেঁধে রাখা হয় গোরু-ছাগল। বাড়ির গোটা চত্বর ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, কোনও সরকারই বাড়িটি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

বিক্রিসূত্রে আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটে বর্তমানে অন্য একটি পরিবারের নামে রয়েছে। সেখানেই অন্যান্য বছর শিল্পীর জন্মদিবসে নানান কর্মসূচি করে থাকেন স্থানীয় শিল্পীরা। কিন্তু এবার তা হয়নি। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গিরা দত্ত বলেন, ‘এদিন আলাদা করে কোথাও অনুষ্ঠান হয়নি। তবে সারা বছর ধরেই আমরা ভাওয়াইয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।’

তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি দু’পক্ষই বিখ্যাত ভাওয়াইয়াশিল্পীদের নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়ান। কিন্তু এদিন কারও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা যেখানেই যে কর্মসূচি পালন করি সংস্কৃতি জগতের সমস্ত মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আলাদা করে কাউকে নিয়ে অনুষ্ঠান আমাদের দলীয় সংস্কৃতিতে নেই।’ তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘ছটপুজো ঘিরে ব্যস্ততার জন্য এদিন আমি ওখানে যেতে পারিনি। ৭ নভেম্বর রাসমেলার মঞ্চে আব্বাসউদ্দিন ও আরেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী নায়েব আলী টেপুর স্মরণে অনুষ্ঠান হবে।’

সরকারি এই উপেক্ষায় নিজেকে আড়ালে রাখি

আয়েশা সরকার

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : সোমবার ছিল ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৫তম জন্মদিবস। কিন্তু প্রশাসন তো নয়ই, কোনও সংগঠনের তরফেও বিখ্যাত মানুষটির জন্মদিবস উদযাপন নিয়ে কোথাও কোনও আয়োজন চোখে পড়ল না। বলরামপুরের জন্মভিটেয় দেখা মিলল না কোনও নেতা, মন্ত্রীর। অথচ এই আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ছবিকে সামনে রেখেই হয় ভাওয়াইয়া উৎসব।

সরকারি এই উপেক্ষার কারণেই নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করি। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের প্রতি নাড়ির টানকে কী করে উপেক্ষা করি! আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটের দৈন্যদশা আমাকে ব্যথিত করে। তাঁকে উপেক্ষা করা মানে ভাওয়াইয়া গানকে উপেক্ষা করা। সেই কবে থেকে শুনছি তাঁর জন্মভিটে সংস্কার হবে, মিউজিয়াম হবে। মাপজোখই হল, তাছাড়া কিছুই হল না। এদিকে, ভাওয়াইয়া গানের উৎসব করে লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু খরচই হচ্ছে। এর থেকে না শিল্পীদের লাভ হচ্ছে, না ভাওয়াইয়ার প্রসারের সম্ভাবনা থাকছে। ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটি তৈরি হচ্ছে অথচ তাতে কোনও শিল্পীর নাম থাকছে না। কারণটি বোধগম্য নয়। এই উৎসব বাদে এই গানের প্রসার ঘটাতে সরকার কি উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ করেছে? অথচ যে কোচবিহারের মাটিতে ভাওয়াইয়া গানের প্রসার সেখানেই ভাওয়াইয়া অ্যাকাডেমি বা কোনও প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা যেতেই পারত। ওই জন্মভিটেকে সামনে রেখে মিউজিয়াম বা অ্যাকাডেমি করা যেত। সরকার উদ্যোগী হলে অবশ্যই সাহায্য করব।

(অনুলিখন : প্রসেনজিৎ সাহা)

নদী পেরিয়ে দলে ফেরা

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার রাতে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসেছিল একপাল হাতি। সোমবার ভোরে বাকিরা ফেরত গেলেও চা বাগানে আটকে পড়ে কমবয়সি একটি হাতি। সেটির জন্য সকাল ১০টা পর্যন্ত জলঢাকার পাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সঙ্গীরা। নদী পেরিয়ে ছোট হাতিটি তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই পালটি জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে। ঘটনাটি নাগরাকাটা বস্তির। অন্যদিকে, এদিনই ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটপুজোর ঘাটের অদূরে একটি দলছুট হাতি ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফলে আতঙ্ক তৈরি হয় সেখানে।

বন দপ্তর সূত্রেই খবর, রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে ১৫-২০টি হাতির একটি পাল নাগরাকাটা বস্তি হয়ে নাগরাকাটা চা বাগানে যায়। ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়ে যায়। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা সেখানে যান। তাঁরা হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা করেন।

বিট অফিসার জয়দেব রায় বলেন, ‘একটু চেষ্টা করতেই দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়।’ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হাতি দলবদ্ধ প্রাণী। দলের কোনও সদস্য সমস্যায় পড়েছে বলে মনে করলে অন্যরা সহযোগিতায় কসুর রাখে না। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, ‘ফের হাতিদের একে ওপরের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়টি প্রমাণ হল।’

অন্যদিকে, সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ওদলাবাড়িতে চেল নদীর ছটঘাটের সামনে একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির উপস্থিতি চিন্তা বাড়িয়ে তোলে বন দপ্তরের। পরে মাল বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা সেটিকে ছটঘাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যান। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ন্যাস’-এর কোঅর্ডিনেটর নফসর আলি বলেন, ‘গত ১৫ দিন ধরে হাতিটি কুমলাই চা বাগান থেকে শুরু করে সাইলি, রানিচেরা চা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। আবার কখনও পাশের ভুট্টাবাড়ি জঙ্গল ঘুরে এসে সাইলি হাটের গুম্ফার ধারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকছে। চলাফেরাও মন্থর হয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে। অবিলম্বে সেটির চিকিৎসা জরুরি।’

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, হাতিটির কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বনকর্মীরা গতিবিধি নজরে রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ভোরে ওদলাবাড়ির চেল নদীর ছটঘাটে যাঁরা পুজো দিতে আসবেন তাঁদের আগেভাগেই সতর্ক করতে সোমবার বিকেলে বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করা হয়।

জলঢাকা পেরিয়ে পালের কাছে ফিরে যাচ্ছে দলছুট হাতি।

দলে ফেরা

- রবিবার সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে হাতির পাল নাগরাকাটা চা বাগানে যায়
- ভোরে ফেরার সময় একটি হাতি কোনও কারণে সেখানে দলছুট হয়
- খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করার চেষ্টা শুরু করেন
- দাঁতালটি নদী পার হয়ে পালের সঙ্গে মিশে যায়

দুধিয়ায় সোমবার শুরু হল অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল। ছবি : সূত্রধর

লোহার ব্রিজ মেরামতের ভাবনা পূর্ত দপ্তরের

জল বাড়লে টিকবে তো, অস্থায়ী রাস্তা নিয়ে শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৭ অক্টোবর : ২২ দিন পর ফের দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে সড়কপথে জুড়ল সমতল। সোমবার সকাল থেকেই নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি অস্থায়ী রাস্তার ওপর দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে এই রাস্তাটি কতদিন টিকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রথম দিন থেকেই। জুন-জুলাই মাসে শুরু হয়ে যাবে বর্ষাকাল। তখন বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হলে হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ফলে আপাতত গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হলেও দ্রুত বিকল্প ভাবতে হচ্ছে পূর্ত দপ্তরকে।

দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় মণ্ডল বললেন, ‘কংক্রিটের সেতু তৈরি হতে অন্তত এক বছর সময় প্রয়োজন। বর্ষায় যাতে যানবাহন চলাচলে সমস্যা না হয়, সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভেঙে পড়া লোহার সেতুটি মেরামত করে চালানো যায় কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বালাসনে জলস্ফীতি হয়। জলের তোড়ে ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে থাকা লোহার সেতুটি ভেঙে মিরিকের লাইফলাইন বন্ধ হয়ে যায়। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি শুরু করে। কাজ ও মহড়া শেষে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় রাস্তাটি। হাঁফ ছাড়েন পর্যটক, নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে পরিবহণকর্মীরা।

আনমোল ছেত্রী মিরিক-শিলিগুড়ি রুটে যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির চালক। তাঁর কথায়, ‘গত ২০-২৫ দিনে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুড়ুং, নলডারা হয়ে যে রাস্তা রয়েছে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পর্যটক সহ অন্য যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করিনি। বেশিরভাগ দিনই গাড়ি বসিয়ে রেখেছিলাম। এদিন ফের যাত্রী নিয়ে মিরিক যাচ্ছি।’

রাস্তা খোলার খবর পেয়ে এদিনই মিরিকের উদ্দেশে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন শিলিগুড়ির গুরুংবস্তির রতন দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘মিরিক আমার বরাবরের পছন্দের জায়গা। পরিবার নিয়ে এবার দু’দিনের জন্য যাচ্ছি। পাহাড় দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।’

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, নদীর ওপর ৭২ মিটার এলাকায় ১৩২টি হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। দু’পাশের সংযোগকারী রাস্তা সহ এর মোট দৈর্ঘ্য ৩৬৮ মিটার। ১০ মেট্রিক টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দু’দিকেই মোতায়েন থাকবেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা।

দুধিয়ায় ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশে দেড় বছর আগেই কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছিল। তবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা জানায়, ন্যূনতম এক বছর সময় প্রয়োজন। অর্থাৎ ২০২৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের আগে কংক্রিটের সেতুর কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে, জুন-জুলাইয়ে বর্ষা শুরু হবে। সেসময় জলস্তর বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে স্রোত। অস্থায়ী রাস্তা ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই লোহার ভাঙা সেতুর নীচে নতুন পিলার বানিয়ে হালকা যানবাহন চলাচলের যোগ্য করে তোলা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে পূর্ত দপ্তর।

ভর্তির সুযোগ

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : ভেলোর, চেন্নাই, অমরাবতী এবং ভোপালে অবস্থিত ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (ভিআইটি) প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা এখন WWW.VITEEE.VIT.AC.IN ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন। ভিআইটিইইই ২০২৬ একক পর্যায়ে পরিচালিত হবে। যা ২৮ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

এই পরীক্ষাটি ভারতের ১৩৪টি শহরে এবং ৯টি আন্তর্জাতিক পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বাড়ির কাছের পরীক্ষাকেন্দ্র বেছে নিতে পারবেন।

বিশ্বমানের পরিকাঠামো, শক্তিশালী শিল্পসংযোগ এবং ভালো জায়গায় নিয়োগে সুযোগ করে দেওয়ায় ভিআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান।

কর্মখালি

রাইস মিলের অনলাইন কাজের জন্য এবং Govt. লেভি রাইসের বিল করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। যোগাযোগ- 9434130801. ইসলামপুর, উ: দি: (S/N)

●

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন : ১৫,১০০/-, কাজের সময়- সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph- 8250106017. (C/118383)

●

FMCG ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফিক্সড মাইনে ও ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি লোকাল বাসিন্দা হতে হবে। M - 9064738552, 9332538804. (C/118850)

তারিখ পরিবর্তন

বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের লটারি খেলা(সদস্যদের মধ্যে) ২৯শে অক্টোবরের পরিবর্তে ৮ই নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। সম্পাদক।

PUBLIC NOTICE

Notified that my client SRI RUDRADEEP BASU & SMT. MAMATA BASU, both are only legal heirs of LATE PRADIP BASU @PRADIP KUMAR BASU of Bankim Chandra Road, Hakim Para, Ward No. 15 of S.M.C., Siliguri lost Original Deed of Gift being Deed No. I-5505 for the year 1983 and Building Plan being No. 4649 dated 12/03/1986 (both document are in the name of LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU) at Siliguri area from their custody on 17/01/2025. One GDE being No. 519 dated 25/10/25 at Panitanki TOP-I, Slg. also done. They also declare that, they and or said LATE PRADIP BASU @ PRADIP KUMAR BASU (during his lifetime) did not take any loan by mortgaging aforesaid Original Deed of Gift & Building Plan and or property mentioned in the said Deed of Gift & Building Plan from any Bank and or financial institution. If anyone found above Deed of Gift & Building Plan, then please Call 97330 99857.

Biswajit Roy(Advocate)
Siliguri (M) 94340 48373

বিক্রয়

Sale-Leyland - 3525-2023-WB73G6253 Cont. No. 3532950301. (C/118846)

●

চার পাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া 5 Decimal জমি বাড়ি বিক্রয় হইবে - মাথাভাঙ্গা শহরে। (M) - 9434066861. (C/118378)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kshirprasad Sarkar পিতা Haribhakta Sarkar দ্বারিকামারী, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার RPLI তে (নং R-WB-SG-EA-9111) নাম ভুল থাকায় গত 28-8-25 তারিখে জলপাইগুড়ি EM কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 17890) বলে Kshirprasad Sarkar ও Kshir Pr Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দাদামণি দুর্ধর্ষ দুই পর্ব রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্দিনী, দুপুর ১২.৪৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৩০ বন্ধু, সন্ধে ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ১২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, ২.৩০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ১০.৩০ পিটি স্যর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দায়িত্ব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ গুপ্ত
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৫ অ্যান্টনি, দুপুর ১.৩৫ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৩৩ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৮ হাতকড়ি, রাত ১০.০২ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি
জি সিনেমা : সকাল ৮.৩৮ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১২.০০ সিকন্দর, ২.১৬ ধমাল, বিকেল ৪.৪৩ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৫৩ চক্র কা রকসক
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ রাজা কি আয়েগি বারাত, দুপুর ২.১৭ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.২৩ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১০.৫৬ গুমনাম
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৫ তরলা, ২.২৪ মিশন মজনু, বিকেল ৪.৩৭ ফিরাক, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ খুদা হাফিজ চ্যাপ্টার টু-অগ্নিপরীক্ষা, ১১.১৯ খালি পিলি

প্রেমের কাহিনী সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

শাশুড়ি-বৌমা পর্ব

মহারানি ইলিশ বিরিয়ানি এবং **শালুক ফুলের বড়া** রাঁধবেন অসীমা রায় মজুমদার এবং কবিতা মজুমদার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিকন্দর দুপুর ১২.০০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ফেলে রাখা কোনও সামগ্রী দিয়ে ফের কাজ চালু করতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কাটতে চলেছে। বৃষ : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে উপহাসের পাত্র হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। মিথুন : পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাবেন। কর্কট : ভারী কোনও জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে সমস্যা হতে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পাবেন। সিংহ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ পাবেন। আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : বাক সংযম করতে না পারলে সংসারে আশান্তি বাড়বে। কোনও নিকট আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মা-বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বৃশ্চিক : বহু আগের কোনও ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। রাস্তায় চলাচলে সাবধান। পায়ের হাড়ে চোট লাগতে পারে। ধনু : দুপুরের পর খুব ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন। মকর : অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের হাট। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান। কুম্ভ : সন্তানের কর্মসূত্রে আপনার বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় জয়ী হবেন। মীন : নেতিবাচক চিন্তা ছাড়ুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় জটিল সমস্যা মিটবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৬ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০ কাতি, সংবৎ ৭ কার্ত্তিক সুদি, ৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। মঙ্গলবার, সপ্তমী শেষরাত্রি ৪।২৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩৩ সুকর্মাযোগ প্রাতঃ ৬।১ পরে ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৩। গরকরণ দিবা ৩।৫৭ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১২।৩৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫১ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।১০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ১২।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও পুনঃ রাত্রি ৮।১০ গতে ১২।৩২ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।৪৩ গতে শেষরাত্রি ৫।৪৪ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। কোলযাত্রা উৎসব (বিহার)। অমৃতযোগ- ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভূতনিতে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত মৎস্যজীবীকে

তোলা না দিলে মাছ নয়

আজাদ

মানিকচক, ২৭ অক্টোবর : গঙ্গায় মাছ ধরতে হলে তোলা দিতে হবে। এমনই দাবি তোলাবাজ দুষ্কৃতীদের। তোলা দিতে অস্বীকার করায় রবিবার ভোররাতে মাঝগঙ্গায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের মুখোমুখি হতে হয় এক তরুণ মৎস্যজীবীকে। জাল সহ অন্যান্য সরঞ্জাম কেড়ে নিয়ে, বন্দুকের বাট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন তিনি। বর্তমানে ভূতনি দিয়ারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সোমবার ভূতনি থানায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর নাম সহ অভিযোগ করেছেন বিষ্ণু মাহাতো নামে ওই মৎস্যজীবী।

গঙ্গায় মাছ ধরেই দিন গুজরান করেন ভূতনি বাঘেধানটোলার বাসিন্দা বিষ্ণু। রবিবার হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডোগরা পার্শ্বস্থ গঙ্গায় নিজের নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই অন্য আরেকটি নৌকায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী এসে নৌকা থামিয়ে তাঁর কাছে টাকা চায়। তোলা না দিলে নদীতে মাছ ধরা যাবে না বলে হুমকি দেয় তারা। এরপরই তাদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় তাঁকে।

আক্রান্ত মৎস্যজীবী বিষ্ণু মাহাতো।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। আগেও বেশ কয়েকবার দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের শিকার হতে হয়েছিল ওই এলাকার মৎস্যজীবীদের। মানিকচকের গঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের এমন তাণ্ডব চলে। দেড় বছর আগে মানিকচকের দিয়ারা নারায়ণপুর চরে মাছ ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন মানিকচক পশ্চিম নারায়ণপুরের বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী। এমনকি একজন মৎস্যজীবীকে একবার আটকও করে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যস্থতায় আটক মৎস্যজীবী মুক্তি পান। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। একজন দুষ্কৃতীকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাদের দৌরাত্ম্যও সমানে চলছে। গঙ্গায় তোলা আদায় করা এই দুষ্কৃতীদের অত্যাচার বন্ধের জন্য প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা। আক্রান্ত বিষ্ণু বলেন, 'আমরা সারাবছর গঙ্গায় মাছ ধরেই জীবনযাপন করি। তবে মাঝেমধ্যেই আমাদের মতো মৎস্যজীবীদের এইরকম ঘটনার শিকার হতে হয়। তোলার টাকা না দিতে পারায় আমাকে বন্দুকের বাট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ওরা। সুযোগ বুঝে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছি। ভূতনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু কোনও সুবিচার পাব বলে মনে হচ্ছে না। আবার এভাবে প্রাণ হাতে নিয়েই নদীতে নামতে হবে। আমি চাই প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের মতো মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক।'

থানায় অভিযোগ

রবিবার হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডোগরা পার্শ্বস্থ গঙ্গায় নিজের নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন স্থানীয় এক মৎস্যজীবী

মাঝগঙ্গায় তাঁর নৌকা আটকে তোলা চাওয়া হয়

তোলা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে বন্দুকের বাট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়

সোমবার কয়েকজন দুষ্কৃতীর নাম সহ ভূতনি থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি

এবিষয়ে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'এমন কোনও ঘটনার কথা আমার জানা নেই। নিশ্চিতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখব। এমন ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। তদন্ত করে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঘুরতে এসে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নাবালিকার

নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন কুশমণ্ডিতে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৭ অক্টোবর : কুশমণ্ডিতে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়, ফের প্রশ্ন উঠল দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায়। কালীপুজো দেখতে মামার বাড়িতে আসা আদিবাসী নাবালিকাকে রবিবার সন্ধ্যায় ধর্ষণের চেষ্টা করে পাশের গ্রামের এক তরুণ। যা নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মেয়েটির মা। তবে ছেলেটিকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

এর আগে গত ৯ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল আদিবাসী এক নাবালিকা। ওই ঘটনায় পাঁচজন ধরা পড়লেও, এখনও মূল অভিযুক্ত পলাতক। একই গ্রামে পরপর এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ আদিবাসী সংগঠনের নেতারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেসের মহকুমার আহ্বায়ক দুর্গা সোরেন বলেন, 'অভিযুক্ত তরুণকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ক্রমশই বাড়তে থাকবে।'

> অভিযুক্ত তরুণকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ক্রমশই বাড়তে থাকবে।
>
> **দুর্গা সোরেন**
> *আহ্বায়ক, আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস (মহকুমা)*

গণধর্ষণ কাণ্ডের ২৩ দিনের ব্যবধানে ধর্ষণের চেষ্টা কুশমণ্ডিতে মেয়েদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে হরিরামপুর থেকে বোনকে নিয়ে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে দশম শ্রেণির ছাত্রীটি। রবিবার সন্ধ্যায় বোনকে নিয়েই মামাবাড়ি থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে একটি ঝোঁপের পাশে শৌচকর্ম করতে যায় দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। সেসময় হঠাৎই এক তরুণ পেছন থেকে তার মুখ চেপে দূরে নিয়ে যায়। চেষ্টা করে ধর্ষণের। মেয়েটির চিৎকারে ভয়ে বাড়ি চলে আসে তার বোন। সে সময় পাশের একটি পুকুরে কিছু ধোয়ার কাজ করছিলেন নাবালিকার মামি। চিৎকার শুনে ঝোপের দিকে ছুটে গিয়ে ওই তরুণকে তিনি ধরেন। তবে হ্যাঁচকা টানে জামা ছিঁড়ে গিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত তরুণ। ঘটনাটি নিয়ে ওই রাতেই আলোচনায় বসে পরিবার। সোমবার ওই তরুণের বাড়িতে যান তাঁরা। সকলের সামনে রবিবার রাতের নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয় ওই তরুণ। বিষয়টি গ্রামে আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবে দুই পক্ষ সহমত হয়।

সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় আলোচনায় বসার প্রস্তুতি। কিন্তু বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু হতেই অভিযুক্তের পরিবার বেঁকে বসে বলে অভিযোগ। যার প্রেক্ষিতে এদিন সন্ধ্যায় কুশমণ্ডি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালিকার মা। নাবালিকার মামা স্থানীয় আদিবাসী নেতা।

তিনি বলেন, 'ওই তরুণের উপযুক্ত শাস্তি না হলে আমরা নিজেদের মতো করে বিচার করব।' অন্যদিকে দুর্গা সোরেন জানান, এধরনের ঘটনা নিয়ে গ্রামে সচেতনতামূলক শিবির করা হবে। কুশমণ্ডির আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

আজ দিল্লি যাচ্ছেন উত্তর মালদার সাংসদ

এ যাত্রায় ফিরে এসেছি : খগেন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৭ অক্টোবর : কখনও ভারী বুটের আওয়াজ, কখনও আবার নিঃশব্দ গোটা বাড়ি। কিন্তু চারপাশে নজর রাখার চোখের চাহনির কোনও পরিবর্তন নেই। কিছুতেই বদল ঘটছে না কিছুটা ভাঙা দোতলা হলুদ রংয়ের বাড়ির গেটের পরিস্থিতির। সবসময় সেখানে জওয়ানদের উপস্থিতি। অলিখিতভাবে যেন 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' বোর্ড ঝুলছে। এমন পরিস্থিতিতেই মালদা শহরের বাঁধ রোডের বাড়িটির দিকে নজর রাখছেন অনেকে। কৌতূহলী দৃষ্টি জানতে চাইছে, নাগরাকাটায় আক্রান্ত উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু এখন কেমন আছেন? তিনি কি কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে আছেন? চিকিৎসার জন্য দিল্লি যাবেন কবে এবং কীভাবে?

সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ গেটে থাকা জওয়ানদের পরিচয় দেওয়ার পর সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হয় উপরে। এরপর উপর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রবেশে কোনও সমস্যা নেই। অর্থাৎ বাড়িটির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি মিলেছিল। ঘরে প্রবেশের পর নজরে পড়ল, একটা লাইট জ্বলছে টিমটিম করে। এলোমেলো বিছানার পিছনদিকে ঝুলছে মশারি। একমুখ দাড়ি, খগেনের পরনে একটা লুঙ্গি এবং ফতুয়া। তাঁর খাটের একটা পাশে বসে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। পাশের চেয়ারে উত্তর মালদার মহিলা নেত্রী মাফুজা খাতুন। ঠায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী মঞ্জু কিসকু। অজয় স্নেহভরে সাংসদের হাত টেনে আকুপ্রেশার করে যাচ্ছেন। কেমন আছেন প্রশ্নে খগেন বললেন, 'কথা বলতে পারছি না। একটু কথা বললেই মাথাটা টনটন করে উঠছে। ভগবানের কৃপা আর মানুষের আশীর্বাদে এই যাত্রায় ফিরে এসেছি। তোরা সবাই কেমন আছিস?' তাঁকে কথা বলতে দেখে কিছুটা আশঙ্কিত সাংসদের স্ত্রী বললেন, 'থামো তুমি, কথা বললে কিন্তু ব্যথাটা আরও বেড়ে যাবে।' কিছুক্ষণ পর মঞ্জু জানালেন, মঙ্গলবার তাঁরা দিল্লি যাবেন। তবে মালদা থেকে কলকাতা বা বাগডোগরা হয়ে বিমানে দিল্লি, নাকি মালদা থেকে ট্রেনে সরাসরি দিল্লিতে যাবেন, সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লির এইমসে উত্তর মালদার সাংসদ খগেনের চিকিৎসা হবে।

শিলিগুড়িতে টানা কয়েকদিন চিকিৎসার পর দুইদিন আগে বাড়িতে ফিরেছেন খগেন মুর্মু। কথা না বলতে নির্দেশ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। তিনি আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রের তরফে তাঁকে ওয়াই প্লাস ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে সবসময় ১১ জন জওয়ানের উপস্থিতি। ভাঙাচোরা হলুদ রংয়ের দোতলা বাড়ির নীচটা কার্যত জওয়ানদের দখলে। বাড়ির গেটের সামনে সবসময় দাঁড়িয়ে দুজন বন্দুকধারী জওয়ান। বিনা অনুমতিতে দোতলায় ওঠার অধিকার নেই কারও। নিজের পরিচয় দিয়ে খবর পাঠাতে হচ্ছে। গুরুত্ব বুঝে ডেকে নেওয়া হচ্ছে দোতলায়। গুরুত্ব অনুযায়ী বিজেপির কিছু হাতেগোনা নেতা সেই সুযোগ পেয়েছেন।

অসুস্থ খগেন মুর্মুকে দেখতে জেলা সভাপতি। সোমবার।

গঙ্গারামপুরে ছটপুজোয় ছটব্রতীরা। ছবি : চয়ন হোড়

ছটে স্নানে গিয়ে শিশুর মৃত্যু

হরিরামপুর, ২৭ অক্টোবর : সোমবার শ্রীমতী নদীতে ছটপুজোর ডুব দিতে গিয়ে তলিয়ে গেল ৭ বছরের এক শিশু। নাম সুরতি নুনিয়া। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হরিরামপুর থানা এলাকার শশা গ্রামে। হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া জানিয়েছেন, এদিন বিকেলে সূর্যপ্রণাম করতে গিয়ে শ্রীমতী নদীর জলে নেমেছিলেন বহু মানুষ। ওই শিশুটির বাবা-মা দুজনেই জলে নেমেছিলেন। প্রণাম শেষে স্নান করার সময় ওই শিশুটি তলিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে শিশুটির মৃতদেহ ভেসে ওঠে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এমন ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষপান

মালদা, ২৭ অক্টোবর : বিষপানের জেরে রবিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে হবিবপুরের শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা এক বৃদ্ধের। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা জানান, মৃত বাসি মুর্মু (৬০) জমিতে কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে সকলের অজান্তে বিষপান করেন তিনি। পরে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক

শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন বিএসএফের ডিআইজি।

পুরাতন মালদা, ২৭ অক্টোবর : দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এবং বাহিনীর অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালদা সেক্টর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর উদ্যোগে সোমবার শুরু হল 'ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক ২০২৫' বা 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ'। সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন প্রস্তাবিত এই কর্মসূচি দেশজুড়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা পালন করে থাকে। ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হবে। পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুরে অবস্থিত সেক্টর হেডকোয়ার্টার বিএসএফ মালদার তরফেও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ করা হবে। কর্মসূচির মূল থিম- 'সতর্কতা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব'।

এদিন এই কর্মসূচি নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএফের মালদা সেক্টরের ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল (ডিআইজি) অজিত কুমার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'বিএসএফের কোনও আধিকারিক বা কর্মচারী দুর্নীতিতে জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিএসএফকে দুর্নীতিমুক্ত করা। এরপরেও যদি দুর্নীতির বিষয়টি উঠে আসে, তাহলে প্রমাণ সাপেক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

তিনি আরও জানান, বাহিনীর কর্মীদের উপর নজরদারি চালানোর জন্য ভিজিলেন্স টিম ও জি ব্রাঞ্চ সক্রিয় রয়েছে। মালদা সেক্টর বিএসএফ এই সচেতনতা সপ্তাহের মাধ্যমে কেবল কর্মীদের নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সততা ও সতর্কতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

প্রতারণায় ধৃত ১

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : সোমবার হিলি ব্লকের পূর্ব রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা সুদীপ মহন্তকে প্রতারণা ও মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। গত ৬ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রলোভনে সহবাস, মারধর ও টাকা হাতানোর অভিযোগ দায়ের করেছিলেন হিলি থানার বাসিন্দা এক মহিলা।

পাঁচ বছর আগে স্বামীকে হারানোর পর, দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বালুরঘাটের নারায়ণপুরে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন ওই মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পরই সুদীপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, সুদীপকে নানা দফায় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন তিনি। এর পরিবর্তে সুদীপের নিজের একটি লরি ওই মহিলাকে বিক্রি করার কথা হয়েছিল। তবে বহুদিন কেটে গেলেও তিনি পাওনা টাকা পাননি এবং লরিটিও তাঁর নামে হয়নি। এছাড়াও নানা প্রলোভনে তাঁকে সহবাস করতে বাধ্য করেন সুদীপ। সেই প্রস্তাবে আপত্তি জানানোয় আক্রান্ত হতে হয় ওই মহিলাকে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পুলিশ। এদিন সুদীপকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কুশমণ্ডি, ২৭ অক্টোবর : কুশমণ্ডির চান্দল মোল্লাপাড়ায় মধ্যবয়সি এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। রবিবার বিকেলে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় গণেশ সরকার (৫১) নামে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ একটি গাছ থেকে উদ্ধার হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এই কারণে মানসিক অবসাদে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের সদস্যদের অনুমান। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ সোমবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ

বিহার-যোগের সম্ভাবনা চুরিতে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা বারদুয়ারি সদর এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় বিহারের দুষ্কৃতীরা জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে বিহার সীমানা। ওই বাড়ির আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীদের চেহারা ধরা পড়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেছেন, 'তদন্ত চলছে। সমস্ত নাকা চেক পয়েন্টে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আমরা গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছি।'

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, শনিবার রাতে অরুণ জিন্দাল নামে ওই পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী। বাড়িতে কেউ ছিলেন না। দুষ্কৃতীদের বেশিরভাগের মুখ ঢাকা ছিল। তবে কয়েকজনের চেহারা দেখা গিয়েছে। তারা পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে লুটপাট। আলমারি ভেঙে সোনার গয়না ও বহু মূল্যবান জিনিসপত্র সহ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এমনকি ধরা পড়ার ভয়ে ভেঙে দেয় বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা।

যে কারণে তদন্তে নেমে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজই ছিল পুলিশের কাছে একমাত্র ভরসা। সেখানে বাড়িতে ঢোকা ও বেরোনোর দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তবে একটা প্রশ্ন উঠছে, এতজন মিলে গভীর রাত্রে একটি বাড়িতে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ ধরে মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে বেরিয়ে গেল, অথচ প্রতিবেশীরা কেউ কোনও আওয়াজ পেলেন না কেন? স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দুষ্কৃতীদের এলাকার কয়েকজন সাহায্য করেছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা চলছিল বলে অনুমান। ওই ব্যবসায়ী পরিবার নিয়ে বাইরে যেতেই 'হামলা' চালানো হয়।

তল্লাশি শুরু

সোনার গয়না ও মূল্যবান সামগ্রী সহ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার চুরি

সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীদের দেখা গিয়েছে

বেশিরভাগের মুখ ঢাকা থাকলেও, কয়েকজনের চেহারা দেখা গিয়েছে

চুরিতে স্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ

চুরিতে যারা জড়িত, তারা বিহারের বাসিন্দা বলে মনে করছে পুলিশ। এর আগেও একাধিকবার বিহার থেকে দুষ্কৃতীরা এসে ওই এলাকায় অপরাধ সংঘটিত করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা অজিত সাহা বলেন, 'বাড়ির মালিক দীর্ঘদিন ধরে পরিবার সমেত বাইরে রয়েছেন। বাড়িটি ফাঁকাই ছিল। আমাদের সন্দেহ, এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় কারও মদত রয়েছে। নাহলে, বারদুয়ারি সদরে এইভাবে বাড়িতে ঢুকে একাধিক দুষ্কৃতী কীভাবে চুরি করার সাহস পায়?'

ছটপুজোতেও বাড়ি ফেরা হল না ১০ হাজার শ্রমিকের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অক্টোবর : বিহারে কাজ নেই। তাই দু'-তিন মাস গ্রামে কাটিয়ে সারাবছর বাংলায়। দারভাঙ্গা জেলার শ্রমিকদের পেটের ভাত জোটাচ্ছে এ রাজ্য। এই শ্রমিকদের ওপর ভরসা করেই সারা রাজ্যে মাখনা প্রক্রিয়াকরণে প্রথম মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর। দুর্গাপুজো-কালীপুজোয় তাঁরা মিশে যান বাংলা ও বাঙালির সঙ্গেই। আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু, সারাবছর অপেক্ষা করেও ছটপুজোয় বিহারের গ্রামে ফেরা হয় না তাঁদের। এই সময়টাই মাখনা তৈরির পিক সিজন। তাই পরিবার নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরে ছট পালন করছেন বিহার থেকে আসা দশ থেকে বারো হাজার শ্রমিক।

দ্বারভাঙ্গা জেলার আলিনগর, বাহাদুরপুর, বেহেরা, হায়া ঘাট, কেওটি, নেহেরা প্রভৃতি থানা এলাকা থেকে এই শ্রমিকরা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন। এঁরা মাখনা খইয়ের ফরিয়া শ্রমিক। রাজ্যের মধ্যে মাখনা চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ সবথেকে বেশি হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়। বছরে কোটি কোটি টাকার প্রক্রিয়াজাত মাখনা যায় দিল্লি, মুম্বই। রপ্তানি হয় বাংলাদেশ, আরব, আফগানিস্তানেও। মাখনা চাষ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণে ছয় থেকে দশ মাস সময় লাগে। প্রতি বছর অগাস্ট থেকে তাঁরা আসতে শুরু করেন। বেশিরভাগই পরিবার নিয়ে থাকেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি পিপলা সহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের বসতি। এলাকার প্রত্যেক ফরিগুলিতে তাঁরা ছটপুজোয় মেতে উঠেছেন। যে নয়ানজুলিগুলোতে মাখনা চাষ হয়, সেখানেই পুজো সাড়েন তাঁরা।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ছটপুজো করছেন বিহারের শ্রমিক ও তাঁর পরিবার। সোমবার।

> দু'-চার মাস বিহারে থাকি। বাকি সময় বাংলায় কাটাতে হয়। পরিবার চালানোর তাগিদে বিশ্বকর্মাপুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, আমাদের প্রধান উৎসব ছটপুজো হরিশ্চন্দ্রপুরে পালন করি। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে এভাবে ছটপুজো পালন করছি বাংলায়।
>
> **সন্তোষ সাহানি,** *শ্রমিক*

এক ফরিয়া শ্রমিক সন্তোষ সাহানি বলেন, 'দু'-চার মাস বিহারে থাকি। বাকি সময় বাংলায় কাটাতে হয়। পরিবার চালানোর তাগিদে বিশ্বকর্মাপুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, আমাদের প্রধান উৎসব ছটপুজো হরিশ্চন্দ্রপুরে পালন করি। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে এভাবে ছটপুজো পালন করছি বাংলায়। নিজের গ্রামে দীর্ঘদিন ছটপুজো করিনি। এটাই আক্ষেপ।'

রাজু সাহানি নামে আরেক শ্রমিক বলেন, 'বিহারে আমাদের জন্য কোনও কাজ নেই। ৭-৮ মাস বাংলায় কাজ করে আমাদের সারাবছর সংসার চলে।' স্থানীয় মাখনা ব্যবসায়ী রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'বিহারের শ্রমিকরা ছাড়া মাখনা প্রক্রিয়াকরণ অসম্ভব। এঁদের জন্যই হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ অনেক সহজ হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা প্রশান্ত মন্ডল - কে 31.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64D 36199 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের যে অপরিসীম আনন্দ তা প্রকাশ করার কোনো ভাষা নেই আমার! আমি কেবলমাত্র ছোট একটি সুযোগ নিয়েছি, আমার ভাগ্যের উপর আমি আস্থা রেখেছিলাম এবং আমি আজ একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দক্ষিণ দিনাজপুরে তিন আসনে লড়বে মিম

কুশমণ্ডি ও বৈষ্ণবনগর, ২৭ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি ৩টি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মিম। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথাই জানান মিমের জেলা সভাপতি উম্মেদ আলি খান।

সোমবার কুশমণ্ডি ব্লকের শমশিয়া মোড়ে মিম (অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন) দলের জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি উম্মেদ আলি খান। উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রত্যেকটি ব্লকের নেতৃত্ব।

এদিকে, বৈষ্ণবনগরেও সংগঠন বাড়ানোর চেষ্টা করছে মিম। সংগঠনের সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে কালিয়াচক-৩ ব্লকের সভাপতির পদে বসেছেন ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দা খুরশেদ আলম। বিজেপি ও তৃণমূল, দুই দলকেই একযোগে নিশানা করেন তিনি। খুরশেদের অভিযোগ, '২০১৬ সালে বৈষ্ণবনগরে বিজেপির বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু সেই সময়েও ভাঙনকবলিত এলাকায় কোনও কাজ হয়নি। বর্তমানে তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন, তাঁর সময়েও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। দুই দলই দুর্নীতিগ্রস্ত, সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। মানুষ এবার প্রকৃত পরিবর্তন চাইছে, আর সেই পরিবর্তন আনব আমরা।'

মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সংগঠন নিয়ে আশাবাদী দলের নেতৃত্ব। মিমের মালদা জেলা সভাপতি রেজাউল করিম বলেন,'আমাদের সংগঠন এখন গোটা জেলাজুড়ে বিস্তৃত। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ বুথে সংগঠন মজবুত হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বাকি বুথগুলোতেও আমরা শক্ত ভিত গড়ে তুলব।'

বংকট বাবার মেলার প্রস্তুতি

কালিয়াচক, ২৭ অক্টোবর : সাধক বংকট বাবার ১২৮তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়েছে কালিয়াচকে। কালিয়াচকের সিলামপুরের বংকট বাবার মন্দিরের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শুরু হয়েছে। দুই মাস আগে থেকেই মন্দিরের পাশে মেলা বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মেলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই শামিল হন। উদ্যোক্তাদের আশা, এবার লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে। মেলা কমিটির সভাপতি দেবকৃষ্ণ সিংহ বলেন, 'আগামী ১২ ডিসেম্বর বংকট বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে মেলা বসবে। মেলায় কীর্তন পরিবেশন করবেন বিভিন্ন খ্যাতনামা কীর্তনশিল্পী।'

জগদ্ধাত্রীপুজো

হরিরামপুর, ২৭ অক্টোবর : হরিরামপুর রামকৃষ্ণ মিশন মঠে সোমবার থেকে জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। বৃহস্পতিবার নবমীপুজোয় ভক্তরা অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রসাদ বিতরণ করা হবে। শুক্রবার দশমীতে পুজো শেষে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।

শ্বশুরবাড়ি ঘুরতে এসে 'খুন' জামাই

মানিকচকে মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোরগোল

আজাদ

মানিকচক, ২৭ অক্টোবর : শ্বশুরবাড়ির পাশেই পাওয়া গেল জামাইয়ের রক্তাক্ত দেহ। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল ছড়ায় মানিকচকের এনায়েতপুর নওয়াদা এলাকায়। মৃতের নাম অমিত চৌধুরী (৩২)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের সাততারি কাকমারি এলাকায়। মৃতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পনা করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে খুন করেছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ মৃতের স্ত্রী শ্যামলী। তাঁর দাবি, প্রকৃতির টানে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি অমিত। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু হল, সেই বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। শ্যামলীর (২২) সঙ্গে তিন বছর আগে পেশায় মাছ ব্যবসায়ী অমিতের বিয়ে হয়। বর্তমানে তাঁদের এক বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। অমিত মদে আসক্ত ছিলেন, এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বচসা লেগেই থাকত। অভিযোগ, এই নিয়ে প্রতিবাদ করলেই শ্যামলীকে বেধড়ক মারধর করতেন অমিত। এমনকি কালীপুজোর রাতেও এই মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা নিয়ে দুজনের মধ্যে চরম বচসা হয়। তখনও স্ত্রীকে মারধর করেন অমিত। এরপর গত শনিবার অসুস্থ শাশুড়িকে দেখতে এবং গ্রামে মনসা গানের আসরে আমন্ত্রণ পেয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে শ্বশুরবাড়িতে আসেন অমিত। দু'দিন ধরে সেখানেই ছিলেন তিনি।

রবিবার সন্ধ্যায় গান শুনে মদ্যপ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি ফেরেন অমিত। যার জেরে শ্বশুরবাড়িতে অমিত ও শ্যামলীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরই সোমবার সকালে শ্বশুরবাড়ির একেবারে পাশে তাঁর গলায় দড়ি দেওয়া রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেন প্রতিবেশীরা। এই ঘটনা চাউর হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কী ঘটেছে

শ্বশুরবাড়ির পাশেই পাওয়া যায় জামাইয়ের রক্তাক্ত দেহ

পরিকল্পনা করে ওই ব্যক্তিকে বাড়িতে ডেকে খুন করার অভিযোগ

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ মৃতের স্ত্রী

অমিতের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে তাঁর পরিবারের লোকজন। মৃতদেহ দেখে তাঁদের অনুমান অমিতকে মারধর করে খুন করা হয়েছে। এই বিষয়ে মৃতের ভাই মনোজ চৌধুরী বলেন, 'দাদার পুরো শরীরে মাটির দাগ রয়েছে। দেহের বিভিন্ন জায়গায় মারধর এবং রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট। এর আগেও দাদাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন তাঁর ভায়রাভাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। আমাদের অনুমান পরিকল্পনা করে দাদাকে খুন করা হয়েছে।'

তবে মৃতের স্ত্রী শ্যামলীর দাবি অন্যরকম। স্বামীকে খুনের অভিযোগ মানতে নারাজ তিনি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'মদ খাওয়া নিয়ে প্রায়ই আমাকে মারধর ও গালিগালাজ করত আমার স্বামী। তা সত্ত্বেও সন্তানের জন্য সব সহ্য করেছি। আমার স্বামী জোর করেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাপের বাড়ি আসে। গতকাল রাতে আমার বারণ সত্ত্বেও গান শুনতে গিয়ে

> দাদার পুরো শরীরে মাটির দাগ রয়েছে। দেহের বিভিন্ন জায়গায় মারধর এবং রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট। এর আগেও দাদাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন তাঁর ভায়রাভাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। আমাদের অনুমান পরিকল্পনা করে দাদাকে খুন করা হয়েছে।
>
> **মনোজ চৌধুরী** *মৃতের ভাই*

মদ খায়। বাড়ি ফিরলে মদ খাওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তারপরেই রাগ করে শৌচাগারে যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। সারারাত বাড়ি ফেরেনি।' আজ সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির পাশ থেকে বলে জানান তিনি।

ঘটনার খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় মানিকচক থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

(ওপরে) গাজোলে দণ্ডি কাটছেন ছটব্রতীরা। সোমবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি। (নীচে) রায়গঞ্জের কুলিক নদীর পাড়ে ছটপুজো। দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

রতুয়া থানার পুলিশের সঙ্গে দুই পাচারকারী।

গ্রেপ্তার ২ মাদক পাচারকারী

রতুয়া, ২৭ অক্টোবর : রবিবার ২ ব্রাউন সুগার পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে রতুয়া থানার পুলিশ। ধৃত দুই পাচারকারীর নাম মোহাম্মদ আরিউল শেখ ও কৌশর শেখ। সম্পর্কে তাঁরা বাবা ও ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার এই দুই অভিযুক্ত বাইকে করে বিহারে ব্রাউন সুগার পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে রতুয়া থানার পুলিশ দুজনকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে টিফিন বক্সের ভেতরে থাকা ছ'টি প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। সোমবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি এই ব্রাউন সুগার পাচারচক্রে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কটূক্তির অভিযোগ

পতিরাম, ২৭ অক্টোবর : কটূক্তি ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড পতিরামের পাগলিগঞ্জে। সোমবার আচমকাই একটি পিকআপ ভ্যান থেকে চন্দনা হালদার নামে ওই এলাকার এক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি উড়ে আসে। চন্দনা এর প্রতিবাদ করায় ওই পিকআপ ভ্যানের চালক চঞ্চল দাস চন্দনার ওপর চড়াও হন। চঞ্চল তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে চন্দনার স্বামী গৌরাঙ্গ হালদার ঘটনাস্থলে গেলে, তাঁকেও মারধর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এরপর গৌরাঙ্গকে গুরুতর আহত অবস্থায় বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে চঞ্চল দাসের স্ত্রী লক্ষ্মী মণ্ডল দাসের অভিযোগ, তাঁর স্বামীর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করা হয়েছে। দু'পক্ষই এদিন পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত

হরিরামপুর, ২৭ অক্টোবর : হরিরামপুর থানার পুলিশ রবিবার রাতে এক ব্যক্তিকে কাফ সিরাপ সহ আটক করে। ধৃত বিক্রম মহন্ত কুশমণ্ডির আমিনপুর বুড়িতলার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি টোটোতে কাফ সিরাপ নিয়ে মালদার দিক থেকে বুনিয়াদপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পুলিশ মেহেন্দিপাড়া মিশন মোড়ে টোটোটিকে আটকায়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ২৪৬ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ওই কাফ সিরাপের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বিক্রম। সোমবার তাঁকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

ছটের বিকেলে উৎসবমুখর গৌড়বঙ্গ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : ছট এখন নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের নয়, সর্বজনীন। সোমবার বিকেলে তাই গৌড়বঙ্গের নদীঘাটগুলিতে ভিড় উপচে পড়েছিল। শুধু ছটব্রতীরা নন, হাজার হাজার মানুষ ঘাটে ভিড় জমিয়েছিলেন। নদীগুলির পাশে মেলাও বসেছিল।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের গোবিন্দপুর, বেলাইন এলাকায় ছটব্রতীরা এদিন একত্রিত হয়ে স্থানীয় পুকুরে জমায়েত হতে শুরু করেন। হিলির যমুনা নদীর ঘাটে ব্রতীরা ছটপুজোয় শামিল হন। সন্ধ্যায় হিলি ছটপুজো কমিটি যমুনার ঘাটে বেনারসের পুরোহিত দ্বারা গঙ্গা আরতির বিশেষ ব্যবস্থা করে। ত্রিমোহিনীতে বিকটকালীর তালদিঘির ঘাটে ব্রতীরা যান।

বুনিয়াদপুরে টাঙন নদীর দুটি ঘাটে অনেকে দণ্ডি কেটে গিয়ে পুজো দিয়েছেন। পতিরাম ব্রিজ সংলগ্ন আত্রেয়ীর ঘাটে ছটপুজোতে মানুষের ঢল নামে। ডাঙ্গারহাট, কুমারগঞ্জ ও সাফানগরেও একই অবস্থা। কুশমণ্ডি ব্লকের শেওড়াতলা, জামবাড়ি এবং হরিরামপুর ব্লকের তালতলা, পোস্ট অফিস মোড়, হরিজনপল্লি ও যমুনা গ্রামেও ছটপুজো উপলক্ষ্যে বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষ বিকেলে সূর্যপ্রণাম সারেন। তপন ব্লকের করদহের বাবুঘাটে, নয়াবাজারে হাটখোলার ঘাটে ও কসবা গ্রামের বিভিন্ন পুকুরের ঘাটে ছটপুজো হয়েছে।

এদিকে, গাজোল শহর এলাকার অন্যতম পবিত্র জলাশয় কালীদিঘি, আলালের মহানন্দা নদী, টাঙন নদীর বিভিন্ন ঘাট, একলাখি ও ঘাকশোলের বেশ কয়েকটি পুকুরে ছটপুজো হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে কালীদিঘির পাড়ে মেলা বসেছিল। সামসী, মালতীপুর ও চাঁচলে ছট উৎসব পালিত হয়েছে। ঘাটগুলির নিরাপত্তায় প্রশাসনের তরফে সবরকমের ব্যবস্থা করা হয়। বৈষ্ণবনগরে গঙ্গার ঘাটে ছটব্রতীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল। হবিবপুর, নালাগোলা, পাকুয়াহাট কেন্দপুকুর, বুলবুলচণ্ডী ও আইহো সহ বিভিন্ন এলাকায় ভক্তরা সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়েছেন। আনন্দে মুখরিত সমগ্র এলাকায় ছটপুজো হয়।

আয়োজন

- সোমবার বিকেলে গৌড়বঙ্গের নদীঘাটগুলিতে ভিড় উপচে পড়েছিল
- দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের গোবিন্দপুর, বেলাইন এলাকায় ছটব্রতীরা একত্রিত হয়ে স্থানীয় পুকুরে জমায়েত করেন
- উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ও চোপড়া থেকে শুরু করে ইটাহার সর্বত্র ছটপুজো হয়েছে
- বৈষ্ণবনগরে গঙ্গার ঘাটে ছটব্রতীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল

পাশাপাশি মানিকচক ঘাট, মথুরাপুরের শংকরটোলা ও কালীটোলা ঘাট সহ মানিকচকের বেশ কয়েকটি ঘাটে ছট পালিত হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ও চোপড়া থেকে শুরু করে ইটাহার সর্বত্রই মহাসমারোহে ছটপুজো হয়েছে। রায়গঞ্জ শহরের পাশাপাশি ব্লকের গ্রামীণ এলাকাতেও ছটপুজো অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও নদীর পাড়ে, কোথাও পুকুরঘাটে পুজো ও ব্রত পালনের আয়োজন করা হয়।

> ছটব্রত পালন করা কঠিন। কয়েকবছর ধরে লক্ষ করছি হিন্দিভাষীদের পাশাপাশি বাঙালিরাও ব্রত পালন করছেন। ছট এখন উৎসবের রূপ নিয়েছে।
>
> **-ময়না সাউ** *ছটব্রতী*

সোমবার দুপুরের পর থেকে ভক্তরা ডালা নিয়ে সেই সমস্ত ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন। রায়গঞ্জ ব্লকের ভাটোলের মালিবাড়ি, জগদীশপুরের রুনিয়া, ডুমুরিয়া, নাগা ছটপুজো ঘাট, শেরপুরের খলসি ঘাট, বামুয়া, বীরঘইয়ের ভূপালপুর, মহাদেবপুর ও মাড়াইকুড়ার টেনহরি ইত্যাদি জায়গার ঘাটে ভক্তরা উপস্থিত হন। এছাড়াও করণদিঘির একাধিক জায়গায়, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরে টাঙন নদীর ঘাট ও হেমতাবাদ ভক্তরা ছটব্রত পালন করেন। ইটাহারের চাকলা গ্রামে সুই নদীর ঘাটে কয়েকশো মানুষ ছটপুজো দেখতে শামিল হন। সদর ইটাহারে গামারি নদীর পরিবর্তে এই বছর সরাইদিঘিতে ছটব্রত পালনের আয়োজন করা হয়।

দেড় দশক পার করেও অধরা স্টেডিয়াম নির্মাণ

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৭ অক্টোবর : চাঁচলে বাহাদুর শাহ জাফর নামাঙ্কিত ফুটবল স্টেডিয়ামটি উদ্বোধনের পর পার হয়ে গিয়েছে প্রায় দেড় দশক। এখনও স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়নি। স্টেডিয়াম চত্বর আগাছা ও ঝোপজঙ্গলে ভরে গিয়েছে। সারাদিন সেখানে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু, ছাগল সহ অন্য গবাদিপশু। মাঠে যে হাইমাস্ট লাইটগুলি লাগানো হয়েছিল সেগুলি বিকল হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সন্ধের পর সেখানে নেশার আসরও বসে। এমন পরিস্থিতিতে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী এবং জনসাধারণ দ্রুত স্টেডিয়ামটির কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, 'স্টেডিয়ামের কাজ শেষ করার জন্য আমি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে।'

চাঁচলবাসী দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েছিলেন এলাকায় একটি ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করা হোক। সেই সময় এলাকার সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি চাঁচলবাসীর এই দাবি মেনে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের নিজস্ব খেলার মাঠে এই ফুটবল স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করেছিলেন। প্রাথমিক পর্বে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরপর ২০১১ সালে চাঁচল বাহাদুর শাহ জাফর ফুটবল স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন সাংসদ মৌসম নুর।

তারপর এতগুলো বছর পার হয়ে গেলেও এই স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়নি। অর্ধসমাপ্ত স্টেডিয়ামে খেলাধুলো করে এলাকার খুদে ও কিশোররা। কবে কাজ শেষ হবে সেই প্রশ্ন এলাকাবাসীর মনে ঘুরপাক খেলেও তার কোনও উত্তর তাঁরা পাননি। দীর্ঘদিন ধরে স্টেডিয়ামে কাজ না হওয়ায় মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় থাকা গ্যালারিতে শ্যাওলা পড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামটি একটি পরিত্যক্ত জায়গায় পরিণত হচ্ছে।

চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, 'স্টেডিয়ামটির হাল ঠিক করতে প্রশাসনের উচিত উদ্যোগ নেওয়া।' যোগব্যায়ামের কোচ সুজন আলমের কথায়, 'স্টেডিয়ামের মাঠের অনেক জায়গায় ঘাস নেই। পরিস্থিতি এমন যে, সামান্য বৃষ্টি হলে মাঠে জল জমে যায়। ফলে মাঠটি তখন খেলাধুলোর অযোগ্য হয়ে পড়ে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।'

চাঁচল বাহাদুর শাহ জাফর ফুটবল স্টেডিয়ামের বর্তমান অবস্থা।

চাঁচল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক রাজেশ দাসের অভিযোগ, 'এটি একটি খেলার মাঠ। কিন্তু বিকেল গড়াতেই এখানে অনেকে ছোট ছোট গাড়ি নিয়ে গাড়ি চালানো শিখতে আসেন। ফলে মাঠের ঘাস নষ্ট হয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় এলাকার তরুণরা বাইক রেখে আড্ডা দেয়। গোরু-ছাগল অবাধে ঘুরে বেড়ায়। রাতে মাঠের আলোগুলি ঠিকমতো জ্বলে না। এককথায় মাঠের পরিস্থিতি খুব খারাপ।'

মালতীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আলবেরুনি জুলকারনাইনের অভিযোগ, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্টেডিয়ামের জন্য কোনও অর্থবরাদ্দ করা হয়নি। এখনও বহু কাজ বাকি। খুব দ্রুত যাতে স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন করা হয় সেই দাবি রাখছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শেষবেলায়।। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তি পাড়ায় ছবিটি তুলেছেন সুমন রাহা।

সাহায্যের জন্য আবেদন

কালিয়াচক, ২৭ অক্টোবর : ন'মাস ধরে ক্যানসার আক্রান্ত কালিয়াচকের সুজাপুর পঞ্চায়েতের ব্রহ্মোত্তর গ্রামের এক তরুণ। ভর্তি রয়েছেন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। আক্রান্ত তরুণের নাম আমির হামজা ওরফে আনসারুল (২৪)। চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন তিরিশ হাজারেরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে আনসারুল। তাই চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারছে না পরিবার। এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অস্ত্রোপচার করে, কেমোথেরাপির মাধ্যমে আনসারুলকে বাঁচানো সম্ভব। তবে তার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দরকার। এত বড় অঙ্কের টাকা জোগাড় করা তরুণের পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরিবারের লোকজন এলাকার মানুষের দ্বারস্থ হয়েছেন। আনসারুলের মা শাহিদা বেওয়া সামাজিক মাধ্যমে সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

শাহিদা বলেন, 'হঠাৎ ছেলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। খাওয়াদাওয়া করতে পারত না। দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমরা গরিব মানুষ। ছেলের চিকিৎসা চালাতে পারছি না। আমি সবার কাছে আমার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য সাহায্যের আবেদন করছি।'

আনসারুলের স্ত্রী সুমাইয়া বিবি বলেন, 'আমার স্বামীকে আপনারা বাঁচান। আমার সন্তান যেন অনাথ না হয়ে পড়ে। আপনারা সাহায্য করুন।'

আনসারুলের বন্ধু এজাজ আহমেদ বলেন, 'এত টাকা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। আমরা অনুরোধ করছি একজন অসহায় গরিবকে বাঁচানোর জন্য সকলে এগিয়ে আসুন।'

+৯১ ৮১৫৮৯২৯৪৭০ নম্বরে রোগাক্রান্ত আনসারুলের পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

খাসজমিতে নির্মাণের চেষ্টা, বাধা প্রশাসনের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুরে জমি মাফিয়াদের দাপট অব্যাহত। দখলের পাশাপাশি অবাধে বিক্রি হচ্ছে খাসজমি। সেখানে গজিয়ে উঠছে বাড়িঘর। মাঝে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু তা-ও মেরেকেটে দশদিন। ফের খাসজমিতে 'কুনজর' মাফিয়াদের। তবে, এবার প্রকাশ্য দিবালোকে নয়, প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে রাতের অন্ধকারকে তারা নির্মাণকাজের জন্য আদর্শ সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে।

রবিবার রাতে সেরকমই হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার রেলস্টেশনগামী রাস্তার ধারে গড়গড়িতে একটি খাসজমিতে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছিল। বাধা দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ দেখে নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রেখেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।'

চলতি মাসের মাঝামাঝি ওই জমিতেই অবৈধ নির্মাণকাজ আটকাতে হানা দেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য। তখন দিনেরবেলাতেই খাসজমিতে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই ভিত ও পিলার তোলার কাজ শেষ হয়েছে। সেই সময় এলাকার বেশ কয়েকজন জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, খাসজমি দখল ও বিক্রিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মদত রয়েছে। উদয়ের কথায়, 'আগেও ওখানে কাজ বন্ধ করা হয়েছিল। আবার খাসজমিতে কাজ চলছিল। তবে আমাদের দপ্তরের আধিকারিকরা সক্রিয় রয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তদন্ত করতে এলাকায় পুলিশ এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা।

ওই ঘটনার পর দিন দশ পার হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গড়গড়ি এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী হরতাল ওরাওঁ জানিয়েছেন, এলাকায় প্রচুর খাসজমি রয়েছে। আদিবাসীরা আগেও খাসজমি লেনদেনে জমি মাফিয়াদের হস্তক্ষেপ রুখে দিয়েছিল। বেশকিছু খাসজমিতে সরকারি ভবন নির্মাণ করেছে প্রশাসন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, খাসজমিতে সরকারি প্রকল্প গড়ে তোলা দরকার। ওই এলাকায় আইসিডিএস, কমিউনিটি হল সহ একাধিক প্রকল্প তৈরি হয়েছে বটে, তবে প্রচুর খাসজমি এখনও ফাঁকা রয়েছে। আর সেগুলোই দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে অভিযুক্তরা। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে জমি মাফিয়াদের গণ্ডগোল হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই গড়গড়ি এলাকার খাসজমি ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে বিক্রি করার অভিযোগ উঠছে। প্রশাসনের তরফে অভিযান চলার পর কিছুদিন 'শান্ত' থাকার পর ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে মাফিয়ারা। এখন গ্রেপ্তারি ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই বলে স্থানীয়দের অভিমত।

পালটা মামলা

অটোচালক ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। এবার তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজু করল অভিযুক্তই।

শিশুশ্রমিক হত

হাওড়ার সাঁকরাইলে ছাঁট লোহার কারখানায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল এক শিশু শ্রমিকের। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারখানার মালিক ও তাঁর পুত্রকে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিপিএমের যাত্রা

এসআইআর, উত্তরবঙ্গে বন্যা সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রাজ্যজুড়ে বাংলা বাঁচাও যাত্রা করবে সিপিএম। নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বুথে কর্মসূচি হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে মঙ্গলবার থেকে উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

পুরসভায় রদবদলের প্রস্তুতি

তৃণমূলের চেয়ারম্যান এবং মেয়রদের ইস্তফা শুরু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : রাজ্যে জেলা ও ব্লক স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল পুজোর আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলির মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে বদল প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আশ্চর্যজনকভাবে রবিবারই হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। হাওড়া পুরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সুজয়বাবু প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুধু এই পুরসভা নয়, রাজ্যের আরও কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সোম ও মঙ্গলবার ছটপুজোর জন্য রাজ্য সরকারের ছুটি রয়েছে। তাই ওই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররা চলতি সপ্তাহের বাকি সময়ের মধ্যে ইস্তফা দিতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০২৪ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ দিবস থেকেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, লোকসভা ভোটে যে যে পুরসভা এলাকায় দলের ফল খারাপ হয়েছে, তার দায় যেমন শহর সভাপতিদের নিতে হবে, তেমনই পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়ররাও তার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই ফল খারাপ করলে তাঁদের পদ থেকে সরে যেতেই হবে। তিন মাসের মধ্যে রদবদল সম্পূর্ণ হবে বলে অভিষেক ওই সভায় দাবি করলেও বাস্তবে চলতি বছরে সাংগঠনিক রদবদল প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান পদে কোনও বদল এখনও করা হয়নি। লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের ১২৪টি পুরসভার মধ্যে ৭৪টি পুরসভায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তখনই ওই পুরসভার চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে তৃণমূলের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর ঝুঁকি নিতে রাজি নন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এবার চেয়ারম্যান ও মেয়র পদে রদবদল হবে বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতারা।

তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। শিলিগুড়ি পুর এলাকায় তৃণমূল বিপুল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিল। তার পরেও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ওপর আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তাঁকে বদল না করা হতে পারে। আবার কলকাতা পুরসভা এলাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর ও চৌরঙ্গি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল বিজেপির থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম মমতার আস্থাভাজন। তাই তাঁকেও পদে রেখে দেওয়া হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কতগুলি পুরসভায় রদবদল হয়, সেদিকে তাকিয়ে আছে তৃণমূলের নীচু তলার নেতৃত্ব।

নজর অভিষেকের

- ২০২৪-এর শহিদ সভা থেকেই রদবদলের কথা বলেছিলেন অভিষেক
- লোকসভা ভোটে খারাপ ফল হওয়া পুরসভাগুলিতে বিশেষ নজর
- হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সুজয় চক্রবর্তীর ইতিমধ্যেই ইস্তফা

তিলোত্তমা... সোমবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নজরে ধৃতের কল রেকর্ড ও বন্ধুর বয়ান

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় পুলিশের নজরে এবার অভিযুক্ত অমিত মল্লিকের বন্ধু। তাঁকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। অমিত জেরায় দাবি করেছেন, এক বন্ধুর চিকিৎসার জন্য এসএসকেএমে গিয়েছিলেন তিনি। বিশেষ কারণে ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। ওই বন্ধুর জন্য কেন তাঁর বেশ বদল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে। তাই অমিতের ওই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই অমিতের বিরুদ্ধে তদন্তেও একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক তরুণ চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের কাজের চাপে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন তিনি।

জেরায় অমিত দাবি করেছে, বন্ধুর চিকিৎসায় যাতে সুবিধা হয়, তাই ডাক্তারের পোশাক পরেছিলেন। এই পোশাক পরে থাকলে সর্বত্র যাতায়াতে কোনও বাধা থাকবে না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবকিছু দ্রুত মিটবে। যেখানে সাধারণের প্রবেশের সুবিধা নেই, সেখানে এই পোশাক পরে থাকলে কোনও অসুবিধাতেই পড়তে হবে না।

কিন্তু ওই নাবালিকাকে কেন তিনি নিগ্রহ করলেন, সেই প্রসঙ্গে ধৃতের দাবি, কিশোরীকে তিনি আগে থেকে চিনতেন না। সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এসএসকেএমে সকলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভালো। ফলে কেউ তাঁকে বাধা দিত না। কিন্তু অলস স্বভাবের অমিতকে আগেই তাড়িয়ে দিয়েছিল এসএসকেএম। ঘটনার পরে অভিযুক্ত, কাদের ফোন করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতের মোবাইল থেকে বেশ কয়েকটি ভিডিও উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কল ডিটেলস ও ডেটা রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক আরজি কর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা শুভজিৎ আচার্য রবিবার রাত ১২টায় স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। তারপর তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েও যাওয়া হয়। স্ত্রীর দাবি, রাতে বেশি ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন। পাশাপাশি কাজেরও চাপ ছিল।

ছাত্রহীন স্কুলে উদ্বেগ বাড়ছে শিক্ষকদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ছাত্র নেই, পড়াব কোথায়? শিক্ষক নেই, পড়ব কোথায়? রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি বর্তমানে এটাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের ৩,৮১২টি স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ১৭,৯৬৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। বছরের পর বছর রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, নিয়োগ বন্ধ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব সারা দেশের মধ্যে ছাত্রবিহীন স্কুলের তালিকায় রাজ্যের শীর্ষস্থানে থাকার কারণ বলে মনে করছেন প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, পুজো কমিটিগুলির অনুদান যেখানে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, সেখানে স্কুলগুলির কম্পোজিট গ্র্যান্ট দিনের পর দিন কমে ২৫০০ থেকে মাত্র ২৫ হাজার টাকায় এসে কেন ঠেকেছে? ওই অনুদানে না হয় বিদ্যুৎ বিল, না ওঠে বার্ষিক প্রশ্নপত্রের খরচ। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্যই স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছে শিক্ষা মহল।

স্কুলগুলির সিংহভাগ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুমের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারছে না। ফলে পড়াশোনাকে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে পড়ুয়াদের। শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্যের মত, 'প্রধান শিক্ষকদের ক্লাস করানোর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, আকর্ষণীয় মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কটা স্কুল এই নীতি মানছে?' স্কুলছুটের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকও। প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ১৬ লক্ষ পড়ুয়া ভর্তি হলেও মাধ্যমিক দিচ্ছে মাত্র ৯ লক্ষের কাছাকাছি। বাকি পড়ুয়া কোথায় যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন মানস। মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'দিনের পর দিন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। সরকারের দুর্নীতির কারণে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। সামনেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সামেটিভ পরীক্ষা। বিএলও ডিউটির জন্য শিক্ষকরা যদি না থাকেন পড়াবেন কারা আর শিক্ষকের অভাবে পড়তে আসবেই বা ক'জন?'

শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হলেও লাভ হয়নি, দাবি শিক্ষকদের। বছর বছর ধরে পরিদর্শক নেই। ফলাফল, নাবালিকা বিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। যেসব স্কুলে একসময় মাইক্রোফোন মারফত ক্লাস নেওয়া হত, সেইসব স্কুলের বেঞ্চ এখন ফাঁকা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'সিমেস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলগুলিতে অর্ধেক বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় ছাত্ররা সমস্যায়। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভাবে স্কুলের পরিকাঠামো ধ্বংসের মুখে হওয়ায় দিনের পর দিন ক্লাসও বন্ধ।' অবশ্য যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যর মত, কোভিডের পর পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে। পরিকাঠামো ভঙ্গুর, শিক্ষক থেকেও নেই। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, টেট-এসএসসি সহ পরীক্ষাগুলিকে স্বচ্ছ করা সহ রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কাটালেই পড়ুয়ারা স্কুলমুখী হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

বৈশাখীর ইস্তফার নির্দেশ স্থগিত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা সংক্রান্ত নির্দেশ স্থগিত করে দিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। মিল্লি আল আমিন কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা পদ সহ অন্যান্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত যে নির্দেশ শিক্ষা দপ্তর দিয়েছিল, তা সংশোধনের আর্জি জানিয়ে পালটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন বৈশাখী। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দপ্তর জানিয়েছে, আগের বিজ্ঞপ্তিতে কিছু 'অসংগতি' ও 'আইনি সমস্যা' থাকার কথা বৈশাখী জানানোয় সেই নির্দেশটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ও আইনি পরামর্শ নিয়ে তবেই পরবর্তী নির্দেশ জারি করা হবে।

সহপাঠীই দোষী

দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ধৃত সহপাঠী ফিরদৌস শেখকে মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করলেন নির্যাতিতার আইনজীবী। সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন বা টিআই প্যারেডের রিপোর্ট পেশ করা হয় পুলিশের তরফে। তারপরই নির্যাতিতার আইনজীবী পার্থ ঘোষ দাবি করেন, ধৃত ৫ জন ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত হলেও মূল 'ধর্ষক' ফিরদৌসই।

দুর্গাপুর কাণ্ড

এদিন পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ৬ জন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। সওয়াল-জবাব শুরু হওয়ার সময় পার্থ আদালতে টিআই প্যারেডের রিপোর্ট খোলার আবেদন জানান। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। রিপোর্ট অনুসারে, নির্যাতিতা ৫ জন ধৃতকেই সঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন। তার মধ্যে ফিরদৌসের ভূমিকা বেশি আছে বলে জানান নির্যাতিতার আইনজীবী। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন ৩১ অক্টোবর।

কলকাতার ছট উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই

'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে'

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : 'রাজ্যে কি আর্থিক জরুরি অবস্থা চলছে?', হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। বরাদ্দ টাকা কেন আটকে রয়েছে তা নিয়ে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আদালতের মন্তব্য, 'রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা রাজ্যের একত্রিত তহবিলের অ্যাকাউন্ট এই মামলায় যুক্ত করব। আদালতের অনুমতি ছাড়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে না রাজ্য।'

তিন বছর ধরে হাইকোর্টের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বিএসএনএলের বকেয়া রয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বিষয়টি শুনেই ডিভিশন বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে জানায়, 'গত একমাসে দু'বার বৈঠক হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে হাইকোর্টের সার্ভার কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য? এখনই মুখ্যসচিবকে বলুন, আজকের মধ্যে পুরো বকেয়া মিটিয়ে দিতে।' রাজ্যকে ফের বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রশ্ন হাইকোর্টের

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা বিলের ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্রুত সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বিচারপতি বসাক উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, 'আদালত বাকরুদ্ধ। এখনও যে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু রয়েছে এটা আশ্চর্যের। কবে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন? হাইকোর্টের কাজে অর্থ বরাদ্দ কি প্রশাসনিক কাজের মধ্যে পড়ে না। মনে হচ্ছে শামুক ও কচ্ছপের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। হাইকোর্টের এই অবস্থা হলে নিম্ন আদালতের কী অবস্থা হবে।'

রাজ্যের অর্থসচিব, বিচারবিভাগীয় সচিব ও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মধ্যে বৈঠকের রিপোর্ট পেশ করেন হাইকোর্টের পক্ষের আইনজীবী। তিনি জানান, হাইকোর্টের ১১টি প্রকল্প ও জেলা আদালতের ২৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর। কিন্তু প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৮৬ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, দু'দিন সময় দিলে অর্ধেক টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২৯ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সঙ্গে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে বৈঠকে বসতে হবে। হাইকোর্টের প্রস্তাবিত প্রতিটি প্রকল্পের বিষয়ে রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ নভেম্বর।

মাছ ও মাংস বন্ধের ফতোয়া নিয়ে প্রতিবাদ অন্ডালে

রাজা বন্দোপাধ্যায়

অন্ডাল, ২৭ অক্টোবর : ছটপুজোর জন্য দুদিন বন্ধ রাখতে হবে মাছ ও মাংসের দোকান। পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে রবিবার বিজেপির এই ফতোয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিভিন্ন মহল থেকে উঠে প্রতিবাদের ঝড়। সোমবার বিজেপির এই ফতোয়ার প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল, সিপিএমের যুব সংগঠন এবং বাংলাপক্ষ।

রবিবার সকালে অন্ডাল উত্তর বাজারে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক এসে ছটপুজোর জন্য দু'দিন মাছ, মাংসের দোকান বন্ধ রাখার কথা বলে। দোকানদাররা অস্বীকার করায় তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এর বিরোধীতায় রবিবারই তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের পাশাপাশি আসরে নামে বাংলা পক্ষও। রবিবারের পর সোমবার সকালেও ঘটনাটি ঘিরে গোটা এলাকায় ছিল টানটান উত্তেজনা। এদিন সকাল আটটা নাগাদ এলাকায় আসে বাম, তৃণমূলের যুব সংগঠনের পাশাপাশি বাংলা পক্ষের সদস্যরাও। তাঁরা এলাকার মাছ, মাংসের দোকান খোলার ব্যবস্থা করেন। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের যুব নেতা শুভজিৎ কুন্ডু বলেন, 'বাংলা সম্প্রীতি জায়গা। বিজেপি সেই সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে। বাংলায় এইসব বরদাস্ত করার হবে না।' সিপিএম নেতা তুফান মণ্ডল বলেন, 'সম্প্রীতি নষ্ট করার মূলে রয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল। তাদেরই যোগসাজশে এসব ঘটছে।' বাংলাপক্ষের পক্ষে অক্ষয় বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে এখানেও। যেখানেই বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপচেষ্টা হবে আমরা সেখানেই রুখে দাঁড়াবো।'

অন্যদিকে, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাখালচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আমরা কাউকে দোকান বন্ধের জন্য জোর করিনি, অনুরোধ করেছিলাম মাত্র। তৃণমূল, সিপিএম সেটা নিয়ে অযথা রাজনীতি করছে।'

আজ সর্বদল বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ঘোষণার পরেই রাজ্য ও জেলা স্তরে সর্বদলীয় বৈঠক করার জন্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী দু'দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কমিশনের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকেল ৪টে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে রাজ্য স্তরে সর্বস্তরীয় বৈঠক ডাকল কমিশন।

মঙ্গলবারই সকালে সর্বদল বৈঠকের আগে সমস্ত জেলা শাসক, ইআরও এবং এইআরও'দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সম্প্রতি দিল্লিতে রাজ্যের বিএলও নিয়োগ ও নিরাপত্তা নিয়ে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সিইও। ভারতী জানিয়েছেন, নিয়োগ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট ১২টি রাজ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু নির্দেশিকা জারি করবে কমিশন এবং তা বিএলওদের প্রশিক্ষণের আগে ঘোষণা করা হবে।

মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে মূলত বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা, এসআইআরে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও বিশেষত কীভাবে অভিযোগ বা আপত্তি জানাতে হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

নভেম্বরে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবার জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদোৎসবের টানা ছুটি ও ছটপুজোর পর বুধবার সব অফিস খুলছে। সরকারি দপ্তরগুলির 'আপ টু ডেট' কাজের হিসেব নিয়েই জেলায় জেলায় বেরোতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্টও তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চেয়ে রেখেছেন। ছুটির পর বুধবার নবান্নে এই সংক্রান্ত সব খোঁজখবর নিয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও সেরে ফেলতে চান তিনি বলে নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর। প্রায় দু'তিন সপ্তাহেরও বেশি মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়নি। দপ্তরওয়াড়ি সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করে দপ্তরগুলির সর্বশেষ কাজের অবস্থা সামনাসামনি জেনে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ছুটির পর রাজ্য প্রশাসনের নাড়িনক্ষত্র যাচাই করেই জেলা সফরে বেরিয়ে পড়তে চান তিনি। নবান্ন সূত্রের খবর, সেই অনুযায়ী তাঁর জেলা সফর কর্মসূচির খসড়া তৈরিতে তৎপর হতে বলা হয়েছে তাঁর সচিবালয়কে। তাঁকে দেখিয়েই তা চূড়ান্ত করবে তাঁর সচিবালয়।

কোর্টে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : চারটি মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়ের করা ১৫টি মামলা খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাঁচটি মামলায় রাজ্য ও সিবিআইয়ের এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকের যুগ্ম নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে ২০২২ সালে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। যদিও আদালতের ওই নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখেছেন বিরোধী দলনেতা।

'মৃত' কলম অক্সিজেন পায় ইমতিয়াজদের হাসপাতালে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ডাক্তার কত রকমের হয়? প্রশ্নটা করলে খুব বেশি হলে কী উত্তর দিতে পারেন? চক্ষু, স্নায়ু কিংবা চর্ম বিশেষজ্ঞ? আরও কিছুটা তলিয়ে ভাবলে পশু বিশেষজ্ঞের কথাও মাথায় আসতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয়, কলমের ডাক্তার? শুনলে নির্ঘাত যে কেউ মাথা চুলকোবেন। ভাববেন, 'ধুর! এ আবার হয় নাকি!' কিন্তু এমন ডাক্তার সত্যিই রয়েছেন। শুধু ডাক্তার নন, রয়েছে আস্ত একটা হাসপাতালও। নাম 'পেন হসপিটাল'। কলকাতার বুকে আলো-আঁধারিতে এমন জায়গার খোঁজ মিলতে ঢুঁ মারতেই হল। ধর্মতলার অতি জনবহুল ফুটপাতে সারি সারি জামাকাপড়ের পসরার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট গলিতে ঢুকতেই দেখা গেল, আদ্যিকালের দোকানে কাচের জারে কালি মেশানো জলে ডুবিয়ে একমনে কলম সারাচ্ছেন 'কলমের চিকিৎসক' মহম্মদ ইমতিয়াজ। প্যাডের ওপর খসখস করে লিখে পরীক্ষা করছেন উইলসন, পার্কার, শেফার, ম ব্লাঁ, ব্ল্যাক বার্ডদের।

১৯৪৫ সাল থেকে তিন প্রজন্ম ধরে কলমের হাসপাতাল চালাচ্ছে ইমতিয়াজের পরিবার। কালির পেন, বল পেন থেকে শুরু করে মোবাইল-কম্পিউটারের কী বোর্ড। কলমের রূপ এইভাবে দিনের পর দিন বদলালেও বদলে যায়নি এসএন ব্যানার্জি রোডের এই হাসপাতাল। কথায় আছে 'কালি, কলম, মন, লেখে তিনজন।' কিন্তু অসুস্থ কলমকে সুস্থ করার কারিগরের কথা বলেন ক'জন? এই সুস্থ করার দায়িত্ব প্রায় ৮০ বছর আগে নিয়েছিলেন ইমতিজায়ের দাদু শামসুদ্দিন। বাবা মহম্মদ সুলতানের হাত ধরে এখন ইমতিয়াজ ও তাঁর ভাই মহম্মদ রিয়াজ এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় কলেজ স্ট্রিট, কিরণ শংকর রোড সহ কলকাতার বুকে একাধিক জায়গার মতো কলম চিকিৎসালয়ের ঝাঁপ এখানেও পড়বে না তো? 'চিকিৎসক'-এর উত্তর, 'ডিজিটাল যুগে ক'জনই বা পেন দিয়ে লেখেন? বেশিরভাগই কালির পেন কেনেন উপহার দেওয়ার জন্য। অবশ্য অভ্যস্তরা এখনও এই পেনে ভরসা রাখছেন। কখনও দিনে ৫ জন, কখনও বা দিনে ১০-১৫ জন ক্রেতাও হয়। তবে যুব প্রজন্মের যথেষ্ট কলম সংগ্রহের শখ রয়েছে। ফলে বিক্রি খুব একটা খারাপ নয়।'

পেন 'হাসপাতালে' কলম পরীক্ষা 'চিকিৎসকের'।

সোমবার দুপুরে দোকানের দরজা খুলছিলেন 'চিকিৎসক'। 'রোগী' পাকার্ি সারাতে তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন হাইকোর্টে কর্মরত বিপ্লব দাস। বললেন, 'আইনজীবী ও বিচারকরা এখনও কালির পেন ব্যবহার করেন। খারাপ পেন সারাতে সবসময় চলে আসি এখানে। এছাড়াও আমার দাদু কালির কলম ব্যবহার করতেন। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে এখনও এখানে এসে কালি ভরাই কলমগুলিতে।' কোনও কলমে নিব নষ্ট, কারও আবার টিউব বদলাতে হবে বা ওয়াশার পালটাতে হবে। আলমারিতে ওষুধ মেলার আশায় সারি সারি সাজানো রয়েছে সেই 'অসুস্থ' কলমগুলি। চিকিৎসকের স্পর্শ পেলেই শিশুদের মতো কলমগুলিও মুহূর্তে সুস্থ হয়ে যায় বলে জানালেন ক্রেতারা। হাসতে হাসতে ইমতিয়াজ বলেন, 'আগে কালি পাওয়া যেত ২৫-৩০ টাকায়। এখন সেই কালির দাম কমপক্ষে ১০০ টাকা। ৩০-৪০-এর দশকের কলমও বিক্রি হয়েছে আমাদের দোকান থেকে। এখনও অর্ডার এলে ২০-৩০ হাজার টাকার কলম আমেরিকা সহ বাইরের দেশ থেকে আনানো হয়।'

পুরোনো, নতুন কালির পেনের সম্ভারে সেজে রয়েছে হাসপাতাল। কাচের কাউন্টারটি যেন অপারেশন টেবিল। যন্ত্রপাতি, স্ক্রু-ড্রাইভার, আতশকাচের মধ্যে মিশে রয়েছে নস্টালজিয়া। ইমতিয়াজের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কালির কলম কখনই হারাবে না। টিমটিম করে হলেও ঝাঁপ পড়বে না দোকানের। ক্রেতারা প্রিয়জনদের উপহার দিয়ে তখনও বলবেন, 'তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক।' আর এই আশীর্বাদের ধারক-বাহক হয়ে থাকবে 'পেন হসপিটাল'।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ কার্তিক ১৪৩২

সংখ্যালঘুকেও চাই

অবস্থান আসলে নীতিগত নয়। ভোটের তাগিদে বদলে যায় অবস্থান। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ভোল বদল সেই সত্যকে তুলে ধরছে। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় শুভেন্দু অধিকারীর বিষনজরে পড়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি বদলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর পালটা স্লোগান ছিল, যো হমারা সাথ হ্যায়, হম উনকা সাথ হ্যায়।

শুধু হিন্দু ভোটকে আপন করে পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে চলার দিকনির্দেশ করেছিলেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী শুভেন্দু। তারপর থেকে সংখ্যালঘুদের এড়িয়েই চলছিল রাজ্য বিজেপি। অন্য নেতারাও, বিশেষ করে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নানাভাবে হুমকিও দিতেন। সুকান্তকে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, রাজ্যের শাসকদলের কথায় চললে গুলিও খেতে হতে পারে। বিজেপির আইটি সেল সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গ, এমনকি আক্রমণ করতে ছাড়ত না।

হঠাৎই সেই অবস্থানে বদল দেখা যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। যাঁরা একসময় বলতেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) করে সংখ্যালঘুদের অভারতীয় করে দেওয়া হবে, তাঁদের গলায় এখন ভিন্ন সুর। শুভেন্দু ও সুকান্ত দুজনকেই জোর গলায় বলতে শোনা যাচ্ছে, এসআইআর হলেও ভারতীয় মুসলিমদের কোনও ভয় নেই। তাঁরা ভোটার তালিকায় থেকে যাবেন। শুভেন্দু নিজের আগের অবস্থানকে কার্যত গিলে ফেলেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে এসে মাত্র দিন কয়েক আগে যিনি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি মুসলিম ভোট চান না- এমন কথা কখনও বলেননি। বরং তাঁর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়েছে, 'মুসলিম ভোট আমরা পাই না।' যাতে স্পষ্ট যে, মুসলিম ভোটে এবার নজর পড়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। এই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায় উত্তরবঙ্গের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামে নগেনের পৃথক সংগঠন থাকলেও তাঁর এই পদক্ষেপের বিরোধিতা বিজেপি করেনি। বরং ঘুরিয়ে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। সরাসরি দলের পক্ষ থেকে মুসলিম ধর্মের ইমাম, মোয়াজ্জিন প্রমুখ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক অন্য ধর্মের ভোটদাতাদের প্রতি ভিন্ন বার্তা দিতে পারে বলে সম্ভবত নগেনকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিজেপি নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, বিজেপির এই অবস্থান বদলের নেপথ্য কারণ কী? এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল কার্যত অসম্ভব। গত কয়েকটি নির্বাচনে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলায় বেশকিছু আসনে সংখ্যালঘু ভোট ফলাফল নির্ধারণের নিয়ন্ত্রক। উত্তরবঙ্গে তুলনায় বিজেপির আসন সংখ্যা বেশি হলেও শুধু হিন্দু ভোট এর চেয়ে বেশি ভালো ফল নাও দিতে পারে। অথচ বাংলায় সরকার গড়ার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে আসন সংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

এসআইআর করে যে সংখ্যালঘু ভোটারদের ঝেঁটিয়ে বাদ দেওয়া যাবে না, তা ইতিমধ্যে নানা সমীক্ষায় বুঝে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মনে হতেই পারে যে, সেকারণে মুসলিম ভোটের একাংশকে কাছে টানতে এখন ভারতীয় মুসলিম ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বিভাজনের কৌশল গ্রহণ করছেন শুভেন্দু, সুকান্তরা। শুধু মুসলিম বিদ্বেষের বা মেরুকরণের পথ থেকে কিঞ্চিৎ অপসারণ সেইজন্য।

উত্তরবঙ্গের অনেক কেন্দ্রে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে নস্যশেখরা বছরের পর বছর বংশপরম্পরায় বাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশের নাগরিকত্বের প্রমাণ ও বসবাসের নথিপত্র আছে। এসআইআর হলেই তাঁদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। যদি না বেআইনিভাবে জোর করে বাদ দেওয়া যায়। ফলে উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে রাজ্যসভা সাংসদ নগেনকে দিয়ে এই পদক্ষেপ করা হল। অর্থাৎ ভোটের তাগিদে চুলোয় যেতে পারে আদর্শগত অবস্থান।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

বিহারে পাশা ওলটাতে পারেন পরিযায়ীরা

বিহারের ভোটে পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারেন। সেদিকেই সবার চোখ।

চিরঞ্জীব রায়

দেহাতের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টান। অথচ কোনও না কোনও বাধ্যতা তাঁদের ঘরছাড়া করেছে। বিহারের এই গোত্রীয় যে কোটি কোটি মানুষ, যাঁদের গালভরা পোশাকি নাম পরিযায়ী, তাঁরাই কিন্তু পারেন আগামী ৬ এবং ১১ নভেম্বর সমস্ত হিসেবনিকেশ তছনছ করে রাজ্য শাসনের রাজনীতির পাশা উলটে দিতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটা ছিল মাত্রই ৭৫ লক্ষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ। ২০২২-'২৩ সালের বিহার জাতি গণনা ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই সংখ্যাটা বেড়ে তিন কোটি ছুঁয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক চারজন পূর্ণবয়স্কর মধ্যে একজন মূলত রুজির দায়ে ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। প্রধানত সরন, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ ও সীমাঞ্চল জেলার এই বাসিন্দাদের অনেকেই দিওয়ালি এবং ছটপুজোর সময় বাড়ি ফেরেন। এবারেও ফিরেছেন। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিকদের অভিজ্ঞতা দিকনির্দেশ করছে, ভোট ও উৎসব কাছাকাছি হওয়ায় ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ পরিযায়ী মহান নাগরিক কর্তব্যটি সমাধান করতে থেকে যেতে পারেন এবং তার যথেষ্টই প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে। কারণ, অধিকাংশ কেন্দ্রেই হারজিতের ব্যবধান থাকে ১০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে। এবং এই ব্যবধান গড়ে দিতে পরিযায়ীদের ভোট মোটেই হেলাফেলার নয়।

যে দল বা নেতারা চান না, প্রবাসীরা এসে ভোট দিয়ে শেষ খেলাটা দেখিয়ে দিক, তাঁদের জন্যও সুখবর আছে। ছুটির মঞ্জুরি, যাতায়াতের খরচ, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এবং যে তাগিদে নিজভূম ছাড়তে বাধ্য হওয়া, সেই কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এতগুলো বাধা টপকে তাঁদের ভোটের বোতাম টিপতে আসতে হবে। ফলে অংশগ্রহণ পর্বটি নিছক ডালভাত নয়।

তবুও পরিযায়ীদের গল্পটা মোটেই ছোট করে দেখতে চায় না বিহারের রাজনীতি। তার এক নম্বর কারণ যদি হয় সংখ্যা, দু'নম্বর কারণ অবশ্যই ধর্ম-জাতপাত আকীর্ণ ভোট-ময়দান। গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে যে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

পরিযায়ীদের দাবিদাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা খতিয়ে দেখলে পাল্লা কখনও নীতীশের কোলে ঝুঁকছে কখনও তেজস্বীর। পরিযায়ীদের অধিকাংশ ১৮ থেকে ৩৫-এর তরুণ। ঘরে ফেরার তাগিদে তাঁদের পেশার চাহিদা ঘোরতর এবং ভালোবাসার মানুষজন, পরিবেশ-প্রতিবেশ ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিতে হয়েছে বলে বিহারে কর্মহীনতা নিয়ে, বলা বাহুল্য, তাঁরা হতাশ। আর, রাজ্যে এই কাজের অভাবটাই গদির স্বপ্ন বুনতে থাকা বিরোধী নেতা তেজস্বীর অস্ত্র। অন্যদিকে নীতীশের ভরসা, পরিযায়ী মহিলা ও পরিবার, যারা এনডিএ-র জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির পক্ষে রায় দিতে পারে।

চলতি বছরের অগাস্টে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'সি-ভোটার'-এর করা জনমত সমীক্ষা আভাস দিয়েছে, এনডিএ পাবে ৪২ থেকে ৪৮ শতাংশ ভোট। 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ঝুলিতে আসবে ৩৭ থেকে ৪১ শতাংশ এবং প্রশান্ত কিশোরের 'জন সূরয' পাবে ১১ থেকে ১২ শতাংশ ভোট। পরিযায়ীরা ২০ থেকে ৩০টি আসনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে মাধেপুরা ও পূর্ণিয়ার মতো পরিযায়ী অধ্যুষিত জেলায়।

পরিযায়ী ভোটের প্রভাব রাতকে দিন করতে পারে, দিনকে রাত। স্বভাবিকভাবেই এই তথ্য নিয়ে সংবাদমাধ্যম বা বিশেষজ্ঞদের অনেক আগে থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরাই, ঘরে যাঁদের আগুন লাগতে পারে। দীর্ঘ পাঁচ বছর গদি কেবল স্বপ্ন হয়েই থেকে যেতে পারে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শরিক প্রত্যেকটি প্রথম সারির দল অতএব পরিযায়ীদের বুকে টানতে নিবিড় পরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। যার সংগঠন যত গোছানো তাদের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সেটা সফল করার প্রচারাভিযানও ততটাই সুচারু। এবং এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে আশঙ্কার কথা বিভিন্ন দল প্রাথমিকভাবে মাথায় রেখেছে, সেটা হল, পরিযায়ী-ব্যালটের ক্ষমতা আছে বিহারের চিরাচরিত জাতপাতনির্ভর ভোটের হিসেবনিকেশ তছনছ করে দেওয়ার।

সেই জুলাই মাসেই এনডিএ অর্থাৎ, বিজেপি-জেডি(ইউ) জোট 'মাইগ্রান্ট ভোটার আউটরিচ' প্ল্যান বা পরিযায়ী ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করে ফেলে। দলের জাতীয় পর্যায়ের নেতা তরুণ চুঘ এবং দুষ্মন্ত গৌতমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৫০ সদস্যের টাস্ক ফোর্স-এর মাধ্যমে তিন কোটি ভোটারকে দলে টানতে। সে প্রয়োজনে সমাজমাধ্যমের ও ফোনের অত্যন্ত সক্রিয় ব্যবহার শুরু হয়। শুরু হয় জনহিতকর কাজকর্ম এবং চাকরি থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিলি। শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিযায়ীদের নিয়ে আসার প্রস্তুতি, এমনকি ছুটির বন্দোবস্ত করা।

আরজেডি-কংগ্রেসের জোটের পাল্লা ভারী করতে পরিযায়ীদের যন্ত্রণা, বঞ্চনা নিয়ে এবং তাঁদের জন্য পোস্টাল ব্যালট-বিধি সংস্কারের দাবিতে অগাস্টেই রাহুল গান্ধি 'যাত্রা' করেছিলেন। ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থানের বন্যা বইয়ে দেওয়ার দাবির পাশাপাশি তেজস্বী যাদব ২৬ লক্ষ পরিযায়ী ভোটারকে এসআইআর-এর রাস্তায় বাতিল করার অভিযোগে সওয়ার হয়েছেন। শপথ নিয়েছেন তাঁদের ভোটাধিকার ফেরানোর। অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোর এনডিএ এবং ইন্ডিয়া-য় বীতশ্রদ্ধ শিক্ষিত পরিযায়ীদের তাঁর দলের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর অস্ত্র বিহারের দুর্নীতিমুক্তি এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বিভিন্ন পক্ষের এত আদর, এত প্রতিশ্রুতিতেও চিঁড়ে ভেজা অতটা সহজ নাও হতে পারে। ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের নাম সুনিশ্চিত করা থেকে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁদের নিয়ে এসে বুথের লাইনে দাঁড় করানো, কাজটা প্রায় পাহাড়প্রমাণ। গোদের ওপর এসএইআর নামক বিষফোড়ার জ্বালা।

প্রণয় রায়ের মতো পোড়খাওয়া মস্তিষ্কও বলছেন, জাতপাতনির্ভর (যাদব-মুসলিম জোটের) ভোট বা মহিলাদের মতিগতির মতো পরিযায়ী তত্ত্বও এক অজানা তাস। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ বলছে, পরিযায়ীদের ভোটের ৬০-৭০ শতাংশ জমা পড়লে মহিলা ও উচ্চবর্ণের ভোট যোগ করে এবং জন সূরয-এর কাছে যুব ভোট হারিয়ে এনডিএ-র আসন বেড়ে দাঁড়াবে ১১৯-১৩০। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২২। উলটো দিকে, পরিযায়ীরা বুথমুখী না হলে বা এসআইআর-এর কোপ পড়লে লাভ হতে পারে 'ইন্ডিয়া' জোটের। সেক্ষেত্রে এনডিএ কোনওমতে জিতবে। মোটের ওপর, পরিস্থিতির বিচারে বিহারে পরিযায়ী ভোট কেবল এক বড় নির্ণায়ক নয়, রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে ভোটের অঙ্ক মেশানো অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সমীকরণ। যে সমীকরণের গতিবিধি ১৪ নভেম্বরের আগে বোঝা বেশ জটিল।

গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বিহারের। সেই সংখ্যাটা তিন কোটি ছুঁয়েছে, এবং ভোটের বাজারে সেই সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা তেজস্বী যাদব থেকে নীতীশ কুমারদের নখদর্পণে। ২০২০ সালে, কোভিডের জেরে মাত্র ৩০ লক্ষ পরিযায়ী ব্যালট বাক্সের টানে দেহাতমুখী হন। সেই সংখ্যাটাও বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াই হাড্ডাহাড্ডি করে ছেড়েছিল। রাজ্যের রাজা গড়ার পাঁচসালা খেলায় এবারও বিশেষজ্ঞরা তেমনই কাহিনীর আঁচ পাচ্ছেন।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বনামধন্য কবি অন্নদাশঙ্কর রায়।

আলোচিত

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচনের কাজে প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এই **কর্মীরা** নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি করে থাকেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দায়বদ্ধতার কথা জানে এবং পালন করবে।

- জ্ঞানেশ কুমার

ভাইরাল/১

বাইক স্টান্টের ভিডিও শেয়ার করতেন ২২ বছরের বিটেক পড়ুয়া। হিমাচলের কিরাতপুর-মানালি হাইওয়েতে বাইক নিয়ে স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন। বাইকটি রাস্তায় স্লিপ করে দ্রুতগতিতে ফুটপাথে ধাক্কা মারে। তরুণের মৃত্যু।

ভাইরাল/২

কানাডায় ভারতীয়দের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছে। ওকভিলে ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়েছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ। সেখানে কর্মরত এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে তাঁর তুমুল তর্কাতর্কি হয়। তরুণ বলেন, 'তুমি ভারতীয়, তোমার দেশে ফিরে যাও।' ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

স্বাস্থ্য পরিষেবায় গলদে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে

আজকের দিনে অসুস্থতা মানেই শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর্থিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা। একজন মানুষ অসুস্থ হলে পরিবারের প্রথম ভাবনা হয়, চিকিৎসার খরচ কেমন হবে? হাসপাতাল বা প্রাইভেট নার্সিংহোমের বিলের চাপ আজ মধ্যবিত্ত পরিবারকে অসহায় করে তুলেছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন এমন এক বিলাসে পরিণত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি দেশে প্রতি ১০০০ জনের জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। সে তুলনায় ভারতে প্রতি ৮৩৪ জনের জন্য একজন ডাক্তার রয়েছেন অর্থাৎ সংখ্যায় ঘাটতি নেই। কিন্তু তবুও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা চিন্তার কারণ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাফিয়ারাজ, দালালচক্র ও ভুয়ো চিকিৎসা আজ এক গভীর বাস্তবতা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বছরে যে সংখ্যক অপারেশন হয়, তার প্রায় ৪৪ শতাংশই ভুয়ো। ভুয়ো ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, এমনকি মৃত রোগীর চিকিৎসা- এসব এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে প্রাইভেট নার্সিংহোমে ব্যবসায়িক মনোভাব এতটাই প্রকট যে, সেখানে রোগীর জীবনের চেয়ে অর্থ উপার্জনই যেন প্রধান লক্ষ্য। অকারণ টেস্ট ও অপারেশনের চাপ, অতি ব্যয়বহুল বিল, আর দালালদের দৌরাত্ম্য- এসবই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ ভারতীয় পরিবার চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পেরে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালেও অব্যবস্থা, বেডের অভাব, অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ক্রমে বেড়ে চলেছে। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পরিষেবার দিকে ঝুঁকছেন, আর সেই সুযোগে দালালরাজ আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এখনই প্রয়োজন সরকার ও প্রশাসনের দৃঢ় পদক্ষেপ। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যবসা থেকে মুক্ত করে মানবিক ও ন্যায্য পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলির অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং ভুয়ো চিকিৎসা রোধে কড়া নজরদারি চালাতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, বিলাসবস্তু নয়। তাই দরকার সৎ উদ্যোগ, জবাবদিহি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে চিকিৎসার জগতে আস্থা, সেবা ও নৈতিকতা ফের ফিরিয়ে আনা যায়।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

গভীরে লুকিয়ে এক অনন্য জীবনদর্শন

ছট মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শেখায়, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পাঠ পড়ায়। দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

সুব্রত পাল

প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংলগ্নতা- ছট মহাপর্বের গভীরে লুকিয়ে আছে এক অনন্য জীবনদর্শন। এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব- সূর্য, জল, বায়ু ও ধরিত্রী এই চার উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এটি মানুষকে শেখায় প্রকৃতির সঙ্গে কীভাবে সহাবস্থান রেখে চলতে হয়, কীভাবে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়, তাও। ছটপুজোয় ব্যবহৃত উপকরণগুলিও মূলত প্রাকৃতিক- মাটির প্রদীপ, ফল, দুধ, আখ, গম বা চালের তৈরি ঠেকুয়া- সবই পরিবেশবান্ধব ও জীবনের স্বাভাবিকতার প্রতীক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই ব্রত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্যরশ্মি মানবদেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করে, যা হাড় ও রক্তের জন্য অপরিহার্য। নির্জলা উপবাস শরীরকে বিষমুক্ত করে, মনকে সংযত করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে-যেন এক প্রাকৃতিক ডিটক্সের আধ্যাত্মিক রূপ।

সামাজিক সাম্য ও মানবিক ঐক্যের প্রতীক- ছটপুজোর সবচেয়ে অনন্য দিক হল এর সামাজিক সাম্যবোধ। এখানে কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, জাতি-বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের কোনও বিভাজন নেই। সবাই একই জলে দাঁড়িয়ে একই সূর্যকে প্রণাম করে- যা ভারতীয় সমাজে একতার, মানবতার ও সমানাধিকারের বার্তা বহন করে। গ্রামের নারী যেমন এতে অংশ নেন, তেমনি মহানগরের ব্যস্ত কর্মজীবী মানুষও। এই মিলনমেলা ধর্মীয় সীমা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর মানবিক সমাজচেতনা তৈরি করে।

পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের সেতু- ছট উৎসব পরিবারের বন্ধনকেও দৃঢ় করে। ব্রত পালনকারী নারীর সঙ্গে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যুক্ত থাকেন- পুজোর উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে ঘাটে যাওয়া পর্যন্ত। ঘাটে ছটগান, ঢোলের আওয়াজ, ধূপের গন্ধ ও নদীর জলে সূর্যের প্রতিফলন- সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ছোটরা শেখে ভক্তি, সংযম ও সহানুভূতি- এই উৎসব তাই এক জীবন্ত বিদ্যালয়ের মতো, যেখানে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে, সমাজকে বুঝতে শেখে।

চিরন্তন আলোর জয়গান- ছট মহাপর্ব আসলে সূর্য, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের এক উৎসব। এটি শেখায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম ও কৃতজ্ঞতা। অস্তগামী সূর্যের প্রতি অর্ঘ্য হল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা- যেখানে মানুষ অতীতের সমস্ত ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও অন্ধকারকে প্রণাম জানায়, আর উদীয়মান সূর্যের অর্ঘ্য হল নবজাগরণের প্রতীক- যেখানে নতুন সূর্য নতুন আশার বার্তা বয়ে আনে। তাই বলা যায়, ছট কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আলোর আরাধনা, জীবনের জয়গান, আত্মশুদ্ধির সাধনা। যতদিন সূর্য উদিত হবে, যতদিন মানুষের হৃদয়ে আলোর আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ততদিন ছট মহাপর্ব তার চিরন্তন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে- আলোর, বিশ্বাসের ও মানবতার জয়গান হয়ে।

তবে আধুনিক যুগে এই উৎসব কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নদী ও জলাশয়গুলির দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, কৃত্রিম আলো-শব্দ দূষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভিড় এই পবিত্র উৎসবের স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। তাই প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই ব্রত পালনের- নদী পরিষ্কার রাখা, প্লাস্টিকমুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় ঘাটগুলিকে নিরাপদ রাখা। এইভাবে ব্রতের আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য দুটোই রক্ষা করা সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলচরের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৭

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, শত্রুতা অথবা প্রতিযোগিতাও হতে পারে ৩। ঠান্ডা করা ৫। ফুলের কলি বা কুঁড়ি ৬। অবলম্বন, পুঁজি, সংস্থান বা জীবিকা ৭। লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি বা তথ্যভিত্তিক দিক নির্দেশ ১২। মাহাত্ম্য বা গৌরব ১৩। এক রাতের মধ্যে, সকাল হবার উপায় নেই।

উপর-নীচ : ১। উন্মেষ, কোনও ব্যক্তির অসাধারণ সৃজনীশক্তি ২। মৃতদেহ, যে দেহে আর প্রাণ নেই ৩। মাছের ফুলকার ঢাকনা ৪। নাকের নীচে পরার ঝুলন্ত অলংকার ৫। একটি ফল যার সঙ্গে রামায়ণের শবরীর সম্পর্ক আছে ৭। সংখ্যায় কম ৮। বিপদ সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। বিভীষণের বউ ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪২৭৬

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাজিরার নির্দেশ মুখ্যসচিবদের

পথকুকুর মামলায় রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যগুলির গাফিলতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ৩ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা ও দিল্লি পুরনিগমের মুখ্যসচিবদের হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এই তিন প্রশাসনই ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁদের আদেশ বাস্তবায়নের হলফনামা জমা দিয়েছে।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ রাজ্যগুলির প্রতি কড়া ভাষায় মন্তব্য করে বলেন, 'সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অধিকাংশ রাজ্যই কোনও হলফনামা দেয়নি। অফিসাররা কি খবরের কাগজ পড়েন না বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন না? বিষয়টি সব সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি নোটিশ না পেলেও উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। এবার ৩ নভেম্বর সবাইকে হাজির থাকতে হবে, প্রয়োজনে আমরা অডিটোরিয়ামে বসে শুনানি করব।' বেঞ্চ আরও

জানায়, যদি কোনও মুখ্যসচিব নির্দিষ্ট তারিখে হাজির না হন, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুদের ওপর পথকুকুরদের আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই মামলাটি শুনছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই ধরনের ঘটনার ফলে দেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পথকুকুর সমস্যা এখন মানবিক ও প্রশাসনিক সংকটে পরিণত হয়েছে।'

এর আগে ২০২৩ সালের ১১ অগাস্ট, বিচারপতি পারদিওয়ালার বেঞ্চ দিল্লি প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় পথকুকুরদের শেল্টার হোমে পাঠানোর জন্য। সেই নির্দেশ নয়ডা, গুরুগ্রাম ও গাজিয়াবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়। এই নির্দেশ নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়, ফলে পরবর্তী সময়ে বিষয়টি বর্তমান বেঞ্চে স্থানান্তরিত হয়।

পরবর্তীতে ২২ অগাস্ট, তিন বিচারপতির বেঞ্চ ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে জানায়, টিকাকরণ ও বন্ধ্যাত্বকরণের পর র‌্যাবিস আক্রান্ত কুকুর ছাড়া বাকিদের মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে। তবে রাস্তায় নির্বিচারে কুকুরদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পশু জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন কতটা কার্যকর হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে বলা হয়। এনজিও ও আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল।

ছটপুজোয় অর্ঘ্যদান। সোমবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে।

উমরদের মামলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম সহ একাধিক পড়ুয়া নেতার জামিন মামলায় দিল্লি পুলিশের বিলম্বে ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, 'জামিনের বিষয়ে পালটা হলফনামা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি।'

দিল্লি পুলিশের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতের কাছে দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন জবাব জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আদালত সেই অনুরোধ খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, শুক্রবারই শুনানি হবে এবং তার আগেই জবাব দাখিল করতে হবে। বেঞ্চ মনে করিয়ে দেয়, আগের শুনানিতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ২৭ অক্টোবর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

আদালত আরও জানতে চায়, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বিচারাধীন অভিযুক্তদের জামিন কি শুধুমাত্র বিচার বিলম্বের ভিত্তিতে দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে দিল্লি পুলিশের মতামত কী? এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও এখনও যদি প্রস্তুতি না থাকে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।'

উমর খালিদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, অভিযুক্তরা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন। আরেক সিনিয়ার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'এই মামলার মূল বিষয়ই বিচার প্রক্রিয়ার বিলম্ব। এখন আর দেরি করার সুযোগ নেই।'

দিল্লি হাইকোর্ট এর আগে জামিন খারিজ করে জানিয়েছিল, দিল্লি হিংসায় উমর খালিদ ও শরজিল ইমামের ভূমিকা 'গুরুতর'। তাঁরা এমন বক্তব্য রেখেছিলেন, যা মুসলিম সমাজকে উসকে দিতে পারত। আদালত বলেছিল, 'শুধুমাত্র দীর্ঘ কারাবাস বা বিচার বিলম্বের কারণে জামিন দেওয়া কোনও সাধারণ নিয়ম নয়।'

এখন সুপ্রিম কোর্টের নজর শুক্রবারের শুনানিতে, যেখানে দিল্লি পুলিশের জবাবের ওপরই নির্ভর করবে অভিযুক্তদের পরবর্তী আইনি ভবিষ্যৎ।

অজি ক্রিকেটারদেরই দোষ : বিজয়বর্গীয়

ভোপাল, ২৭ অক্টোবর : গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের ২ সদস্যের শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তাঁর মতে, হোটেলের বাইরে বার হওয়ার আগে ওই মহিলা ক্রিকেটারদের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল।

এ ধরনের ঘটনা থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেন, 'ক্রিকেটারদের হোটেল থেকে বার হওয়ার আগে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। কারণ, ওঁদের নিয়ে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।' ঘটনাটিকে ইন্দোরের লজ্জা বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার

'ওঁরা গেলেন কেন'

মহিলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বার হয়ে একটি ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন দলের ২ সদস্য। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক যুবক তাঁদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। অস্ট্রেলিয়া দলের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযুক্ত আকিলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বিতর্ক থামেনি। বিদেশি ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা অরুণ যাদব বলেন, 'ইন্দোরের ঘটনায় স্পষ্ট যে, আমরা অতিথিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি।' বিজয়বর্গীয়র মন্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় নির্যাতিতাদের দায়ী করেছেন।'

জাকিরের জন্য লাল কার্পেট

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : বিতর্কিত ধর্ম প্রচারক তথা পলাতক ভারতীয় নাগরিক জাকির নায়েককে বাংলাদেশে লাল কার্পেটে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে। ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে জাকির নায়েকের। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকার হোলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর জাকির নায়েকের পিস টিভিকে নিষিদ্ধ করেছিল তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকার। হামলায় জড়িত জঙ্গিদের একজন স্বীকার করেছিল জাকির নায়েকের বক্তৃতা তাকে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর দিনকয়েক বাদেই জাকির নায়েক ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেন।

এদিকে ভারতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকে দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা) বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে। এমন একজনকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া ইউনূস সরকারের সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে অবস্থান বদলের ইঙ্গিত।

গত বছর পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন জাকির নায়েক। সেখানেও তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার নেতাদের সঙ্গে দেখা যায়, যাদের মধ্যে ছিল লস্কর কমান্ডার মুজাম্মিল ইকবাল হাশমি, মুহাম্মদ হারিস দার এবং ফয়সাল নাদিম। ৩ জনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারিতে সব রাজ্যকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : দেশজুড়ে বাড়তে থাকা 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'-র ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের সাইবার প্রতারণার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ পাঠিয়ে কোথায় কতগুলি 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'-এর এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য ৩ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। হরিয়ানার আম্বালায় এক প্রৌঢ়াকে আদালতের ভুয়ো নির্দেশ দেখিয়ে ১.০৫ কোটি টাকা হাতানোর ঘটনার পরই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি হাতে নেয় শীর্ষ আদালত।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, অধিকাংশ সাইবার প্রতারণা বিদেশ থেকে পরিচালিত হয়, বিশেষ করে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড থেকে। আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, এই অপরাধগুলির তদন্তে কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে পদক্ষেপ করা যায়, তার পরিকল্পনা পেশ করতে। প্রয়োজনে বাইরের সাইবার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়ও বিবেচনা করতে বলেছে আদালত।

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হরিয়ানা থেকে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী ও ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন সূর্য কান্ত। বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের পর তিনি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। গাভাই শীর্ষ আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করেছেন। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম চলে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষা।

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাই ২৩ নভেম্বর

কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব

অবসর নিচ্ছেন। সূর্য কান্ত-ই প্রথম হরিয়ানার সন্তান যিনি ওই পদে বসতে চলেছেন। সূর্য কান্তের জন্ম হরিয়ানার হিসারে ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য আইনের সঙ্গে যুক্ত নন। এদিক থেকে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। পড়াশোনা শুরু গ্রামের স্কুলে। সূর্য কান্তের আইনের ডিগ্রি ১৯৮৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (এমডিইউ) থেকে। আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবনের শুরু হিসারের জেলা আদালতে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ... আমেরিকার কিন্টলা হ্রদ। সোমবার।

ব্রিটেনে ধর্ষিত ভারতীয় তরুণী

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ ঘটল ব্রিটেনে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে ধর্ষিত এক ভারতীয় তরুণী। অভিযুক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণ। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এটিকে বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব প্রসূত ঘটনা বলে স্বীকার করে নিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ। ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মহিলাকে একটি রাস্তার মাঝে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাঁর পোশাক ছিঁড়ে গিয়েছিল। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। তরুণীকে উদ্ধার করার পর জানা যায়, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছে পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তরুণী ভারতীয় শিখ বলে ব্রিটেনের শিখ ফেডারেশন জানিয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার

কভেন্ট্রি সাউথের সাংসদ জারা সুলতানা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শনিবার, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে পঞ্জাবি বংশোদ্ভূত এক তরুণীকে বর্ণবিদ্বেষের জেরে ধর্ষণ করা হয়েছে। গত মাসে ওল্ডবারিতেও একজন শিখ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষের কারণেই।'

'জামতাড়া' শচীন নেই

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মাত্র পঁচিশেই শেষ জীবন। আত্মঘাতী হলেন নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ 'জামতাড়া ২'-র অভিনেতা ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শচীন চাঁদওয়াড়ে। ২৩ অক্টোবর পুনের ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ধুলের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২৪ অক্টোবর ভোররাতে মৃত্যু হয় এই প্রতিভাবান অভিনেতার।

ভারতের ৭ রাজ্য বাংলাদেশে!

পাক সেনাকর্তাকে 'কাল্পনিক মানচিত্র'

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর থেকে ভারত বিরোধী কাজকর্মে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর সঙ্গে যোগ্য সংগত করেছে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা ও রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ। যাদের পিছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ

মদত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার সঙ্গে ঢাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে বৈঠক করেন ইউনূস। সেখানে পাক সেনাকর্তার হাতে উপহার হিসাবে তুলে দেন 'আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' নামে একটি বই। সেই বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

প্রচ্ছদের ছবিতে ভারত-বাংলাদেশের মানচিত্রকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বহু দিন ধরেই এই রাজ্যগুলিকে তাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করার হুমকি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে চিনে গিয়েও ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন ইউনূস। বঙ্গোপসাগরকে বাংলাদেশের এলাকা বলে দাবি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের সেনাকর্তাকে তাঁর কাল্পনিক বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা বই উপহার দেওয়ার ঘটনাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না কূটনৈতিক মহল। বিষয়টি ভারতকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে।

সাতারা'র ধর্ষণে ময়নাতদন্তে দেরি

পুনে, ২৭ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের সাতারায় তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনার জট যেন খুলছেই না। নানা অভিযোগ সামনে আসছে। প্রতিদিনই তদন্ত নতুন দিকে বাঁক নিচ্ছে। সোমবার মৃতার পরিবার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে।

শুধু তা-ই নয়, পরিবারের অজান্তেই দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন, ঘটনায় পুলিশ অফিসার জড়িত বলেই কি তদন্তে ঢিলেমি?

মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, 'আমাদের অনুপস্থিতিতেই বাড়ি থেকে দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উচিত ছিল পরিবারের লোকের সামনে সবটা করা। কিন্তু তা করেনি। এমনকি সকাল ৬টা পর্যন্ত তাঁর ময়নাতদন্ত করার জন্য কেউ ছিলেন না।' তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা

অভিযোগ পরিবারের

নেই পরিবারের। ভাইয়ের দাবি, অন্য রাজ্যের কোনও মহিলা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত হোক! তাঁর আশঙ্কা, অভিযুক্ত সহকর্মীকে বাঁচাতে তদন্তে প্রভাব খাটাচ্ছে পুলিশ।

এফডিআইয়ের সীমা বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সীমা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। বর্তমানে এই সীমা ২০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে এই প্রস্তাব নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলছে, যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকারি সূত্রে খবর, এতে বিদেশি মূলধন আকর্ষণ ও ব্যাংকগুলির আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার সুযোগ তৈরি হবে।

আমেরিকায় বন্ধের পথে খাদ্য প্রকল্প

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প জমানায় বেনজির মানবিক সংকটে আমেরিকা। বন্ধ হতে বসেছে দেশের সবচেয়ে বড় খাদ্য সহায়তা প্রকল্প সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এসএনএপি)। সোমবার একথা জানিয়েছে মার্কিন কৃষি সচিব ব্রুক রলিন্স। খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন আমেরিকার ৪ কোটি মানুষ। অর্থাৎ প্রতি ৮ জন মার্কিন নাগরিকের অন্তত একজন এই প্রকল্পের উপভোক্তা। এর মাধ্যমে পরিবার পিছু খাদ্যে ভরতুকি বাবদ ৭১৫ ডলার পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমন একটি প্রকল্প বন্ধ হলে গোটা আমেরিকায় আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের বরাদ্দ তলানিতে ঠেকেছে। সবদিক খতিয়ে দেখে নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। চলতি অবস্থার জন্য বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করা হয়েছে বিবৃতিতে। ডেমোক্র্যাটরা অবশ্য প্রকল্প বন্ধের দায় নিতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ট্রাম্প সরকার। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা শাটডাউনের কারণে প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা না গেলে জরুরি তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডেমোক্র্যাট পার্টির কংগ্রেস সদস্য রোজা ডিলাউরো ও অ্যাঞ্জি ক্রেগ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে এত নিষ্ঠুর ও বেআইনি কাজ করেনি।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিরোধীদের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন।

রুবিওর আশ্বাস

কুয়ালালামপুর, ২৭ অক্টোবর : ট্রাম্প সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়, কিন্তু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও একথা স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ভারতের কাছে উদ্বেগের বটে। কিন্তু রুবিও বিশ্বাস করেন ভারত 'পরিণত মন' ও 'বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে' বিষয়টি দেখবে।

আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেওয়া উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাতার যাওয়ার পথে রুবিও সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বলেছেন, 'দেখুন যাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, এমন বহু দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে। এটাই বাস্তববাদ।'

ভুয়ো চাকরিতে সাড়ে ৩৭ লক্ষ

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর : চাকরি নেই। অফিসেও যেতে হয় না। কিন্তু 'বেতনে' কোনও ছেদ নেই। মাস গেলে মোটা টাকা নিয়মিতই ঢুকে যাচ্ছিল তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এমনই অবিশ্বাস্য দুর্নীতির খবর মিলল মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে। রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা প্রদ্যুম্ন দীক্ষিত স্ত্রী পুনমের নামে দু'টি বেসরকারি সংস্থায় ভুয়ো চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পুনম একদিনও অফিসে না গিয়েই দু'বছর টানা বেতন তুলেছেন, অঙ্কের হিসাবে প্রায় ৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা! অভিযোগ, প্রদ্যুম্ন ওরিয়নপ্রো সলিউশনস ও ট্রিজেন সফটওয়্যার লিমিটেড নামে দুই সংস্থাকে সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেন। আর তার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে কর্মী ও ফ্রিল্যান্সার হিসাবে দেখিয়ে মাইনে পাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। রাজস্থান হাইকোর্টে মামলা দায়েরের পর দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) তদন্তে নামে। তারা জানায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনমের পাঁচটি ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকার লেনদেন হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর, স্বামীর অনুমোদনেই জমা পড়েছে তাঁর 'ভুয়ো উপস্থিতির' রিপোর্ট! তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই ভুয়ো বেতন এবং সরকারি টেন্ডারের মধ্যে ঠিক কী যোগসূত্র রয়েছে।

অভিযুক্ত প্রদ্যুম্ন ও পুনম।

'গোরেহাব্বা' নিয়ে কটু মশকরা

বেঙ্গালুরু, ২৭ অক্টোবর : কর্ণাটকের গুমতাপুরা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'গোরেহাব্বা' উৎসবকে কটাক্ষ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন ইউটিউবার টাইলার অলিভেরা। দেওয়ালির পরের দিন পালিত এই উৎসবে গোবর ছুড়ে আনন্দ করেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবতা বীরেশ্বর স্বামীর জন্ম গোবর থেকেই। তাই উৎসবটি শুদ্ধতার প্রতীক।

অভিযোগ, অলিভেরা তাঁর ভিডিওতে উৎসবটিকে 'ভারতের গোবর ছোড়ার উৎসব' বলে উপহাস করেন। শুধু তা-ই নয়, এই বিষয়ে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'গোবর ছোড়ার উৎসবে গিয়ে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হল। জঘন্য ব্যাপার। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। আর কখনও ওখানে যাব না। আপনারা প্রার্থনা করুন, যেন আমি বেঁচেবর্তে থাকি।'

টাইলারের চ্যানেলের ফলোয়ার সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশি। গোরেহাব্বা

বিতর্কে মার্কিন ইউটিউবার

উৎসবে অংশগ্রহণ করার পর তা নিয়ে একটি টিজার ক্লিপ প্রকাশ করেন ওই ইউটিউবার। যার শিরোনাম ছিল, 'ইনসাইড ইন্ডিয়াজ পুপ-থ্রোয়িং ফেস্টিভ্যাল'।

ভিডিওটি প্রকাশের পরই ভারতীয় সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। বহু ব্যবহারকারী অসন্তোষ জানিয়ে যা লেখেন তার সার কথা, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করার সাহস পান কোথা থেকে ওই মার্কিন ইউটিউবার! তিনি ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্মকথা না বুঝেই মশকরা করেছেন তা নিয়ে। এতে তাঁর মূর্খতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের উৎসব ও সংস্কৃতিকে হালকা হাসিঠাট্টার উপকরণ হিসাবে তুলে ধরা পশ্চিমী

কনটেন্ট নির্মাতাদের দীর্ঘদিনের প্রবণতা। এতে শুধু ভুল ধারণাই তৈরি হয় না, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতারও অবমাননা ঘটে।

হিটের আশায় সলমনের গোবিন্দা শরণম

হিট নেই হিট চাই। তাই সলমন খানের নতুন রণনীতি। তার জন্যই কি গোবিন্দা শরণে? গোবিন্দার সঙ্গে গাঁটছড়ার প্ল্যান? লেখায় শবরী চক্রবর্তী

সলমন খান কি আবার গোবিন্দার সঙ্গে ছবি করবেন? তাহলে সেই পার্টনার আসছে? ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর কী হল?

চিরকালই সলমন খান অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে এসেছেন। সে নতুন কিংবা তেমন নামি নয়, এমন নায়িকা হোক বা পড়তি দশা নায়ক।তাঁদের ডুবতে থাকা কেরিয়ারের নৌকোকেও পাড়ে লাগিয়েছেন। তেমনই একজন গোবিন্দা। সেই পার্টনার ছবির কথা মনে আছে? লাভগুরু হয়েছিলেন সলমন, তার শাকরেদ গোবিন্দা—তাঁকে প্রেম কী করে করতে হয়, শেখানোর ভার নিয়েছিলেন সলমন। সে ছবি বেশ হিট হয়েছিল। কমেডিতে গোবিন্দা এনিতেই সিদ্ধহস্ত, তার ওপর সলমন, ক্যাটরিনা, লারা দত্ত—জমে গিয়েছিল বিষয়টা।

ছবি চলল, সলমন ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। গোবিন্দা অবশ্য আরও তলানিতে ঠেকলেন, তাঁর একই ধরনের কমেডি তেমন গুরুত্ব পেল না। এরপর তাঁকে আর প্রায়ই দেখা গেল না। আবার সলমনও এতদিন পর হোঁচট খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। সমসাময়িক এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী (যতই মুখে বন্ধুত্বের বড়াই করুন বা শাহরুখ বলুন, সলমনের ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি, প্রতিযোগিতা আছেই)শাহরুখ পরপর হিট দিচ্ছেন। সেসব অ্যাকশন ফিল্ম, এতদিন যে অস্ত্রে যুদ্ধ জিতেছেন সলমন। এই ৫৯ বছর বয়সে শাহরুখ সেই অস্ত্রেই দর্শককে ঘায়েল করছেন।কিন্তু সলমনের অন্য ছবি তো বটেই, যশ রাজ ফিল্মসের টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির টাইগার ৩ অবধি ভালো চলেনি। ৪০০ কোটির ছবি ২০০ কোটি তুলতে হিমশিম খেয়েছে, তাও সিনেমা হল থেকে কতটা, আর নানা রাইটস বিক্রি করে কতটা—তার হিসেব নেই। এদিকে দক্ষিণের ছবি পরপর হিট করছে, প্যান-ইন্ডিয়া বলে একটা মডেলই তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই দক্ষিণী পরিচালক এ পি মুরুগাদোসের সঙ্গে করলেন সিকান্দর, সঙ্গে হাঁটুর বয়সী নায়িকা রশ্মিকা মানডানা—তাও চলল না। গল্পটায় দম ছিল। মৃত স্ত্রীর শরীরের অঙ্গ অন্য শরীরে প্রতিস্থাপন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা, পরোক্ষে। চলল না। চলার কথাও নয়। এরকম নরম, স্নিগ্ধ প্রেমিকের মতো সলমনকে আর দেখতে নেই।

তাই বেছে, রীতিমতো অঙ্ক কষে ছবি বাছছেন সলমন। ব্যাটল অফ গালওয়ানে বীর ভারতীয় সেনার ভূমিকায় আসছেন তিনি। গালওয়ানে চিন-ভারতীয় সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে নির্মীয়মান এই ছবি।

এর মধ্যে এল গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর ছবি করার খবর। বিগ বস ১৯-এ গোবিন্দা-পত্নী সুনীতাকে তিনি বলেছেন গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করবেন। তাঁর এই কথায়, আলোচনা শুরু। এই ছবি নিশ্চয় পার্টনার ২ হবে।

এখন প্রশ্ন কোনটা আগে ব্যাটল না পার্টনার ২। এখন একটি হিট ভীষণ দরকার সলমনের। অন্য নায়করা যতই থাকুন বা হিট দিন, এই তিন খানের লড়াইটা বরাবরই অন্যরকম এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যেই হয়েছে। এর মধ্যে আমির খান একটু আলাদা ছবি করেন সেই লগান-এর পর থেকেই। তাই বক্স অফিস, স্টারডম, যশ রাজ ফিল্মস, ডিজিটাল রাইট বিক্রি, ব্লক বুকিং, এসবকে তিনি অন্যভাবে দেখেন। ছবি বিক্রি, প্রচার, সবেতেই তাঁর মস্তিষ্ক অন্য খাতে বয়। হালে ইউ টিউবে সিতারে জমিন পর ছবির বিক্রির স্টাইল দেখে অনেকেরই চোখ কপালে, ওটটিতে ছবি বিক্রির আগে ভাবতে হবে এদিকটা—এভাবেও অনেকে ভাবছেন।

কিন্তু সলমন সেদিক মাড়ান না, শাহরুখও নয়। তাঁদের চেনা ছকের ব্যবসা। সেখানে হিট দরকার। তাই এখন গোবিন্দাক নিয়ে একটা হিট দিতে পারলে সলমনীয়-মডেল আবার নড়েচড়ে বসবে। গোবিন্দারও কিছুটা উপকার হয়তো হবে। নায়ক হিসেবে কী করতে পারবেন, প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে শোনা যচ্ছে, তিনি একটি অন্য রকমের রিয়েলিটি শো নিয়ে আসছেন, তাতে তাঁর এই হিট কাজ দেবে নিঃসন্দেহে। ব্যাটল অফ গালওয়ান-এর মতো সামান্য হলেও এক্সপেরিমেন্টাল ছবির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে এত ফ্লপের পর সলমন ভাবতেই পারেন। তাঁকে ভরতীয় সেনার ভূমিকায় দর্শক কতটা নেবে, সেটাও প্রশ্ন—দেশবিরোধী মন্তব্য তিনি কম করেননি। এখন দেশের চরিত্র বদলেছে। তারা কতটা সলমনের জন্য সব ভুলবে, তাও ভাবতে হবে।

সলমন তা জনেন। তাই সেফ খেলতে চান। সেই কারণে এই নতুন ভাবনা। কোনও কিছু আনুষ্ঠনিকভাবে কেউ জানায়নি এখনও। তবে ঠেকায় পড়লে গোবিন্দের চরণে আশ্রয় তো তিনি নিতেই পারেন!

আরিয়ানের পরিচালনায় মুগ্ধ থারুর

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত সিরিজ ব্যাডস অফ বলিউড দেখে মুগ্ধ। একে 'ওটিটি গোল্ড' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেভাবেই তিনি তাঁর ইন্সটায় পোস্টও করেছেন। তাঁর পোস্টে আছে, 'সর্দি-জ্বরে ভুগে দু দিন সব কাজকর্ম বন্ধ রেখেছিলাম। আমার বোন স্মিতা থারুর আমাকে কম্পিউটার থেকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ সরিয়ে নেটফ্লিক্সে চোখ রাখতে বলে। যা দেখলাম তা অন্যতম সেরা, এভাবে এতটা উচ্ছ্বসিত নিজেকে অনেকদিন পাইনি, এটা ওটিটির গোল্ড। এইমাত্র আরিয়ান খানের ডিরেক্টোরিয়াল ব্যাডস অফ বলিউড দেখা শেষ করলাম, প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। গল্প লেখা অসাধারণ, পরিচালনা অসাধারণ, স্যাটায়ারের ভঙ্গী অসাধারণ। বলিউডের পিছনের দিককে ধারালো উইট দিয়ে তুলে এনেছ। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো। এটা মাস্টারপিস।' সাত পর্বের এই সিরিজে আসমান সিং নামে এক নবাগত বলিউডে আসে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, সঙ্গে তার বন্ধু পারভেজ ও ম্যানেজার সন্যা। পরে সে শিখরে ওঠে। অভিনয়ে লক্ষ্য, রাঘব জুয়েল, সেহের বাম্বা প্রমুখ। নেটফ্লিক্সে সিরিজটি দেখা যাচ্ছে।

ঋতুপর্ণার ছেলে কি সিনেমায়?

প্রসেনজিতের ছেলে অভিনয়ে আসতে পারেন, তেমন ইঙ্গিত প্রসেনজিত নিজেই দিয়েছেন আগেই। তবে কোথায় কোন ছবিতে বা কবে আসবেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি এখনও। তিনি জানিয়েছেন, ছেলের এই বিষয়ে খবর রাখেন না তিনি।

কিন্তু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ছেলে যে কী করবেন, সে কথা কোথাও বলেননি ঋতু। ছেলে অঙ্কন এ বছরই আমেরিকার বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। পড়াশোনায় খুবই ভালো। তবে অঙ্কনের পছন্দ নিয়ে এখনও ঋতু কিছুই জানাননি। ছেলে কি মায়ের মতোই অভিনয়ে আসবেন, নাকি বাবার মতো ব্যবসা করবেন, সে বিষয়ে একেবারে চুপ করে আছেন ঋতুপর্ণা।অবশ্য সম্প্রতি ছেলে-মেয়ের ভাইফোঁটার ছবি সামনে এনেছেন ঋতু। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বছরের ঋষণা তার দাদা অঙ্কনকে ফোঁটা দিচ্ছে। সেই পোস্টে অঙ্কনের ছবি দেখে নেটিজেনরা তো অবাক। অনেকেই দাবি তুলেছেন, ছেলেকে সিনেমায় আনা হোক। যদিও মা নিজে এখনও নীরব।

এক ফ্রেমে জ্যাকি, হৃত্বিক

এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন জ্যাকি চ্যান ও হৃতিক রোশন। প্রবাদপ্রতিম অ্যাকশন স্টার জ্যাকি চ্যানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হৃতিক রোশনের। আর সেই মুহূর্তকে একফ্রেমে শেয়ার করলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে ছবি তুলেছেন। সাদা টুপি, সাদা জেনিমের জ্যাকেট, সাদা টি শার্ট ও জুতোয় স্টাইলিশ হৃতিকের পাশে কালো টি শার্ট, প্যান্ট আর কালো টুপিতে উজ্জ্বল জ্যাকি, সঙ্গে চশমা এবং তাঁর সিগনেচার স্টাইলের সেই হাসি—নেটে এখন দুই তারকার ছবি ভাসছে। হৃতিকও জ্যাকির সঙ্গে দেখা করে, ছবি তুলে যে মুগ্ধ, তা জানিয়েছেন ক্যাপশনে। তাঁর কথায়, জ্যাকি তাঁর অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে অ্যাকশন আর স্টান্ট পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে। এর আগে হৃতিক ২০১৯ সালে কাবিল ছবির প্রিমিয়ারের সময় চিনে জ্যাকির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন বলেছিলেন, এটি তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা। এখন হৃতিক প্রাইম ভিডিওর সঙ্গে স্টর্ম নামের একটি সিরিজ বানাচ্ছেন। অভিনয়ে সাবা আজাদ, আল্যায়া এফ প্রমুখ। বড়পর্দায় তিনি শেষ এসেছেন ওয়ার ২ ছবিতে।

একনজরে সেরা

বিচ্ছেদ আসন্ন

টিভির জনপ্রিয় মুখ জয় ভানুশালি ও মাহি বিজের ১৫ বছরের দাম্পত্য শেষ হচ্ছে। শোনা গিয়েছে, তাঁরা বিচ্ছেদের আইনি কাগজপত্রে সাক্ষর করে দিয়েছেন। চলতি বছরের অগাস্টে মেয়ে তারার জন্মদিনের পার্টির ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেলেও ওঁদের মধ্যে দূরত্বটা বোঝা গিয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক দূরত্বই ওঁদের বিচ্ছেদের কারণ বলে জানা গিয়েছে।

নভ্যার না

বলিউডে আসবেন? সাংবাদিক বরখা দত্তর এই প্রশ্নের উত্তরে অমিতাভ ও জয়া বচ্চনের নাতনি, শ্বেতা ও নিখিল নন্দার মেয়ে নভ্যা নভেলি নন্দা বলেছেন, 'আমাকে অভিনয় কখনও টানেনি। আমার মা-বাবা আমাকে শিখিয়েছেন যা ভালোবাসতে পারবে না, করবে না। আমি ট্রাক্টর খুব ভালোবাসি, ব্যবসা ও সমাজসেবার জগতে নাম করতে চাই।

অভিনেতার আত্মহত্যা

জামতাড়া ২। এই ছবির ২৫ বছর বয়সী অভিনেতা শচিন চান্দওয়াড়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ জানা যায়নি। পুনের আইটি সেক্টরের এই ইঞ্জিনিয়ার অভিনয়ের স্বপ্ন পূরণের পথে এগোচ্ছিলেন একাধিক ভাষার ছবি ও সিরিজে অভিনয় করে। ক্রমশ স্বীকৃতিও পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মারাঠি ছবি অসুরবান মুক্তি পাবে বছরের শেষেই।

নাসির বলেছেন

খান-কুমার-দেবগণদের মধ্যে কার অভিনয় ভালোলাগে? উত্তরে নাসিরুদ্দিন শাহ বলেছেন, অক্ষয় কুমারের অভিনয় ভালো, গডফাদার ছাড়া এই জায়গায় এসেছে, ওকে পছন্দ করি। ও ক্রমশ ভালো অভিনেতা হয়েছে। শাহরুখও নিজের ক্ষমতায় এই জায়গায় এসেছে, তাই ওকে পছন্দ করি, তবে ওর অভিনয় দিনদিন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

দেবশ্রীর হেনস্তা

দক্ষিণ কলকাতার একটি বহুতলের বাসিন্দা অদৃজা তাঁর পোষ্যকে নিয়ে আবাসন-চত্বরে ঘোরেন, তাতে বাসিন্দাদের আপত্তি। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় কুকুরদের নিয়ে কাজ করেন দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন মারফত। অদৃজা সংস্থার সদস্যা। দেবশ্রী বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁকে বলা হয় আপনি জাস্ট একজন অভিনেত্রী, কেন এই বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন?

নতুন মাধবন

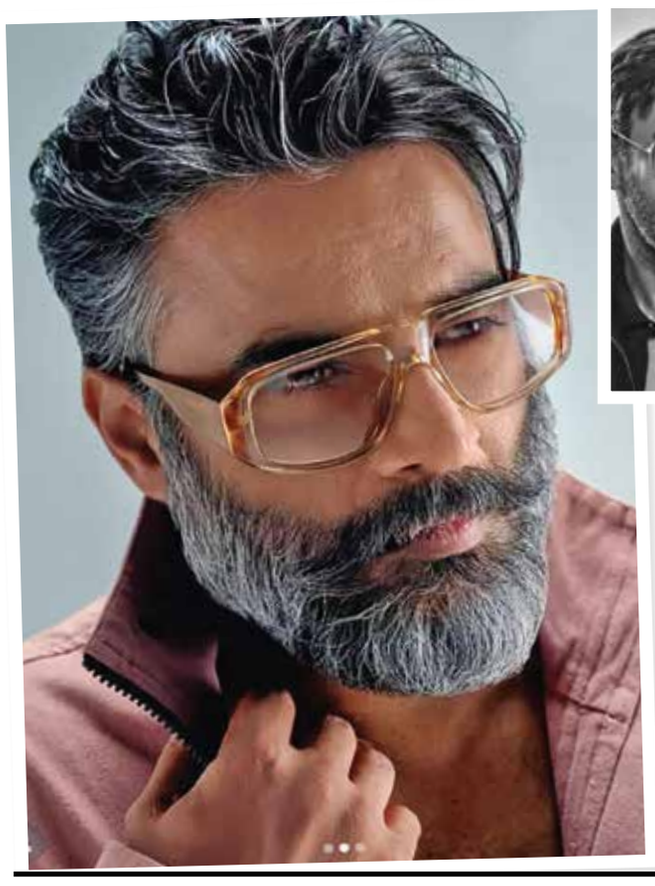

দে দে পেয়ার দে ২ ছবিতে নায়িকা রকুল প্রীত সিংয়ের বাবার ভূমিকায় মাধবন। অর্থাৎ আর মাধবনের অভিনয়জীবনে চরিত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছেই। তাঁর আগামী ছবি জি ডি এন-এ তাঁর নতুন 'লুক' পোস্ট করেছেন ইন্সটায়। ছবিতে গোপালস্বামী দোরাইস্বামী নাইডু ওরফে এডিসন অফ ইন্ডিয়ার চরিত্রে। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি কারখানায় বসে আছেন ওয়েল্ডিংয়ের যন্ত্রপাতির সামনে, মুখে মাস্ক। ক্যামেরার সামনে তাঁর মুখ আসতেই দেখা গেল বৃদ্ধ নাইডু সাহেবকে, এভাবেই তাঁকে চেনা গিয়েছে চিরকাল। লুক শেয়ারের সঙ্গে মধবন জানিয়েছেন, এ ছবি এক বৈজ্ঞানিকের দূরদৃষ্টি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নপূরণের গল্প। ছবির পরিচালক কৃষ্ণকুমার রামকুমার। মাধবনকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে আপ জ্যায়সা কোই ছবিতে, সঙ্গে ফতিমা সানা শেখ।

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রিয়ান্স জয়সওয়াল স্কুলপাড়ার বাসিন্দা। আগামীতে নৃত্যশিল্পী হতে চায়।

পুজো করতে কাদা ঠেলে মহানন্দার ঘাটে। সোমবার মালদা শহরে। ছবি : অরিন্দম বাগ

কাদায় নাকাল ছটব্রতীরা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ অক্টোবর : ছেলেকে পাঁজাকোলা করে এগোচ্ছেন বাবা। এই বুঝি পড়ে যাই, আশঙ্কা স্পষ্ট ধরা দিল চোখে।

হাঁটুসমান কাদা পেরিয়ে কোনওমতে মহানন্দার ঘাটে পৌঁছেও যে রেহাই নেই। কাদা ঠেলেই জলে নামতে হচ্ছে। পুজোর সামগ্রী সাজাতে নাজেহাল হতে হল ছটব্রতীদের। রূপা সাহানি নামে এক তরুণী বলেন, 'এত কাদা, কী যে করব! কাল সকালে আবার আসতে হবে এখানেই!'

কাপড় কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছিল অনেকেরই। রাজু শেঠ নামে এক ছটব্রতী বলেন, 'বাড়ির সকলেরই জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। যা তা অবস্থা। এভাবে কি আর পুজো করা যায়? কিন্তু ঘাটে তো আসতেই হবে।'

ছটপুজোর সময় মহানন্দার ঘাটগুলিতে কাদা সামলানো যে ইংরেজবাজার পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। সমস্যার সমাধানে ভাড়া করে শ্রমিক নিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। পাশাপাশি নিজেদেরও কোদাল হাতে ঘাট সংস্কারে হাত লাগাতে দেখা গেল ছটব্রতীদের। কিছু উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছিল ইংরেজবাজার পুরসভাকেও। কিন্তু তার পরেও সমস্যা থেকে গেল সেই তিমিরেই। ফের একবার ছটপুজো দিতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হল মালদা শহরের বাসিন্দাদের।

সোমবার দুপুর শেষ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই টোটো ও ভ্যানে করে পুণ্যার্থীরা শহরের মহানন্দা সংলগ্ন ঘাটগুলির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সঙ্গে ঢাকের মিষ্টি শব্দ। পুণ্যার্থীদের অনেকেই আবার দণ্ডি কেটে ঘাটে পৌঁছান। সূর্যের আলো মিষ্টি হতেই কৃত্রিম আলোর ঝলকানি। সঙ্গে আতশবাজি। শুধু ছটব্রতী কিংবা তাঁদের পরিবারের লোকজন নয়, ঘাটে ছটপুজোর আনন্দে শামিল হতে হাজির হয়েছিলেন প্রচুর শহরবাসী। অবশ্য নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছিল। ঘাটে ঘাটে টহল দিচ্ছিলেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। এত আনন্দের মধ্যেও ঘাটের কাদা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে পুণ্যার্থীদের।

> বাড়ির সকলেরই জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। যা তা অবস্থা। এভাবে কি আর পুজো করা যায়? কিন্তু ঘাটে তো আসতেই হবে!
>
> **রাজু শেঠ** *ছটব্রতী*

যদিও ইংরেজবাজার পুরসভার তরফে ঘাটে যাওয়ার জন্য ধুস ফেলে বেশ কিছু রাস্তা করে দেওয়া হয়। ফলে অনেক ঘাটে খানিকটা স্বস্তি দেখা যায়। তবে বেশ কিছু ঘাটে সেই রাস্তা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয় ছটব্রতীদের।

আরতি সাহানি নামে এক মহিলা বলেন, 'প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রায় এক হাঁটু কাদার মধ্যে ঘাটে ডালা নিয়ে যেতে চরম হয়রানি হয়েছে। কাদায় সকলের পা পিছলে যাচ্ছে। পুরসভা ও প্রশাসনের বিকল্প কিছু ভাবা উচিত।'

শুভ আগরওয়াল নামে আরেক পুণ্যার্থী বলেন, 'রাস্তা থাকায় আমাদের ঘাটে তুলনামূলক কাদা কম। তবে শুধু রাস্তা বরাবর তো আর মঞ্চ হচ্ছে না। পরপর একের পর এক মঞ্চ তৈরি হয়েছে। সেখানে যেতে গেলেও তো কাদা ডিঙিয়েই যেতে হচ্ছে। বিশেষত সমস্যায় পড়ছে মহিলা ও বাচ্চারা। যেসব মহিলা দণ্ডি কেটে ঘাটে আসছেন, তাঁদের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখুন।'

এক হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়েই অবশ্য সেলফি তুলতে দেখা গেল তরুণীদের। উৎসব বলে কথা!

পুরাতন মালদার ঘাটে তল্লাশি

পুরাতন মালদা, ২৭ অক্টোবর : ছট উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার প্রশ্নে এবার কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ জেলা প্রশাসন। জেলার বিভিন্ন ছটঘাটে যাতে কোনও নাশকতা বা অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে নাশকতাবিরোধী তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তারপরে এই ঘাটগুলিতে আরাধনা শুরু হয়।

এদিন এই বিশেষ নিরাপত্তা অভিযানের অংশ হিসেবে পুরাতন মালদা শহরের বিভিন্ন ছটঘাটের আশপাশে সন্দেহজনক কোনও বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে মেটাল ডিটেকটর ব্যবহার করে তল্লাশি চালানো হয়। পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ এলাকার ঘাটে এই তল্লাশির ছবি দেখা যায়। এছাড়াও মির্জাপুর, স্কুলপাড়া নদীঘাট, গুজুর ঘাটে বিকেল থেকেই দর্শনার্থী এবং ছটব্রতীরা আরাধনায় মেতে ওঠেন। অনেক ভক্ত দণ্ডি কেটে, মাথায় ডালি নিয়ে মহানন্দা নদীর ঘাটে নামেন।

এই বিষয়ে পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, পুজোর দিনগুলিতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ও ব্রতীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘাট সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : ফোন কেনা নিয়ে ঝামেলার জেরে এক ক্রেতাকে মারধরের অভিযোগে শনিবার গ্রেপ্তার হলেন দোকানকর্মী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ সাহা। ধৃত ব্যক্তি খাদিমপুর গার্লস স্কুলপাড়ার বাসিন্দা। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দোকান মালিক সব্যসাচী ঘোষ পলাতক। ১৫ অক্টোবর অভিজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি ডাকবাংলাপাড়া এলাকার একটি মোবাইলের দোকানে ফোন কিনতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দোকানির সঙ্গে বিবাদ হয়।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বালুরঘাটে

দানবাক্স ভেঙে প্রণামির টাকা নিয়ে চম্পট

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : নভেম্বরেই বার্ষিক পুজো। আর তার আগেই মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে প্রণামির টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে বালুরঘাট ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বায়রাকালীর মন্দিরে এই চুরির বিষয়টি নজরে আসে। যে এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে, সেটি সিসিটিভির নজরদারিতে মোড়া। তাছাড়া ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকান ও এটিএমে নিরাপত্তারক্ষীও আছেন। এমন জায়গায় চুরির ঘটনায় হতভম্ব সকলেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুজোর পর থেকেই বালুরঘাটে চুরির ঘটনা বাড়ছে। বালুরঘাট শহরের চকভৃগুতেও দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এবার নিরাপত্তার চাদরে মোড়া ট্যাক্সিস্ট্যান্ড এলাকার মন্দিরে চুরির ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সামনের মাসেই বায়রাকালীর পুজো। তার আগে মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দানবাক্সের ভেতরে শুধু পড়ে রয়েছে কিছু কয়েন। ওই মন্দিরের উলটোদিকেই বালুরঘাট শহরের গীতাঞ্জলি মার্কেট, বেশকিছু এটিএম ও কয়েকটি দোকানের সিসিটিভি রয়েছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন। এমন এলাকায় ওই মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে এতদিন নিশ্চিন্তই ছিলেন সকলে। তাই ওই মন্দিরের দানবাক্সে প্রণামি জমা পড়লেও, সেই টাকা সারাবছর বের করতেন না পুজো উদ্যোক্তরা। বছরভর জমা হওয়া প্রণামি মায়ের বাৎসরিক পুজোয় কাজে লাগানো হত। কিন্তু এবারে পুজোর কয়েকদিন আগে এভাবে চুরির ঘটনা নজরে আসায় উদ্বিগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু দে'র কথায়, 'এমন ঘটনা আগে কোনওদিন হয়নি। এমন নিরাপত্তার চাদরে মোড়া এলাকাতেও কালী মন্দিরে চুরি হতে পারে, কখনোই ভাবিনি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে বছরভর জমা হওয়া প্রণামির প্রায় ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ অবিলম্বে চোরদের গ্রেপ্তার করুক আর চুরি যাওয়া টাকা ফিরিয়ে দিক।'

কৌশিক দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা প্রতিদিন সকালে মন্দির ক্যাম্পাস থেকে জল নিয়ে গিয়ে দোকানে ধূপধুনো দিই। আজ সকালে এসে দেখতে পাই, ওই দানবাক্সটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। তারপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

কী ঘটেছে

- সোমবার সকালে বালুরঘাট ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বায়রাকালী মন্দিরে এই চুরির বিষয়টি নজরে আসে
- দুষ্কৃতীরা বছরভর জমা হওয়া প্রণামির প্রায় ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে
- যে এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে, সেটি সিসিটিভির নজরদারিতে মোড়া
- তাছাড়া ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকান ও এটিএমে নিরাপত্তারক্ষীও আছেন
- এমন জায়গায় চুরির ঘটনায় হতভম্ব সকলেই

যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বালুরঘাট থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।'

কালিয়াগঞ্জে উৎসবে বাঙালিও

হাতে হাতে চারাগাছ

শুভ্রজ্যোতি রাহা ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

ডালখোলা ও কালিয়াগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : প্রকৃতি ও দেবত্বের মিলনে মহোৎসব ছটপুজো। সূর্য ও তাঁর বোন ছট মায়ের আরাধনায় উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন নদী ও পুকুরের ঘাট ভরে ওঠে ভক্তি ও শ্রদ্ধায়। এই ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেই পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন ডালখোলার ব্যবসায়ী সনু চৌধুরী। সোমবার ডালখোলা রেলস্টেশনের অদূরে ১২ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন ছটঘাটে উপস্থিত হয়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে পুণ্যার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩০০টি চারাগাছ তুলে দেন।

বরাবরই সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত সনু চৌধুরী। গত বছর ছটপুজোর সময় তাঁকে হেলমেট বিতরণ করতে দেখা গিয়েছিল। এবছর চারাগাছ বিতরণের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'পৌরাণিক মতে ছটপুজো সূর্যদেব ও তাঁর বোন ছট মায়ের আরাধনা। এই পুজোয় মানুষ জলে নেমে প্রার্থনা করে, অথচ আমরাই জলে দূষণ ছড়াই, সবুজ নষ্ট করি। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়ছে। তাই সবারই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন।'

সনুর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশবিদরাও। তাঁদের মতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বার্তা যুক্ত করা সমাজের জন্য এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

এদিকে এবছর ডালখোলার বুড়ি মহানন্দা ব্রিজ, হিরাবয়রা পুকুর, ফরসরা ছটঘাট, পুরসভা ছটঘাট ও মিঠাপুর কলেজ মোড় ছটঘাটে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মিঠাপুর কলেজ মোড় ঘাটে আয়োজিত গঙ্গা আরতি। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বেনারস থেকে বিশেষ ব্রাহ্মণ এনে এবছরই প্রথমবার ডালখোলায় এই গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপত্তার জন্য ডালখোলা থানার পক্ষ থেকে মোতায়েন করা হয়েছিল অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী।

অন্যদিকে, ধর্মীয় ভিন্নতা ভুলে কালিয়াগঞ্জে ছট মায়ের আরাধনায় শামিল হয়েছেন বহু বাঙালি। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর— এই মন্ত্রেই অনুপ্রাণিত হয়ে বিহারি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাঙালিরাও নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে পালন করছেন ছটের সমস্ত নিয়মকানুন। কেউ রাখছেন উপবাস, কেউ তৈরি করছেন ঠেকুয়া, কেউ বা সূর্যোদয়ের আগে নদীতে নেমে প্রণাম করছেন সূর্যদেবকে।

কালিয়াগঞ্জের ক্ষুদিরাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অরিন্দম ভৌমিক বলেন, 'প্রচুর বিহারি বন্ধু রয়েছে আমার। তাদের পরিবারের মতো আমরাও ছটপুজোয় শামিল হই। বিশ্বাসই আসল বিষয়। তাই আমরা দীর্ঘদিন ধরে ছট মায়ের পুজো করি।'

> প্রচুর বিহারি বন্ধু রয়েছে আমার। তাদের পরিবারের মতো আমরাও ছটপুজোয় শামিল হই। বিশ্বাসই আসল বিষয়। তাই আমরা দীর্ঘদিন ধরে ছট মায়ের পুজো করি।
>
> **অরিন্দম ভৌমিক** *কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা*

ডালখোলায় পুণ্যার্থীদের হাতে চারাগাছ দেওয়া হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

আত্রেয়ীর পাড়ে আকাশ প্রদীপ (বাঁয়ে)। পুজোয় ছটব্রতীরা। সোমবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

ছট দেখতে সেতুতে ভিড়

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : আত্রেয়ীর জলে তখন সূর্যাস্তের রক্তিম আভা। ঢাকের তালে, শঙ্খধ্বনিতে মুখর ঘাট। সরোজরঞ্জন সেতুর ওপর থেকে উৎসবের বর্ণিল উদযাপন দেখেলেন বালুরঘাটবাসী। সোমবার সন্ধ্যার আগে ছটপুজোর অর্ঘ্য নিবেদনের মুহূর্তে শহরবাসী উপচে পড়ে ভিড় জমালেন সেতুতে। নদীঘাটের দৃশ্য দেখতে অনেকেই হাজির ছিলেন পুরসভার তরফে বসানো 'আমার প্রাণের শহর বালুরঘাট' লেখা সেলফি জোনের সামনে।

নিরাপত্তার জন্য এদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেতুর দুই প্রান্তে। তবে তা সত্ত্বেও উৎসাহী জনতার ঢল সামলানো কার্যত কঠিন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি সরোজরঞ্জন সেতুর দু'প্রান্তে রেলিং ঘেঁষে সেলফি জোন তৈরি করা হয়েছে। আলোকোজ্জ্বল এই জোনের সামনেই ভিড় করেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা। ব্রিজে ওঠার মুখে ভাপা পিঠে, আইসক্রিম সহ বিভিন্ন দোকানের মেলা বসানো হয়েছিল। যদিও ব্রিজের ওপরে যানজটের আশঙ্কায় দোকান বসানো হয়নি।

> প্রতিবছর ছটের সময় এই সেতুতে এমন ভিড় দেখি না। এবার সেলফি জোনের কারণে অনেকেই ছবি তুলতে এসেছিলেন। নদীর ঘাটে পুজোর রীতি পালন হচ্ছে দেখে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেদার ছবি তুলছিলেন।
>
> **সুব্রত দাস** *মঙ্গলপুরের বাসিন্দা*

পাশে দাঁড়ানো অর্পিতা পাল বললেন, 'আত্রেয়ীর ঘাট থেকে দেখা যায় না সবটা। তাই ব্রিজের ওপর থেকেই দেখছিলাম, সূর্যের দিকে তাকিয়ে পশ্চিমে মুখ করে আমন্ত্রণ জানানোর সেই মুহূর্ত। সত্যিই অন্যরকম অনুভূতি।' বালুরঘাট কলেজের ছাত্র রাহুল সরকার দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিজের অন্য প্রান্তে। তিনি বলেন, 'পুরসভা যদি একটু আলো-সাজসজ্জা বাড়ায়, তাহলে এই সেতুই হতে পারে ছটপুজো দেখার আদর্শ জায়গা।'

ছটপুজো করতে আসা মহিলারা অবশ্য শহরবাসীর আগ্রহ দেখে খুশি। আত্রেয়ী কলোনির বাসিন্দা মঞ্জু সিং বলেন, 'আমরা প্রতিবছর ছট পালন করি। কিন্তু এত মানুষ আগ্রহ নিয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে সত্যি ভালো লাগছে।' একই সুরে সদর ঘাটে উপস্থিত সাবিত্রী যাদব বলেন, 'আত্রেয়ীর জল এখন পরিষ্কার। পুজো করতে ভালো লাগছে। শহরের মানুষ এত ভক্তিভরে দেখছেন দেখে মন ভরে গেল।'

এদিন সূর্যাস্তের একটু আগে সেতু ও ঘাটজুড়ে জ্বলে ওঠে আলোর মালা। কেউ সেলফি তুলছেন, কেউ পরিবারের সঙ্গে বসে আত্রেয়ীর জলে প্রতিফলিত সূর্যদেবকে প্রণাম করছেন। শহরজুড়ে এক উৎসবের আমেজ ছিল এদিন।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'ছট উপলক্ষ্যে পুরসভার তরফে ঘাটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আলোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেতুর দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষকে আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।' আত্রেয়ীর ধারে সূর্যাস্তের সঙ্গে মিলে ছট উপাসনার মন্ত্রমুগ্ধকর দৃশ্য শহরবাসীর মনে রেখে গেল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

পার্কিং ফি দ্বিগুণ, বচসা স্টেশনে

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : বালুরঘাট রেলস্টেশন চত্বরে হঠাৎ পার্কিং ফি বৃদ্ধি করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে টোটো ও অটোচালকদের মধ্যে। আগে স্টেশন এলাকায় গাড়ি রাখতে ৫ টাকা ফি নেওয়া হত। তা রাতারাতি একলাফে বাড়িয়ে সোমবার থেকে দু'ঘণ্টার জন্য দশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও নির্দিষ্ট টেন্ডার প্রক্রিয়া মেনে বর্ধিত পার্কিং ফি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফি সংগ্রহকারীরা।

আগাম কিছু না জানিয়ে টোটো, অটো সহ ব্যক্তিগত গাড়ির পার্কিং চার্জ বাড়ানোর প্রতিবাদ জানাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট স্টেশন চত্বর। সোমবার বাকবিতণ্ডায় উত্তেজনা বাড়তেই আরপিএফ-এর হাতে আটক হয়েছেন দুজন। যদিও পরে ওই দুই টোটোচালককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পার্কিং ফি আদায়কারীদের দাবি, বালুরঘাট অমৃত ভারত স্টেশন ঘোষণা হওয়ায় ২৭ অক্টোবর থেকে পার্কিং চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু অমৃত ভারত স্টেশন বাস্তবিক রূপ না পেতেই স্টেশন চত্বরে কেন এভাবে পার্কিং চার্জ বৃদ্ধি করা হল? প্রশ্ন তুলেছেন টোটোচালকরা।

আগে মাত্র ৫ টাকা দিয়েই টোটোচালকরা গাড়ি রাখতে পারতেন। কিন্তু নতুন নির্দেশিকায় দু'ঘণ্টার জন্য টোটো ও অটোচালকদের পার্কিং ফি দিতে হবে ১০ টাকা। অন্যদিকে ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে দু'ঘণ্টার জন্য চার্জ ধার্য করা হয়েছে ২০ টাকা। এদিন নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী রসিদ কাটতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন টোটোচালকরা। শুরু হয় পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সঙ্গে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি।

পার্কিং ফি আদায়কারী সুরজিৎ দাস বলেন, 'আগের টেন্ডারের মেয়াদ ছিল ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। তারপরই নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা এসেছে। অমৃত ভারত স্টেশন হিসেবে পার্কিং চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যে রসিদ দিতেই কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই নতুন নিয়ম মানতে চাইছেন না। কিন্তু এখানে আমাদের কোনও হাত নেই।'

জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে মানসিক শান্তির বার্তা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৭ অক্টোবর : পুজোর আবহে এবার পালা জগদ্ধাত্রীপুজোর। জেলার একাধিক পুজোর মধ্যে অন্যতম হল পুরাতন মালদা শহরের মঙ্গলবাড়ি রবীন্দ্রপল্লি লায়ন সোসাইটির জগদ্ধাত্রীপুজো। এবার এই পুজো ২১ বছরে পদার্পণ করেছে। এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

আয়োজকরা জানান, এই পুজোর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে পুজো উপলক্ষ্যে এলাকাবাসীর থেকে কোনও চাঁদা তোলা হয় না। পুজোর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন ক্লাবের সদস্যরা। ক্লাবে ১২৭ জন সদস্য রয়েছেন। যদিও এলাকার বহু মানুষ নরনারায়ণ সেবার জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সামগ্রী দান করেন।

উদ্যোক্তারা জানান, এবছর তাঁদের পুজোমণ্ডপে ঢুকলে দর্শনার্থীরা মানসিক শান্তি পাবেন। মণ্ডপের ভেতরে বেশ কিছু ধ্যানে মগ্ন মূর্তি দেখা যাবে। এই মূর্তিগুলি একটি গভীর বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে। ক্লাবের সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার এবছরের পুজোর থিম প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমান সময়ে আমাদের সকলের জীবনে সময়ের খুব অভাব। সারাদিন আমরা কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকি। এত ব্যস্ততার মধ্যে মানসিক শান্তি কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে। তাই মণ্ডপটিতে দেখানো হচ্ছে যে, বর্তমান জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে ধ্যান আমাদের মনে শান্তি এনে দিতে পারে।' তাই মণ্ডপটি দর্শনার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল থেকে ক্ষণিকের জন্য মানসিক শান্তি দেবে বলে আশা করছেন তিনি।

রবীন্দ্রপল্লি লায়ন সোসাইটির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। -সংবাদচিত্র

এছাড়াও পুজো উপলক্ষ্যে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হল নরনারায়ণ সেবা। প্রায় ২৫০০ ভক্তের জন্য এবছর প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে পোশাক ও মশারি বিতরণ করা হবে এবং এলাকার গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

ক্লাবের সম্পাদক প্রশান্তকুমার দাস এই পুজোটি সম্পর্কে বলেন, 'মঙ্গলবাড়ি রবীন্দ্রপল্লি লায়ন সোসাইটির এই জগদ্ধাত্রীপুজোয় ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও অংশগ্রহণ করেন। পুজো উপলক্ষ্যে সবাই মিলে একসঙ্গে মেতে ওঠেন। এছাড়াও পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করা হয়।'

> বর্তমান সময়ে আমাদের সকলের জীবনে সময়ের খুব অভাব। সারাদিন আমরা কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকি। এত ব্যস্ততার মধ্যে মানসিক শান্তি কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে। তাই মণ্ডপটিতে দেখানো হচ্ছে যে, বর্তমান জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে ধ্যান আমাদের মনে শান্তি এনে দিতে পারে।
>
> **মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার** *সহ সভাপতি, মঙ্গলবাড়ি রবীন্দ্রপল্লি লায়ন সোসাইটি*

পৃথিবীর পাঠশালা

কোকোয় কোষ হবে জোয়ান

একটি যুগান্তকারী গবেষণা দেখিয়েছে যে, প্রতিদিন অর্গানিক কোকো পান করলে শরীরের স্টেম সেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে, মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ! স্টেম সেল টিস্যু মেরামত, ক্ষত নিরাময় এবং বার্ধক্য মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, কোকো কেবল একটি মজাদার খাবার নয়, এটি পুনর্যৌবন লাভের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও হতে পারে। গবেষকরা এই প্রভাবের কারণ হিসেবে উচ্চমানের অর্গানিক কোকোতে প্রচুর পরিমাণে থাকা ফ্ল্যাভানল নামে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টকে চিহ্নিত করেছেন। এই যৌগগুলি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ায় এবং কোষীয় মেরামতে উদ্দীপনা জোগায়। অ্যান্টি-এজিং ওষুধ, কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য এবং পুনরুদ্ধার থেরাপির জন্য এই আবিষ্কারের গভীর প্রভাব থাকতে পারে। ভাবুন তো, হাসপাতাল থেকে নিয়মিত কোকো খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে!

আবার টাকে চুল গজাবে

মিলতে চলেছে টাক পড়ার সমাধান, অন্তত এমনটাই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকরা এমন একটি অণু শনাক্ত করেছেন, যা নিষ্ক্রিয় চুলের ফলিকলগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করতে পারে, যার ফলে বহু বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও নতুন চুলের গোছা তৈরি হতে পারে। এই চিকিৎসাটি মাথার ত্বকের নির্দিষ্ট সিগন্যালিং পথগুলিকে উদ্দীপিত করে, মূলত বন্ধ হয়ে যাওয়া চুল উৎপাদনকারী কোষগুলিকে 'জাগিয়ে তোলে'। প্রাথমিক ট্রায়ালগুলিতে আশাব্যঞ্জক ফল দেখা গিয়েছে, রোগীদের বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে চুল গজিয়েছে। এটি যদি সফলভাবে কাজ করে, তবে ব্যয়বহুল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, উইগ এবং অস্থায়ী চিকিৎসার যুগের অবসান হতে পারে। এই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, কারণ চুল কেবল চেহারা নয়, আত্মবিশ্বাস ও পরিচয়ের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।

ক্যাকটাসেই তৈরি প্লাস্টিক

প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেক্সিকো থেকে একটি দারুণ উদ্ভাবন আশা জাগাচ্ছে। প্রকৌশলী সান্ড্রা পাসকো অরতিজ নোপাল ক্যাকটাসের রস থেকে তৈরি একটি জৈব-বিয়োজ্য প্লাস্টিকের বিকল্প

তৈরি করেছেন, যা মেক্সিকোর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদগুলির মধ্যে একটি। এই পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিকটি ২৮ দিনের মধ্যে মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ভেঙে যায় এবং এর উৎপাদনে কোনও অপরিশোধিত তেল লাগে না। এটি অ-বিষাক্ত, প্রাণীদের জন্য নিরাপদ এবং এমনকি জলে দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। ক্যাকটাস প্রয়োজনীয় শ্বেতসার, আঠা এবং চিনি সরবরাহ করে একটি টেকসই, নমনীয় পলিমার তৈরি করে। এই উদ্ভাবনটি টেকসই কৃষিকে সমর্থন করার পাশাপাশি একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্যকে ব্যাপকভাবে কমাতে পারে।

লংকার ঝালে মৃত্যুর স্বাদ

যুক্তরাজ্যে তৈরি ড্রাগনস ব্রেথ চিলি লংকা তার প্রচণ্ড ঝালের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর স্কোভিল রেটিং ২.৪৮ মিলিয়ন ইউনিট, যা পুলিশের ব্যবহার করা পিপার স্প্রে-কেও ছাড়িয়ে

যায়। একটি কামড়েই তীব্র জ্বালা, শ্বাসপথ বন্ধ হওয়া এবং চরম ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লংকা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এটি খাওয়ার জন্য মোটেও সুপারিশ করা হয় না। এর বিপদ থাকা সত্ত্বেও, ড্রাগনস ব্রেথের চিকিৎসাগত সম্ভাবনা রয়েছে। এটি থেকে নিঃসৃত তেলগুলিতে প্রাকৃতিক অ্যানাস্থেটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গবেষকরা মনে করেন প্রচলিত ব্যথানাশকগুলিতে অ্যালার্জি আছে এমন রোগীদের সাহায্য করতে পারে। লংকাটি প্রকৃতির আসল ক্ষমতাকে মনে করিয়ে দেয়।

গায়ে আগুন

ডোমকল, ২৭ অক্টোবর : মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়া নিয়ে মা ও মেয়ের বচসা। বাবার হস্তক্ষেপে সেই ঝামেলা মিটেও যায়। অথচ কিছুক্ষণ বাদে রান্নাঘর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন বাড়ির কর্তা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান। দেখেন, দাউদাউ করা আগুনে তাঁর স্ত্রীর শরীর জ্বলছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন। তড়িঘড়ি তিনি স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। মৃতের নাম সুজাতা সিংহ রায় (৬২)। তিনি পেশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন।

সংবিধান মনে

প্রথম পাতার পর

'উৎসবের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এই ঘোষণা হওয়া উচিত ছিল।' তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা আশা করব মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী তৃণমূলের ভোটব্যাংক রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে।'

সোমবার রাত ১২টায় এসআইআর ঘোষিত রাজ্যগুলির ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে এনুমারেশন ফর্ম। কমিশন জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করবেন। দিল্লি থেকে ফর্মের সফট কপি পাঠানো হবে রাজ্যের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) পোর্টালে, সেখান থেকে তা ছাপানো হবে।

প্রত্যেক ভোটারের জন্য কমিশন দুটি করে এনুমারেশন ফর্ম ছাপাবে। বর্তমানে বাংলায় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭.৬৫ কোটি। অর্থাৎ প্রায় ১৫.৩ কোটি ফর্ম ছাপানো হবে। একটি কপি ভোটারের কাছে থাকবে, অন্যটি পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথি সহ সংশ্লিষ্ট বিএলওদের হাতে জমা দিতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'প্রতি ১০০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার রয়েছেন, যাঁর অধীনে কাজ করবেন বুথ লেভেল অফিসাররা।'

তিনি জানান, এসআইআরের সময় ইআরওরা ভোটার তালিকা তৈরি, দাবি-আপত্তি শুনানি ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের সহায়তা করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা। ইআরও-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল শুনবেন জেলা শাসক। দ্বিতীয় আপিলের শুনানি করবেন খোদ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক।

এসআইআর শুরুর আগে সোমবার বাংলায় প্রশাসনে বড়সড়ো রদবদল করেছে নবান্ন। এপ্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এসআইআর শুরু হওয়ার আগে যদি কোনও রাজ্য রদবদল করে থাকে, তাহলে সেটা তাদের অধিকার। এসআইআর ঘোষণার পর করলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।'

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় এসআইআর-বিরোধী সমাবেশ করার পরিকল্পনা ছিল তৃণমূলের। এই রাজনৈতিক বিরোধের প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্ট বার্তা, 'নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সংবিধান অনুযায়ী কমিশন তার দায়িত্ব পালন করছে এবং রাজ্য সরকারও তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আইনের কোনও ব্যত্যয় ঘটছে না।' ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হলেও ভোটমুখী অসমে এখনই এসআইআর হচ্ছে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'অসমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন দেশের বাকি অংশের থেকে আলাদা। তাই সেখানে আলাদা নির্দেশিকা ও আলাদা সময়সূচি অনুযায়ী সংশোধন হবে।'

গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবার ঘাটে আরতি। সোমবার। ছবি : চয়ন হোড়

বেনারসের ধাঁচে আরতি

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২৭ অক্টোবর : বাতাসে ভাসছে ধূপের গন্ধ, নদীর জলে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রদীপের আলো। সোমবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর তীরে ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য উপলক্ষ্যে এমন ছবি দেখা যায়। নদীর তীরে যেন তৈরি হয়েছিল এক টুকরো বেনারস। বেনারসের আরতির ধাঁচে এখানে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। নদীর ঘাট সাজানো হয়েছিল ফুলের মালা, প্রদীপ ও আলো দিয়ে। গঙ্গারামপুর পুরসভার অনুপ্রেরণায় ও গঙ্গারামপুর আশ্রম ঘাট ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ আরতি দেখতে ছটব্রতী ও পুণ্যার্থী মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক মানুষের জমায়েত হয়েছিল। ঘাটে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী সুনীল ছাইলা বিহারী।

গঙ্গারামপুরে গত বছর থেকে ছটপুজোয় এই বিশেষ আরতির সূচনা হয়েছিল। মানুষের থেকে ভালো সাড়া মেলায় এবছরও বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। আশ্রম ঘাটে তৈরি ৬টি মঞ্চে বেনারস থেকে আগত ৬ জন পুরোহিতের সমবেত মন্ত্র উচ্চারণে মুখরিত হয়ে উঠেছিল পুনর্ভবার দু'পাড়। আরতির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি, ঢাকের তাল ও ঘণ্টার আওয়াজ সবমিলিয়ে যেন বেনারসের ঘাট সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে।

> আমরা আশ্রম ঘাটে ছটের পুজো করেছি। পুজো শেষে আরতি দেখলাম। এই আরতি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। গঙ্গারামপুরে বসে বেনারসের মতো আরতি দেখে খুব খুশি হয়েছি।
>
> **সবিতা প্রসাদ** *ছটব্রতী*

গঙ্গারামপুর আশ্রম ঘাট ছটপুজো কমিটির সম্পাদক সুরেশপ্রসাদ জয়সওয়াল বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের এখানে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ বেনারস থেকে আগত পুরোহিতদের সন্ধ্যা আরতি। এছাড়াও ভজনের জন্য বিশিষ্ট শিল্পী সুনীল ছাইলা বিহারী এসেছেন।'

বেনারসের আদলে পুনর্ভবার ঘাটে আয়োজিত সন্ধ্যা আরতি দেখতে আসা শহরের বাসিন্দা রাজীব সাহা বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে ছটপুজোর দিন ঘাটে আসি। গত বছর থেকে এখানে সন্ধ্যা আরতি শুরু হয়েছে। সবার পক্ষে বেনারসে গিয়ে আরতি দেখা সম্ভব নয়। তাই এখানে আরতি দেখতে খুব ভালো লাগে।'

ছটের সন্ধ্যার্ঘ্য ও আরতি দেখতে এসেছিল এক স্কুল পড়ুয়া অর্ক সাহা। সে বলে, 'আমি প্রথমবার এখানে সন্ধ্যা আরতি দেখলাম। বেনারসের ঘাটে সন্ধ্যা আরতির ভিডিও টিভি ও মোবাইলে দেখেছিলাম। এখানে এসে নিজের চোখে দেখে খুব ভালো লাগল। পুনর্ভবা নদী দেখতে গঙ্গার মতো লাগছে।' ছটপুজো মূলত অবাঙালিদের উৎসব হলেও এখন বাঙালিরাও এই পুজো করেন এবং পুজোর দিন ঘাটে যান। সোমবার পুনর্ভবা নদীর তীরে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

চর্চা রাজনীতিতে

প্রথম পাতার পর

এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই ঘোষণা কার্যকর হয়ে গেলে কমিশনের সম্মতি ছাড়া সরকারি স্তরে আর কোনও বদলি করা যেত না।

যাঁদের বদলি করা হয়েছে, তাঁদের অনেকের এক জায়গায় চাকরির তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়মেই নির্বাচনের আগে কমিশন তাঁদের বদলি করে দিত। কিন্তু তার আগেই নিজেদের পরিকল্পনামাফিক ওই অফিসারদের বদলি করা হল। কমিশন তাঁদের আর বদলি করতে পারবে না- এমন বিধিনিষেধ নেই বটে। কিন্তু ঢালাও বদলিতে কিছুটা হলেও রাশ পড়তে পারে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে।

তাছাড়া পছন্দের অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ জেলা বা পদের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার শাসকদলের সুবিধা করে দিতে চাইছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। কেননা, বিভিন্ন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) কাজ করবেন জেলা শাসকদের অধীনে। পছন্দের অফিসার তাঁদের মাথার ওপর থাকলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নবান্নের নজরদারি রাখা সহজ হবে।

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'পছন্দের অফিসারদের বদলি করেও তৃণমূলের লাভ হবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই চলতে হবে ওই অফিসারদের। নির্দেশিকা অমান্য করলে কমিশন ব্যবস্থা নেবে। তাই ভুয়ো ভোটার রেখে দেওয়ার যে মরিয়া চেষ্টা তৃণমূল করছে, তাতে লাভ হবে না।' এই অভিযোগ অস্বীকার করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অফিসারদের বদলি করাই রীতি। এতে নতুনত্ব নেই। রাজনীতি খোঁজারও কারণ নেই।'

প্রশাসনে ব্যাপক বদলি হলেও পুলিশে হয়নি। এসআইআর-এ পুলিশের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই বলেই নবান্ন সেই পথে হাঁটেনি বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। কার্যত নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে দফায় দফায় এই বদলিতে যে আইনি সমস্যা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

তিনি সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দেন, এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত অফিসারদের বদলি করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে। ওই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হচ্ছে সোমবার রাত ১২টা থেকে। উত্তরবঙ্গে যাঁদের বদলি করা হল, তাঁদের মধ্যে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে উত্তরবঙ্গেই রেখে দেওয়া হল। তাঁকে মালদার জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে পাঠানো হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্রের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংঘানিয়াকে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে একই পদে পাঠানো হয়েছে। কোচবিহারের নতুন জেলা শাসক হলেন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক মণীশ মিশ্র।

বিকেলে আরেক নির্দেশে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি-কে পাঠানো হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের পদে। ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়ালকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার করা হল।

অন্য আইএএস অফিসারদের মধ্যে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বদলি হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার একই পদে। জলপাইগুড়িতে ওই পদে এলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হরিশ রশিদ। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং একই পদে যাচ্ছেন নদিয়ায়। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একই পদে কার্সিয়াংয়ে পাঠানো হয়েছে। বদলি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের চার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রজতকুমার বলিদা, বিপ্লব বল, বিমান কর ও মোহন ভার্মাকে।

এছাড়া নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বদলি হলেন কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকে। ধূপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান গেলেন কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকে। সবসময়ে বিতর্কে থাকা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পাঠানো হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় যাচ্ছেন পুরাতন মালদার বিডিও পদে।

ফরাক্কা-সামশেরগঞ্জে ধৃত ২

মশলাও ভেজাল, ৫ মিলে হানা

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ২৭ অক্টোবর : ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ এলাকায় পুলিশের অভিযানে পাঁচটি মিলে ভেজাল মশলার কারবার ধরা পড়েছে। রবি ও সোমবার মিলগুলোতে হানা দিয়ে ভেজাল হলুদ এবং লংকার গুঁড়ো বাজেয়াপ্ত করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃতদের নাম ইমাম হোসেন এবং লিয়াকাত শেখ। ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ভেজাল মশলায় ছেয়ে গিয়েছে, এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল। এই অবস্থায় সম্প্রতি ভেজাল মশলা কারবারিদের ধরতে অভিযান শুরু করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া অন্তরদীপা গ্রামে কুড়ি বস্তা ভেজাল হলুদ ও লংকাগুঁড়ো আটক করা হয়েছে। বহু ভেজাল সামগ্রী ওইসব মশলায় দেওয়ার জন্য স্তূপাকৃতি করে রাখা ছিল। মিল থেকে প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যও পাওয়া গিয়েছে। পরে মিল সিল করে দেয় পুলিশ।

এইসব মিলে বাইরের কোনও শ্রমিককে কাজে নেওয়া হত না। পাছে ভেজালের কথা জানাজানি হয়ে যায়, সেজন্যই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান। অভিযানে দুই কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ, যদিও মিলের মালিক ওসমান শেখ পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ভেজাল হলুদ তৈরির কারবার চলছিল। নিম্নমানের রাসায়নিক মিশিয়ে হলুদ তৈরি করে বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হত। ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আটক দুই কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পলাতক মালিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড দিয়ে সামশেরগঞ্জ ও কালিয়াচকের বেশ কিছু অংশে ভেজালের রমরমা কারবার রয়েছে। ধানের গুঁড়ো, তুষের গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো এবং অন্য রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এইভাবে তৈরি করা মশলা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এই বিষয়ে ফরাক্কার বিএমওএইচ মশিউর রহমান বলেন, 'যে কোনও ভেজাল জিনিসই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

কী ঘটেছে

ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ এলাকায় পুলিশের অভিযানে পাঁচটি মিলে ভেজাল মশলার কারবার ধরা পড়েছে

রবি ও সোমবার মিলগুলোতে হানা দিয়ে ভেজাল হলুদ এবং লংকার গুঁড়ো বাজেয়াপ্ত করা হয়

এর জন্য ফুড অ্যাডাল্টেশন ল' রয়েছে। মশলার ক্ষেত্রে যদি ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মেশানো হয় সেসব যে কোনও অর্গান ড্যামেজ করে দিতে পারে। এতে করে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিডনি, লিভারের মতো মূল কার্যকরী অঙ্গগুলো।' সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ফরাক্কা এবং সামশেরগঞ্জের জন্য নির্দিষ্ট ফুড সেফটি অফিসার রয়েছেন। তাঁরা মাঝেমধ্যেই এসব তদন্ত করে দেখেন।

১০০ দিনের কাজে সুপ্রিম ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল দিল্লিতে ধর্না দিয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র নীরবই ছিল এতদিন। সোমবারের রায় তৃণমূলকে কতটা উজ্জীবিত করেছে, তা স্পষ্ট অভিষেকের কথায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাংলাবিরোধী বহিরাগত জমিদাররা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ বাংলাবিরোধীদের গণতান্ত্রিকভাবে থাপ্পড় মারার সমান।'

বিজেপি অবশ্য মানছে না যে, এই রায় কেন্দ্রের পক্ষে ধাক্কা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা বরাবরই বলেছি দুর্নীতি বন্ধ করো, দুর্নীতির টাকা ফেরত দাও, একশো দিনের কাজের টাকা নাও। প্রকল্প চালু করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের দাবি ছিল, ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যে যে দাবি করেছি, সুপ্রিম কোর্ট তার সবটা মেনে রায় দিয়েছে।'

অভিষেকের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন অভিষেক। হাইকোর্টের রায়টা পড়ে দেখুন। আদালত যা রায় দিয়েছে, তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ নেই। চাইলে কেন্দ্র করতে পারে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর অন্য প্রশ্ন, 'রাজ্যের কি সদিচ্ছা আছে একশো দিনের কাজ করানোর? আদালতের নির্দেশের পরও কাজ শুরু করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

২০২৪ সালের ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প পুনরায় চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে দাবি করে, প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জব কার্ড ও অর্থ বণ্টনে অনিয়ম হয়েছে। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, এই দুর্নীতি বন্ধ না হলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা রক্ষা সম্ভব নয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়ে দিল, অভিযোগের তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু সেই অজুহাতে সাধারণ মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত প্রকল্প স্থগিত রাখা সংবিধানসম্মত নয়।

১০ কোটির মাদক

বহরমপুর, ২৭ অক্টোবর : লালবাগ মহকুমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফের অভিযানে রবিবার মধ্যরাতে ৪ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। বাহিনীর ১৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউটপোস্টের জওয়ানরা সীমান্ত টহল দেওয়ার সময় লক্ষ করেন, এলাকার কাঁটাতারের ঝোপের গাছপালা সন্দেহজনকভাবে নড়াচড়া করছে। ফলে জওয়ানরা সন্তর্পণে ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। মাদক কারবারিরা জওয়ানের ধাওয়া খেয়ে এলাকা ছেড়ে পালায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সাতটি কার্টন উদ্ধার হয়। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'সীমান্তে নতুন ট্রানজিট রুট দিয়ে হেরোইন কারবারের রমরমা শুরু হয়েছে। সীমান্তের নাগরিকদের দারিদ্র্যকে হাতিয়ার করে মাদক কারবারিরা ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করেছে। তার প্রমাণ একসঙ্গে এত পরিমাণ মাদক উদ্ধার।'

চোরাপথে বালি

প্রথম পাতার পর

নদীপাড়ের শ্রমিক সুব্রত কিসকু ও অনিল মার্ডি জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে নেমে বালি তুলতে হয়। এক নৌকা বালির জন্য ৪০০ টাকা মেলে। রোজ অন্তত ১৫ নৌকা বালি তোলেন তাঁরা।

স্থানীয় বালি ব্যবসায়ী আশরাফুল আলমের দাবি, 'সরকার যদি রয়্যালটি নেওয়ার ব্যবস্থা করে, আমরা বৈধভাবে বালি তুলতে চাই।'

কুশমণ্ডির ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অভিজিৎ পাল বলেন, 'অফিস বন্ধের সুযোগে অবৈধ বালি কারবার বেড়েছে। কোন কোন ঘাট থেকে বালি তোলা যেতে পারে, তা জানাতে জেলা দপ্তর রাজ্যে চিঠি পাঠিয়েছে। নির্দেশিকা এখনও আসেনি।'

বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, 'বালি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিশাল চুরিচক্র সক্রিয়। এক ঘাটের রয়্যালটি কেটে দশ ঘাটে বালি তোলা হচ্ছে শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশে। আমি ইডি-কে তদন্তের অনুরোধ করব।'

তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার অবশ্য দাবি করেন, 'টাঙনের বালি তোলার অনুমতি নেই। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগাযোগ নেই।'

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে কুলিক নদীতেও চলছে একই কাণ্ড। বালি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও নদীর চর থেকে অবাধে বালি কেটে বিক্রি করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। প্রতিটি ঠ্যালা বালির দাম ২০০ টাকা। কেউ নৌকায়, কেউ ঠ্যালায় বালি বহন করে বাড়ি বা নির্মাণস্থলে পৌঁছে দিচ্ছে।

রায়গঞ্জে পক্ষীনিবাস লাগোয়া ঘাটে দেখা গেল, শ্রমিকরা চর থেকে বালি কেটে নৌকায় ভরছেন। তাঁদেরই একজন বলেন, 'ছটপুজোর ঘাট সংস্কারের জন্য চুক্তি নিয়েছি। ছোট নৌকা প্রতি ৩০০ টাকা দিতে হয়।'

খরমুজা ঘাটে উপস্থিত পার্বতী পাসোয়ান বলেন, 'এই এলাকায় যত সরকারি বাড়ি হয়েছে, তার অধিকাংশই কুলিকের বালিতে তৈরি।'

বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি অবশ্য বলছেন, 'পঞ্চায়েত থেকে কাউকে নদীর বালি কাটার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এভাবে চর কাটা বেআইনি। প্রশাসনকে জানাব।'

রায়গঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় জানান, 'কুলিক নদীর আশপাশে বালি কাটার কোনও অনুমতি নেই। অফিস বন্ধ থাকায় তদারকিতে সমস্যা হচ্ছে, তবে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।'

সবুজ উপনিবেশে বাবুয়ানায় 'ইতি'

প্রথম পাতার পর

এই মঞ্চগুলি ছিল বাবু সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতীক- যেখানে স্বদেশিয়ানা-আশ্রিত নাটক মঞ্চস্থ হত পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিত বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। গয়েরকাটার কাঠের দোতলা গৃহে একদিকে ছিল বই ভরা আলমারি, অন্যদিকে শরীরচর্চা ও গানবাজনার সরঞ্জাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জলপাইগুড়ি শহরে নবজাগরণের যে ঢেউ লেগেছিল তা চা বাগানেও প্রসারিত হয়। বিভিন্ন বাগানের শিক্ষিত ম্যানেজার, বাবুদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রানিচেরা বাগানে তৈরি হয় ডামডিম ফ্রেন্ডস ক্লাব। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া, নাটক, থিয়েটারের আয়োজন করা প্রভৃতি ছিল এই ক্লাবের উদ্দেশ্য। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাগানের অন্যান্য কর্মচারীরা ক্লাবে আসতেন ও রাতে ক্লাবেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে কাঁঠালগুড়ি বাগানের কর্মচারীরা দুর্গেশনন্দিনী নাটক মঞ্চস্থ করে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই বাগানের গুদামবাবু ভূপেন বক্সী থিয়েটারের মান উন্নত করার জন্য কলকাতার কলাকুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নিমতিঝোরা বাগানে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় রাজেন্দ্র স্মৃতি ভবন। ১৯৬১ সালে নিমতিঝোরা বাগানে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকীতে মালিকপক্ষ রবি ঠাকুরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে। সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বাগানের মেয়েরা মঞ্চস্থ করেছিলেন চিত্রাঙ্গদা নাটকটি। বাগানের সিনেমা হলটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি শহরের মিত্র সম্মিলনীতে তরাইয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সের নাট্যমোদী বাবুরা নিয়মিত ভিড় জমাতেন। এই সংস্কৃতি ছিল তাঁদের কাছে দেশের বাড়িতে ফেলে আসা সম্মানটুকু ফিরে পাওয়ার এক গৌরবের ক্ষেত্র।

তবে বাবু সংস্কৃতি ছিল মূলত একটি ঘেরাটোপ, যা শ্রমজীবী সমাজের বঞ্চনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক উচ্চতা প্রমাণ করত। বাবুদের ক্লাবগুলি ছিল সামাজিক আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে রাজনৈতিক আঁচও থাকত। তাস, ব্যাডমিন্টন বা ভলিবল খেলা চলত। ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বাগানে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা হত। চ্যাম্পিয়ন দলকে নিয়ে চলত কয়েকদিনের উৎসব। সাহেবদের ক্রিসমাস উদযাপনেও বাঙালি বাবুরা কেক কেটে, ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে সাহেবিয়ানা দেখাতেন।

আবার বিন্নাগুড়ির 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার' বা কালচিনির 'মজদুর মৈত্রী সংঘ' প্রমাণ করেছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি কেবল অবসর বিনোদন নয়, শ্রেণি সংগ্রামের একটি মঞ্চও হতে পারে। বিন্নাগুড়ির 'সুরঙ্গ মে আগ' নাটকটি সেই সময় হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণির বহুভাষিক ঐক্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদ।

তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে, বিশেষত ২০০০ সালের পর ডুয়ার্সের চা শিল্পের অর্থনৈতিক পতন এই সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সরাসরি আঘাত করে। একাধিক কর্পোরেট মালিকদের সীমাহীন দায়হীনতা এবং মুনাফা লুটের ফলে একের পর এক চা বাগান বন্ধ, রুগ্ন বা হস্তান্তর হতে থাকে। এই অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বাবু সমাজের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়ে। কাঠের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাবু সংস্কৃতিতে আপাতত ইতি টানাই যায়। এই বিলুপ্তি শুধু সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নয়, এটি অর্থনৈতিক পতনের এক করুণ দৃশ্যমান প্রতীক।

আজ ডুয়ার্সের সেই সবুজ উপনিবেশে বাবুদের বহু কোয়ার্টারে তালা ঝুলছে। অনেকে শহুরে ফ্ল্যাটে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁদের চাকরি জীবন কাটছে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের চরম দুর্দশা পৌঁছেছে মৌলিক মানবিক অস্তিত্ব হারানোর পর্যায়ে। শ্রমিক মহল্লায় এখন আর মাদলের বোল ওঠে না। বাগানিয়া বাবুদের সাংস্কৃতিক শূন্যতার দখল নিয়েছে আধুনিক 'ডিজে' সংস্কৃতি।

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক স্থিতাবস্থা কতটা ভঙ্গুর হতে পারে ডুয়ার্সের চা বাগানের বাবু সংস্কৃতি চোখে আঙুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। চা শিল্প এবং বাগান সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি, গবেষণা এবং সর্বাগ্রে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা জরুরি। একইসঙ্গে, শ্রমিক বা বাবুকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়াও জরুরি। একমাত্র সেই সংস্কৃতিই পারে ডুয়ার্সের বিচ্ছিন্নতা, বেদনা এবং নিঃসঙ্গতার সুরের বিপরীতে সংহতি ও চেতনার ভাষা ফিরিয়ে আনতে।

শ্রেয়সের শরীরের ভিতর রক্তক্ষরণ

সিডনিতে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় চোট পান শ্রেয়স আইয়ার।

সিডনি, ২৭ অক্টোবর : চোট নিয়ে আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সাদামাঠা সেই চোট এতটা ভোগাবে ভাবা যায়নি। শ্রেয়স আইয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই। শরীরের ভিতরের অংশেও রক্তপাত হয়েছে। যার ফলে আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে। ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে বলে খবর।

সিডনির স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি শ্রেয়সের নজরদারিতে রয়েছে ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমও। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর, ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটারের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আপাতত আরও কয়েকদিন সিডনিতেই চিকিৎসা চলবে শ্রেয়সের। সবকিছু খতিয়ে দেখেই তবে দেশে ফেরা।

সিডনিতে যাচ্ছেন বাবা-মা

বর্তমান যে পরিস্থিতিতে ছেলের পাশে থাকার জন্য সিডনিতে যাচ্ছেন শ্রেয়সের বাবা-মা। রবিবারই বোনের সিডনি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবা-মা'ও যেতে চাইছেন। বোর্ডের তরফে দ্রুত শ্রেয়সের বাবা-মায়ের ভিসার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভিসা প্রক্রিয়া মিটে গেলে বাবা-মা'কে নিয়ে সিডনি রওনা দেবেন শ্রেয়সের বোনও। বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, যত দ্রুত সম্ভব ওঁদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রেয়সের পাশে পরিবারের একজন থাকা জরুরি।

- হালকা পাঁজরের চোটেই সীমাবদ্ধ নেই।
- প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে।
- পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।
- আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে শ্রেয়সকে।
- ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হবে।

বিসিসিআইয়ের তরফে এদিন এক বিজ্ঞপ্তিতে শ্রেয়সের ফিটনেস সংক্রান্ত খবর জানানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পাঁজরের নীচের অংশে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছেন শ্রেয়স। চোট খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লীহাতে আঘাত ধরা পড়েছে স্ক্যান রিপোর্টে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন শ্রেয়স। বর্তমানে স্থিতিশীল। দ্রুত সেরে উঠছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কাটিয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, এখনই বলা মুশকিল। প্রসঙ্গত, ওডিআই সিরিজের শেষ ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় পাঁজরে আঘাত পান শ্রেয়স।

'পরিকল্পনা ঠিক করে খেটেছি'

ছুটিতে ঘাম ঝরিয়ে সফল রোহিত

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে লম্বা ছুটি।

মাস সাতেক প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। কিন্তু লম্বা সময়কে ছুটির মেজাজে নয়, পরবর্তী লক্ষ্যে নিজেকে শান দিতে কাজে লাগিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। নিজের স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখতে কী কী করণীয়, সেই মাফিক ঘাম ঝরিয়েছেন। খেটেছেন ফিটনেস নিয়েও।

সুফল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। অনিশ্চয়তা সরিয়ে সিরিজ সেরা। সিডনিতে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংসে নির্ভেজাল রোহিত শো। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে পোস্ট করা ভিডিওয় নিজের যে ঘাম ঝরানো, প্রচেষ্টার কথাই ফের শুনিয়েছেন রোহিত। বলেছেন, 'খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।'

প্রস্তুতি আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে অনেকটা তফাত। তার ওপর লড়াই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। তারপরও স্বমেজাজে ফেরা! রোহিতের যুক্তি, ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ আলাদা। পিচও ভিন্ন। কিন্তু দীর্ঘ কেরিয়ারে বহুবার অজি-সফরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি। সিরিজের পূর্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়াটাও তাঁর পক্ষে গিয়েছে। ভুল প্রমাণ করেছেন, লম্বা ছুটি-ম্যাচ প্র্যাকটিস না পাওয়া বিপক্ষে যাবে বলে যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষে মুম্বইয়ে ফিরলেন রোহিত।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা উপভোগ করার কথা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর সিডনি স্পেশাল নিয়ে রোহিত জানান, শুরুর দিকে নতুন বল সামলাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। শুরুতে পিচও অন্যরকম আচরণ করছিল। তবে নিশ্চিত ছিলেন, বল কিছুটা পুরোনো হলে পরিস্থিতি বদলাবে। সেটাই ঘটেছে। যা কাজে লাগিয়ে 'রোকো' জুটির বাজিমাত।

বিরাট কোহলির সঙ্গে ১৬৮ রানের জুটি নিয়েও উচ্ছ্বসিত হিটম্যান। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওয় বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর বিরাটের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি করলাম। অনেক দিন পর আমাদের শতরানের জুটি। দলের দৃষ্টিভঙ্গিতেও যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুভমান গিল তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। জানতাম শ্রেয়স আইয়ারের চোট রয়েছে। ফলে বাড়তি দায়িত্ব ছিল। তবে চাপ নয়, ক্রিজে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি।'

হারা সিরিজেও রোহিতের চোখ প্রাপ্তিতে। প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'সিরিজে আমাদের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছুই ছিল। বিশেষত হর্ষিত রানার কথা বলব। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের ফরম্যাটে খেলছে। অ্যাডিলেড এবং

> খেলা শুরুর পর কোনও সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাস পাঁচেক পাইনি। চেষ্টা করেছি এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। বাকি কেরিয়ারের জন্য আমার কী করা উচিত, সেইমাফিক পরিশ্রম করেছি।
>
> **রোহিত শর্মা**

সিডনিতে যেরকম বল করেছে, প্রশংসা প্রাপ্য ওর।' অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের কথাও রোহিতের কথায়।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া দুই সেরা দলের লড়াইয়ের আকর্ষণ মাঠে দর্শকদের টেনেও এনেছিল। রোহিতের কথায়, আকর্ষণীয় ক্রিকেট কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। ওডিআই সিরিজের তিন ম্যাচে হাউসফুল স্টেডিয়ামের ছবিতে তারই প্রতিফলন। রোহিত আরও জানান, অজি সফরে বরাবর দর্শকদের পাশে পান। কখনও হতাশ করেনি। আফসোস শুধু সিরিজ হাতছাড়া করে ফেরা। সিরিজটা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। উপভোগও করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সিরিজ জয়ের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেননি তাঁরা।

ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন বাভুমা

জোহানেসবার্গ, ২৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষ।

বুধবার থেকে শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ দ্বৈরথ। সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে মিচেল মার্শ ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অজি সফরের হ্যাংওভার কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘরের মাঠে নতুন চ্যালেঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্ট, ওডিআই, টি২০- পূর্ণাঙ্গ সফরে নভেম্বরেই ভারতে পা রাখছে প্রোটিয়া ব্রিগেড।

টেস্ট দল

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), আইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, কাগিসো রাবাদা, সাইমন হার্মার।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট (১৪ নভেম্বর শুরু) দিয়ে সফরের উদ্বোধন। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটিতে (২২ নভেম্বর শুরু)। এদিন টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে দুই ম্যাচের যে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। চোটের কারণে পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে মাঠের বাইরে ছিলেন বাভুমা। চোট সারিয়ে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১-১ সিরিজ ড্র রাখা দলের ব্যাটিংয়ে এই একটাই পরিবর্তন- ডেভিড বেডিংহামের বদলে বাভুমা। সেপ্টেম্বরের পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রোটিয়া দলপতি। একটা ম্যাচও খেলেননি। যা মাথায় রেখে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তনের আগে বেঙ্গালুরুতে (৩০ অক্টোবর-২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত 'এ' বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচে নিজেকে ঝালিয়ে নেবেন বাভুমা।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মোট ১৫টি টেস্ট খেলা বেডিংহাম পাক সিরিজের দলে থাকলেও একটা টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। বাভুমার প্রত্যাবর্তনে এবার বাদ। প্রত্যাশিতভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছেন টনি ডি জর্জি, ট্রিস্টান স্টাবস, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবেইর হামজারা। এর মধ্যে জুবেইরকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হেডকোচ শুকরি কনরাড। বলেছেন, 'স্পিন খুব ভালো খেলে হামজা। ভারতের পরিবেশের জন্য ওর ব্যাটিং যথাযথ বলে আমার বিশ্বাস।'

ভারতের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেশব মহারাজ ছাড়া আছেন সাইমন হার্মার ও সেনুরান মুথুস্বামী। বাদ পড়েছেন অফস্পিনার প্রিনেলান সুব্রায়েন, যিনি মহারাজের (চোট ছিল) বদলে পাকিস্তান সফরে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন। পেস ব্রিগেডের নেতৃত্বে কাগিসো রাবাদা। বাকি দুই সঙ্গী করবিন বশ ও মার্কো জানসেন।

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি অজি কোচের

সূর্যর ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন গম্ভীর

ক্যানবেরা, ২৭ অক্টোবর : এক বনাম দুইয়ের টক্কর।

বুধবার শুরু সেরা দুই দলের টি২০ সিরিজ ঘিরে পারদ স্বভাবতই ঊর্ধ্বমুখী। পাঁচ ম্যাচের যে দ্বৈরথ ভারতের কাছে ওডিআই সিরিজ হারের বদলার মঞ্চ। ক্যানবেরায় গত কয়েকদিন ধরে যে লক্ষ্যে শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত গৌতম গম্ভীরের দল। শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি চোখ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালেও।

গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের আগে চিন্তায় রাখছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম। গত কয়েক সিরিজে দল সাফল্যের মধ্যে থাকলেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাটিং-গ্রাফ নিম্নমুখী। হেডকোচ গম্ভীর যদিও সূর্যকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। আস্থা রাখছেন অধিনায়কের ওপর। গুরুত্ব দিচ্ছেন সূর্যের লিডারশিপ দক্ষতাকে।

টি২০ সিরিজের প্রস্তুতির ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, 'সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। গত দেড় বছর ধরে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে সূর্য।'

> সূর্য মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। আর ভালো মানুষরা ভালো অধিনায়ক হয়। কোচ হিসেবে আমাকে সূর্য কৃতিত্ব দেয়। তবে আমার দায়িত্ব হল শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী ওকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া। কারণ এই দলটা সূর্যর। ওর চাপমুক্ত মানসিকতা টি২০ ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ।
>
> **-গৌতম গম্ভীর**

হারের ভয় সরিয়ে ইতিবাচক, আগ্রাসী ক্রিকেট-গম্ভীর-সূর্য জুটির ক্রিকেট-দর্শন। গম্ভীরের সাফকথা, সফলতম কোচের তকমা নয়, লক্ষ্য ভারতকে 'বিপজ্জনক' দলে পরিণত করা। ছাত্রদের জন্যও গম্ভীর-বাণী, ভুল হওয়ার ভয়ে গুটিয়ে থেকো না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরলে হবে না।

একইভাবে ব্যাটার সূর্যর পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'ওর ব্যাটিং নিয়ে আমি একেবারেই চিন্তিত নই। সূর্য যে ধরনের ক্রিকেটার অনায়াসে ৩০ বলে ৪০ করে দেবে। কিন্তু দলের লক্ষ্য অতি আগ্রাসী ক্রিকেটে। ব্যর্থ হলেও যে পরিকল্পনা থেকে না সরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। সূর্যের ব্যাটিংয়ে সেই প্রয়াস। একবার ছন্দ পেয়ে গেলে ওকে রোখা মুশকিল। নিজের কাঁধে দলের ব্যাটিংকে টানবে।'

প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাকেও। গম্ভীর বলেছেন, 'শুভমান-রোহিতের ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বিরাটের সঙ্গে রোহিতের দুর্দান্ত জুটি। নিখুঁত যুগলবন্দি। বিশেষত রোহিতের কথা বলব। আরও একটা অসাধারণ শতরান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরেছে। একই কথা প্রযোজ্য বিরাটের ক্ষেত্রেও।'

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুংকার অস্ট্রেলিয়ারও। হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই খেলবে তাঁর দল। থাকছে টি২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল শুরুর তাগিদও। মিচেল মার্শদের হেডস্যরের কথায়, গত দুই বিশ্বকাপে সাফল্য আসেনি। আগ্রাসী ক্রিকেটে চাকা ঘোরাতে চান। বিশ্বাস, বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে ইতিবাচক ক্রিকেটের বিকল্প নেই।

ভারতের বিরুদ্ধে যে স্ট্র্যাটেজি, বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শুভসূচনায় চোখ। ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য ভালো পরীক্ষার মঞ্চ হতে চলেছে এই সিরিজ। ভারত বিশ্বের এক নম্বর টি২০ দল। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়। সেরার টক্করে মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি। দলের একঝাঁক তরুণ সদস্যদের সামনে সুযোগ সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলা এবং নিজেদের প্রমাণ করার।'

বুধবার প্রথম ম্যাচের আগে অজি শিবিরে আবারও পরিবর্তন। অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেগস্পিনার তনভীর সাংঘা। দ্বিতীয় সন্তান আসতে চলেছে জাম্পার পরিবারে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতেই টি২০ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন জাম্পা।

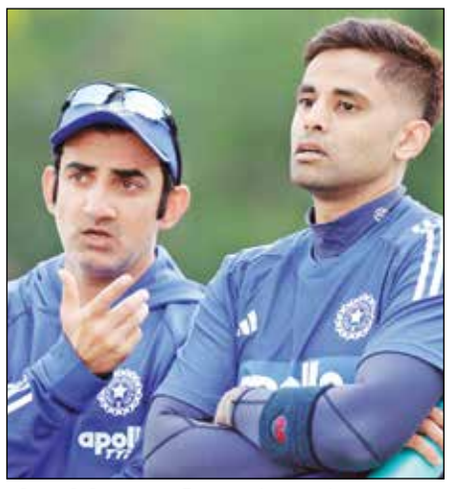

টি২০ সিরিজের অনুশীলনের ফাঁকে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর। সোমবার।

সেমিফাইনালে নেই প্রতীকা

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে নামার আগে বড় ধাক্কা খেলেন হরমনপ্রীত কাউররা। গোড়ালির চোটের জন্য সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

পরিবর্ত শেফালি

রবিবার বাংলাদেশ ইনিংসের ২১তম ওভারে শারমিন আখতারের শট বাউন্ডারি লাইনে বাঁচাতে গিয়ে প্রতীকার গোড়ালি মচকে যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় দলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা না হলেও বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন না চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সবাধিক রান সংগ্রাহক প্রতীকা। তাঁর বদলে ওপেনার শেফালি ভার্মাকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেমিফাইনালে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে শেফালির ওপেন করার সম্ভাবনাই বেশি। তবে শেফালি সরাসরি প্রথম একাদশে না ঢুকলে উমা ছেত্রীকে দিয়ে ওপেন করার ভাবনা রয়েছে ভারতীয় শিবিরের।

রবিবারের ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান প্রতীকা রাওয়াল।

সামি-শাহবাজের দিকে তাকিয়ে বাংলা

বাংলা-২৭৯ ও ১৭০/৬
গুজরাট-১৬৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ২৭ অক্টোবর : তিন পয়েন্ট এল। ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনা তৈরি হল। সঙ্গে বাংলার রক্ষণাত্মক ব্যাটিং নিয়ে তৈরি হল বিতর্কও।

চুম্বকে এই হল বাংলা বনাম গুজরাটের চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষের ছবি। বিকেল ৪.১৫ নাগাদ মন্দ আলোর জন্য যখন দিনের খেলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আম্পায়াররা, প্রথম ইনিংসের ১১২ রানের লিড সহ বাংলা তখন এগিয়ে ২৮২ রানে। উইকেটে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ৪৪) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (অপরাজিত ৭)। তার আগে গতকালের ১০৭/৭ থেকে শুরু করে আজ দিনের প্রথম ওভারেই শাহবাজ আহমেদ (৩৪/৬) গুজরাট শিবিরে ধাক্কা দিয়েছিলেন। শেষ দুই উইকেটের জুটিতে ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর, নিষ্প্রাণ বাইশ গজে গুজরাট ৫৯ রান যোগ করে বাংলাকে ফলোঅন করানোর সুযোগ দেয়নি। ১১২ রানের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পর ব্যাট করতে নেমে সেই পরিচিত 'হারাকিরি' ব্যাটিং বাংলার। বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার 'বদরোগ'। শেষপর্যন্ত রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ের সুবাদে দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১৭০/৬। মঙ্গলবার ম্যাচের শেষ দিনে অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যাটিং করে ৩০-৪০ রান যোগ করে

রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিরক্তি

ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পরিকল্পনা টিম বাংলার।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সারাদিনে কলকাতায় আজ বৃষ্টি হয়নি। রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল। আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনেও কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি বাংলার ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনায় জল ঢালবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ ১১২ রানের লিড ও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর বাংলার রক্ষণাত্মক মানসিকতার ব্যাটিংয়ে বিরক্তি তৈরি হয়েছে। ইডেনের ঢ্যাবঢ্যাবে, মন্থর বাইশ গজে আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে মহম্মদ সামি, শাহবাজ আহমেদরা কতটা সাহায্য পাবেন, বলা কঠিন। যদি গুজরাটকে অলআউট করে বাংলা সরাসরি ম্যাচ জিততে পারে, তাহলে হয়তো পিচ ও ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক চাপা পড়ে যাবে। না হলে সমস্যা বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরুর সময়ই ছিল চমক। 'লাইক ফর লাইক' পরিবর্ত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নয়া নিয়মের সুবিধা নিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের (তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে) বদলে কাজি জুনেইদ সইফিকে (১) প্রথম একাদশে নেওয়া হয়েছিল। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে হতাশ করেছেন তিনি। তার আগে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (২৫) ও সুদীপ ঘরামিরও (৫৪) একই দশা। ব্যাটিং আগ্রাসন দেখানোর বদলে ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং করতে গিয়ে বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার চেনা ছবি। দলের সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল (১), সুমন্ত গুপ্তদের (১১) ব্যাটিং নিয়ে যত কম বলা যায়, তত ভালো। জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিংয়ের সামনে এমন জঘন্য পারফরমেন্স করলে ভারতীয় দলে খেলার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও অভিষেকদের শট বাছাই দেখে বিরক্ত। বিকেলের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাংলার কোচ বলছিলেন, 'ক্ষমার অযোগ্য শট নির্বাচনের মেগা সিরিয়াল চলছে। সফল হতে হলে আমাদের আরও সতর্ক হতেই হবে।'

টিম বাংলা কবে সতর্ক হবে, কবে ছবিটা বদলাবে, কারও জানা নেই। কিন্তু তার আগে গুজরাট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ব্যাটিংয়ে ফের অশনিসংকেত। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কেন আরও দ্রুত রান তোলার নির্দেশ দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বলছেন, 'গুজরাটের ব্যাটিং শক্তি ভালো। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।'

প্রশ্ন হল, বাংলার বোলিং শক্তিও তো দেশের সেরা? আর এখানেই তো রহস্য!

গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে শাহবাজ আহমেদ। ছবি : ডি মণ্ডল

করুণের নিশানায় আগরকার

দ্বিশতরান পৃথ্বীর

চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর : স্বমহিমায় পৃথ্বী শ।

মুম্বই ছেড়ে এই মরশুমেই মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন। নতুন দলের হয়ে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচেই দ্বিশতরান করে নজির গড়লেন পৃথ্বী।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু থেকেই বাইশ গজে ঝড় তোলেন তিনি। ৭৩ বলে শতরান পূর্ণ করেন। পরের একশো রান করতে নেন ৬৮ বল। শেষপর্যন্ত ১৫৬ বল খেলে ২২২ রান করে আউট হন পৃথ্বী। রনজিতে দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির রয়েছে রবি শাস্ত্রীর। ১৯৮৪ সালে বরোদার বিরুদ্ধে ১২৩ বলে ২০০ করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও রনজিতে দ্বিতীয় দ্রুততম দ্বিশতরানের রেকর্ড গড়লেন পৃথ্বী। বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। ভুল শুধরে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে শুরুটা ভালোই হল পৃথ্বীর।

২২২ রানের পথে পৃথ্বী শ।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন করুণ নায়ার। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধেও শতরান করলেন। ১৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন তিনি। এরপরই তাঁর নিশানায় জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। তবে তাঁর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হননি আগরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে আর ডাক পাননি। এই নিয়ে করুণ বলেন, 'গত দুই বছরে যা রান করেছি তাতে আমার আরও সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। একটা সিরিজ দেখেই আমাকে বাদ দেওয়া হল।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার কাজ রান করা। সেটা করছি। আবারও দেশের হয়ে খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করছি।'

করুণের শতরানে প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রান করে কর্ণাটক। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে গোয়ার স্কোর ১৭১/৬। ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৪৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ১ নভেম্বর থেকে রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী রনজি ম্যাচে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বাড়তি নিরাপত্তায় মুম্বইয়ে হিলিরা

নভি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির জেরে উত্তাল চলতি বিশ্বকাপ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দুই অজি ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি করা হয়। এই বিতর্কের মধ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে নভি মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল।

শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর অস্ট্রেলিয়া দলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটাররা হোটেল ছেড়ে কোথাও গেলে তাদের সঙ্গে সবসময়ই পুলিশ থাকছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের এক অফিসার জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা যে হোটেলে থাকছেন সেখানে সবসময় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা কোথাও গেলে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে নভি মুম্বইয়ে। যদিও পরের দিন 'রিজার্ভ ডে' হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওইদিনও বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে। ফলে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে নিয়ম অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে উঠবে। কারণ, গ্রুপ পর্বে অজিরা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচও তারা জিতেছে। তার উপর গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ভারতকে হারিয়েছিল।

জিতে সেমির দিকে এগোতে চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : মাঠের ধারে সুন্দর এক সবুজ-মেরুন বাড়ি। লিস্টন কোলাসো গাড়ি চালিয়ে এলেন সিআর সেভেন লেখা জার্সি গায়ে। যেন ছোট্ট এক পর্তুগালের ছবি উঠে এল উতোরদায়। মনে হবে যেন দেখেশুনেই অনুশীলনের জায়গা বেছে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

তবে ওসব দেখে আপ্লুত হওয়ার মানুষ নন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তিনি বিরক্ত অনুশীলনের মাঠের বেহাল অবস্থা দেখে। রবিবার যেখানে অনুশীলন করে সেটা তাঁর খুবই অপছন্দ হওয়াতেই ফের এদিন উতোরদা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে ফিরে আসে তাঁর দল। মোলিনা বলে দিলেন, 'অনুশীলনের মাঠ অসম্ভব খারাপ। এরকম মাঠে অনুশীলন করালে আর কীইবা বলার থাকতে পারে? স্টেডিয়ামের মাঠও তেমন ভালো নয়। হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যই

ডেম্পোকে গুরুত্ব মোলিনার

এরকম বেহাল অবস্থা। তবে আমরা পেশাদার দল। তাই কোনও অভিযোগ না করে আমাদের নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।' তাঁর দল অবশ্য বেশ চাঙ্গা। আগের সেই গুমোট ভাবটা একেবারেই নেই। এদিন ডিফেন্স ও পরে অ্যাটাক লাইন নিয়ে আলাদা করে সিচুয়েশন ও শুটিং অনুশীলনও করালেন। আগেরদিন চোট পাওয়া দীপক টাংরিও চুটিয়ে অনুশীলন করলেন। মোলিনা বলে গেলেন, 'ওর চোট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মনে হচ্ছে খেলতে সমস্যা হবে না।' অনুশীলন দেখে মনে হল আগেরদিনের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন হয়তো করবেন না। তবে ধাঁধা রেখে দিলেন জেসন কামিন্স ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে বাড়তি খাটিয়ে।

সুপার কাপে যেখানে ছয়জনকে খেলানোর সুযোগ আছে সেখানে মোলিনা তিন বিদেশির বেশি নামাচ্ছেন না। কেন রবসন রোবিনহো, দিমিকে বসিয়ে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সাহাল আব্দুল সামাদকে খেলাচ্ছেন প্রশ্ন করলে মোলিনার উত্তর, 'গত দেড় বছর ধরে আপনারা বা ফুটবলাররা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে আমি নাম দেখে খেলাই না। আমি দেখি সেদিন আমার পরিকল্পনায় কে সেরাটা দিতে পারবে। কে বেশি ফিট। যাদের বিপক্ষে খেলছি সেই দলটার বিরুদ্ধে সঠিক ফুটবলারটি কে হবে।' তিনিই যে সঠিক, সে অবশ্য গত মরশুম থেকে বারবারই প্রমাণ করতে পেরেছেন। এবারও সুপার কাপটা জিতে মরশুমের দ্বিতীয় ট্রফিটা দ্রুত ঘরে তুলে ফেলতে উদ্যোগী তাঁরা। সমীর নায়েকের ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব আগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের থেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সাবধানি মোলিনা বলেছেন, 'আমরা আগের ম্যাচটার রেকর্ডিং দেখেছি। ওরা যে ভালো দল তার প্রমাণ প্রথম ম্যাচেই দিয়েছে।

ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিন্স। -প্রতিবেদক

ফলে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা অবশ্য প্রতিপক্ষ ভালো কী মন্দ সেটা নিয়ে ভাবি না। আমাদের দর্শন হল, নিজের দলকে নিয়ে ভাবো। আমরা যদি জিততে পারি তাহলে সেমিফাইনালের দিকে খানিকটা এগোতে পারব।' ডেম্পো স্থানীয় দল। হয়তো তাদের কিছু সমর্থক আসবেন মাঠে। সেখানে মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিনা সমর্থনে।

ডেম্পো ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের দিকে এক পা এগিয়ে গেলে হয়তো বা এই সমর্থকরাই পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা সবুজ-মেরুন শিবির।

এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : একটা ড্র ম্যাচই যেন চাপ তৈরি করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলারদের উপর।

এখানে এসে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া মাঠ পছন্দ না হওয়ায় নিজেরাই সালভাদোর দ্য মুন্ডো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠ ভাড়া করে প্রস্তুতি সারছে ইস্টবেঙ্গল। আসলে এটা একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ফুটবল মাঠ ছাড়া আছে ব্যাডমিন্টন কোর্টও। মাঠের একধারে একটা ষোলোশো খ্রিষ্টাব্দের গির্জা এবং নারকেল গাছ তো বটেই মান্ডবী নদী, সঙ্গে পাহাড়ের উঁকিঝুঁকিতে চারপাশটা যেন একেবারে ছবির মতো। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখার মানসিক অবস্থা কোথায় লাল-হলুদ শিবিরে? আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হার ও গায়ে গায়েই এখানে এসে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো একটা বিদেশিহীন আই লিগের দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ড্র। আগেকার দিন হলে এতক্ষণে সমর্থকরা শুধু মুখের কথাতেই স্পেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন অস্কার ব্রুজোঁকে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। ফলে সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, জিকসন সিংরা এই চাপ বুঝতে পারলেও কোচ এখনও অপছন্দের প্রশ্নে গলাবাজি করছেন তো পছন্দ হলে একগাল হাসি। ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট না পেলেও কোচ খুশি তাঁর দলের পারফরমেন্সে। তাঁর বক্তব্য, 'একটা ম্যাচের দুটো দিক থাকে। একটা হল পয়েন্ট পাওয়া এবং অন্যটা পারফরমেন্স। শেষমুহূর্তে অমনোযোগী হয়ে পড়ায় পুরো ৩ পয়েন্ট হাতাছাড়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পারফরমেন্স ক্রমশ ভালো হচ্ছে। তবে আমাদের আরও ধারাবাহিক হতে হবে।'

তিনি যাই করুন না কেন, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে একেবারেই চনমনে ভাবটা নেই। প্রত্যেকেরই মুখ গোমড়া সাতসকালেও। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ না জিতলে টুর্নামেন্ট প্রায় শেষই হয়ে যাবে যদি না ডেম্পোর কাছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হারে বা ড্র করে। কোচও স্বীকার করলেন, 'চেন্নাইয়ান ম্যাচ আমাদের কাছে ডু অর ডাই।' এরপরই অবশ্য তিনি চলে গেলেন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এবং স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ের প্রসঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, 'এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার্স ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব। তবে চেন্নাইয়ান ভালো দল। আগের দিন প্রথম ২০-২৫ মিনিট ওরা মোহনবাগানকে খুব বেগ দিয়েছিল। এর থেকেই ওদের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়।' দলের সেরা প্লে-মেকার মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে পরে নামানো নিয়ে কিছুটা হলেও সমালোচিত হয়েছেন অস্কার। এখন এই একটাই পরিবর্তন তিনি আনেন কি না দলে, সেটা বোঝা না গেলেও ডিফেন্সে যে বদল হচ্ছে না সেটা অনুশীলন দেখে খানিকটা বোঝা গেল। কেভিন সিবিলে আসার পর থেকে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স অনেক জমাট হয়েছে। তবে বাকি বিদেশিরা কেউই আহামরি নন এখনও পর্যন্ত।

আহামরি নয় ক্লিফোর্ড মিরান্ডার চেন্নাইয়ানও। তাই না জেতার কোনও কারণ নেই ইস্টবেঙ্গলের। শেষপর্যন্ত কোচ কতটা ফুটবলারদের তাতিয়ে তুলতে পারেন তার উপরেই নির্ভর করছে ফুটবলারদের মাঠের পারফরমেন্স।

সুপার কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট	সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ব্যাম্বোলিম	স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিও হটস্টার

অনুশীলন শুরুর আগে হাডলে ইস্টবেঙ্গল দল। ছবি : প্রতিবেদক

> এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমাদের প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি কিন্তু তারপর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার্স ফাইনাল অবধি গিয়েছিলাম। তাছাড়া ২০১০ সালে আমার দেশ স্পেন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করার পর চ্যাম্পিয়ন হয়। আমরাও আত্মবিশ্বাসী ভালো কিছু করতে পারব।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

লামিনে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ঝগড়া থামাচ্ছেন সতীর্থরা।

ধুন্ধুমার এল ক্লাসিকো, উত্তপ্ত বার্নাব্যু

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি।

গত মরশুমের শেষ সাক্ষাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪ গোলের মালা পরিয়েছিল বার্সেলোনা। ভারতীয় সময় রবিবার রাতে ঘরের মাঠে কাতালান জায়েন্টদের ২-১ গোলে হারিয়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিল রিয়াল। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল শেষবেলায়।

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগেই। কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের বেঞ্চে থাকা ফুটবলাররা। ৯০ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখেন বেঞ্চে থাকা রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রেই লুনিন। সংযুক্তি সময়ে অরিলিয়েন চৌয়ামেনিকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সেলোনার পেদ্রিও। এরপর শেষ বাঁশি বাজতেই লামিনে ইয়ামালের দিকে তেড়ে যান ড্যানি কার্বাহাল, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, থিবো কুর্তোয়ারা। ধাক্কাধাক্কিও হয় দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে। রেফারিরা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় আসরে নামতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় মোট ছয় ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

> ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।
>
> **ফ্র্যাঙ্কি ডি জং**

আসলে কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেছিলেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ জেতার জন্য সবসময় রেফারির ওপর চাপ তৈরি করে।' তাঁর এই মন্তব্য একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি রিয়াল শিবির। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, এল ক্লাসিকোয় বার্সার হারের মাঠে তারই জবাবে কার্বাহাল বলেছেন, 'এবার কিছু বলো, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে নাকি?' পরে ইয়ামালকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে জুডে বেলিংহাম লেখেন, 'কথায় নয়, কাজে করে দেখাতে হয়।' এদিকে কার্বাহালের মন্তব্যের পালটা বার্সা মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্কি ডি জং বলেছেন, 'ইয়ামাল স্পেন জাতীয় দলে কার্বাহালের সতীর্থ। সকলের সামনে ওর ইয়ামালকে কিছু বলা ঠিক হয়নি। আলাদাভাবেও বলতে পারত।'

এদিকে, ক্লাসিকো জয়ের পর রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'দল দারুণ উদ্দীপ্ত ছিল। এই জয়ে আমি আরও বেশি খুশি ফুটবলারদের জন্য। ওরা ক্লাসিকো জিততে মরিয়া ছিল। এই জয়টা আমাদের জন্য স্পেশাল। তবে অনেকটা পথ বাকি এখনও। আগামী ম্যাচগুলোতেও এই মানসিকতা ধরে রাখতে হবে।' দলের সার্বিক পারফরমেন্সের পাশাপাশি ভিনিসিয়াস ও বেলিংহামের আলাদা করে প্রশংসা করেছেন অলন্সো।

জয়ী মুম্বই, পাঞ্জাব এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : হায়দরাবাদ ছেড়ে এবার রাজধানীতে। তবে জায়গার পাশাপাশি নাম বদল করলেও জয় এল না স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির। এদিন তাদের বিপক্ষে ফতোরদায় মুম্বই সিটি এফসি জয়ী হল ৪-১ গোলে। ৭ মিনিটে প্রথম গোল জোরগে পেরেরা দিয়াজের। মুম্বইয়ের পরের দুই গোল বিক্রম প্রতাপ সিং ও জোরগে ওর্টিজ মেন্ডোজার যথাক্রমে ৯ ও ৩২ মিনিটে। ম্যাচের শেষদিকে ফের ব্যবধান বাড়ান বিক্রম প্রতাপ। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় দিল্লি। গোল করেন আন্দ্রে আলবা। অন্যদিকে, এদিন গ্রুপ 'ডি'-তে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচ শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে গোকুলামের গুরসিমরত সিংয়ের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। ১১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিখিল প্রভু। ৪৩ মিনিটে প্রিন্সটন রেবেলোর গোলে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে পাঞ্জাব। বিরতির পর গোলের ব্যবধান বাড়েনি।

অ্যাসেজে শুরুতে নেই কামিন্স

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে নেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি পিঠের চোটে ভুগছেন। কামিন্সের বদলে পারথে প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। তবে অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড আশাবাদী ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরবেন কামিন্স। তার জন্য চলতি সপ্তাহে বোলিং অনুশীলন শুরু করবেন ৩২ বছরের পেসার।

ফুটবল মরশুম শুরু হওয়া স্বস্তির : সন্দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৭ অক্টোবর : আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন তাঁরা। তারপর আবার একটা ভয়ংকর বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ। তারপরও মিক্সড জোনে দিব্যি হাসিখুশি লাগে জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ককে। ডাকতেই দাঁড়িয়ে পড়েন কথা বলতে।

রবিবাসরীয় রাতে এফসি গোয়া-জামশেদপুর এফসি ম্যাচ একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তবে দুই দলের ইচ্ছায় পুরো ম্যাচই হয় এবং ২-০ গোলে

জেতে এফসি গোয়া। ম্যাচের পর স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা মেলে সন্দেশ ঝিংগানের। বলছিলেন, 'টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল। কারণ আবহাওয়া ছিল অসম্ভব প্রতিকূল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা নিজেদের সেরা দল হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছি। কিন্তু এটা সবে শুরু। গোটা টুর্নামেন্টই ভালো খেলতে হবে।' মাত্র তিন-চারদিন আগেই আল নাসেরের বিপক্ষে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন সন্দেশরা। কেমন সেই অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে দেশের সেরা ডিফেন্ডার বলেছেন, 'বলতে গেলে আমাদের দুই দিনের মধ্যে খেলতে হচ্ছে। আল নাসের ম্যাচটা এতটাই উচ্চপর্যায়ের ছিল যে নিজেদের মাঠে নিঃশেষিত করতে হয়েছে। বলতে পারেন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। তবে ওই ম্যাচের জন্য হয়তো আজ আমাদের তো পা ধরে যাচ্ছিল একটা সময়ে। কিন্তু দেখুন এটাই আমাদের জীবন। আবার তিনদিনের মধ্যে পরের ম্যাচটা খেলতে হবে। কিছু করার নেই।'

ফুটবল মরশুম শুরু হবে কি হবে না, তা নিয়ে যখন ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়ছিল তখনই শুরু হল সুপার কাপ। ফলে ফুটবলই যাঁদের রুটিরুজি, তাঁদের কাছে এটা একটা বড় স্বস্তি। সন্দেশ অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠতে শুরুতে মজাই করলেন, 'আরে আমাদের ফুটবল মরশুম তো গত সাড়ে তিন মাস ধরেই চলছে।' এরপরই অবশ্য এলেন আসল প্রসঙ্গে, 'সত্যি খুব জরুরি ছিল মরশুম শুরু হওয়া। খেলা চলার একটা ধারাবাহিকতা দরকার। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ যখন খেলতে যাচ্ছি হয়তো মাসে একটা ম্যাচ খেলে তখন ওরা ১০-১২টা করে ম্যাচ খেলে আসছে। এই তো দেখুন না আজ জামশেদপুর যেমন শুধুই ট্রেনিং করে চলে এসেছে বলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। যাইহোক এই শুরুটা খুব দরকার ছিল। সবাই মিলে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছিল। আশা করা যায় এবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে ম্যাচ হতে থাকবে।' সুপার কাপে গোয়া ছাড়া চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার আর কারা? এই প্রথমবার ব্যাকফুটে ডাকাবুকো এই ডিফেন্ডার, 'সব দল ভালো। কারও নাম আলাদা করে বলে আমি কেন ঝামেলায় পড়ি?' হাসতে হাসতে বৃষ্টি মাথায় করে বাসে উঠে পড়েন।

> টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। জিতে শুরু করা খুব দরকার ছিল। এখন হালকা লাগছে অনেকটাই। আজ দুই দলের কাছেই কাজটা কঠিন ছিল।
>
> -সন্দেশ ঝিংগান

গোলের পর আর্সেনালের এবেরেচি এজে। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে।

হেরেও উদ্বিগ্ন নন গুয়ার্দিওলা

টানা চার জয়, শীর্ষে আর্সেনাল

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : অপ্রতিরোধ্য আর্সেনাল।

৯ ম্যাচে ৭টা জয়। একটা ড্র, একটা হার। টানা চার ম্যাচ জিতে ২২ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের মগডালে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। রবিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ের পর স্বস্তির সুর আর্সেনাল কোচের গলায়। আর্তেতা বলেছেন, 'তিনদিনের ব্যবধানে পরপর ম্যাচ খেলতে হয়েছে। জানতাম এই ম্যাচটা কঠিন হবে। শুধু তাই নয়, ক্রিস্টাল প্যালেসের মতো দলের সামনে মনঃসংযোগে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও ভুগতে হতে পারত। তাই এই তিন পয়েন্ট অন্য অনেক ম্যাচের তুলনায় আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

জয়ের দিনেও অবশ্য অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গেল আর্সেনাল শিবিরে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন উইলিয়াম সালিবা। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পান ডেকলান রাইস। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ হতে পারে আর্তেতার জন্য।

এদিকে, রবিবার অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পয়েন্ট টেবিলে সিটির অবস্থান পাঁচ নম্বরে। ভিলার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক খেলেও ভাগ্য খোলেনি সিটির। তবুও উদ্বিগ্ন নন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বিশেষত গোল করতে না পারা নিয়ে। তিনি বলেছেন, 'গোল করা আমাদের দলের জন্য সমস্যার নয়। ১৩ ম্যাচে ২৩ গোল করেছি আমরা। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড একাই ১৫ গোল করেছে। ভিলা পাঁচজনে রক্ষণ সাজানোয় আমরা জায়গা তৈরি করতে পারিনি।' দলের লড়াইয়ে সন্তুষ্ট গুয়ার্দিওলা।

জলপাইগুড়ি, দঃ দিনাজপুরের হার

বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপ 'এ'-র খেলা সোমবার বালুরঘাটে শুরু হল। প্রথম ম্যাচে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স ৭ উইকেটে উত্তর ২৪ পরগনা চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে জলপাইগুড়ি ১০৬ রানে অল আউট

ম্যাচের সেরার পদক গলায় ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হয়। শোয়েব শা ৪১ রান করেন। অখিলেশ যাদব ১৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ১১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ৫২ রান করেন।

অন্যদিকে, বীরভূমে ডেয়ারডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুর ১৬ রানে বীরভূম আয়রনম্যানের বিরুদ্ধে হেরেছে। টসে হেরে বীরভূম ৩ উইকেটে ২১১ রান তোলে। ইন্দ্রজিৎ ওরাওঁ ৭৮ রান করেন। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ৮ উইকেটে ১৯৫ রানে আটকে যায়। সৌম্যজিৎ মণ্ডল ৬১ রান করেন।

৪ উইকেট রেজুয়ানের

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে সোমবার উত্তর দিনাজপুর কুলিক বার্ড ১ রানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাইগারকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে হেরে

ম্যাচের সেরা হয়ে রেজুয়ান আনসারি। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

উত্তর দিনাজপুর ৭ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। অর্ক দাস ৬২ ও সুমন দাস ২২ রান করেন। মহম্মদ নৌশাদ সাগির ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৯.৫ ওভারে ১২৮ রানে গুটিয়ে যায়। যুবরাজ দীপক কেশওয়ানি ৪১ ও সুরজিৎ যাদব ২২ রান করেন। ম্যাচের সেরা রেজুয়ান আনসারি ১৭ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ওম ভগত (১৪/২) ও নবনীল সাহা (২০/২)।

ট্রফি নিয়ে সবুজ সংঘের খেলোয়াড়রা। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

চ্যাম্পিয়ন সবুজ সংঘ

পতিরাম, ২৭ অক্টোবর : সবুজ সংঘের কিশোর হাজরা, সেতু দে, রাজেশ ঘোষ ও বিশ্বজিৎ হালদার ট্রফি ক্রিকেটে পতিরাম হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। রানার্স হিলি। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২ হাজার টাকা।

চোটে মরশুম শেষ সিন্ধুর

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর : চলতি বছরে আর কোনও প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে না দেশের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুকে।

পায়ে চোট রয়েছে সিন্ধুর। সেই চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই বছরের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। ৩০ বছরের এই তারকা সোমবার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'নিজের টিম ও চিকিৎসক ডাঃ পারদিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছি, ২০২৫ সালের বাকি প্রতিযোগিতাগুলি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ইউরোপ সফরের আগে পাওয়া পায়ের চোট এখনও সম্পূর্ণভাবে সারেনি। এটা মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন। কিন্তু চোট-আঘাত একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের অংশ।'